কৃষক ও শ্রমজীবী।

পরস্পারের-সহযোগিতায়-ঋণদান-সমিতি-সম্বন্ধীয়

জ্ঞাতব্য বিবিধ বিষয়।

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র নাগ বি, এল,

মুন্সেফ ও এসিষ্টেণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসর

প্রণীত।

প্রকাশক

শ্রীবসন্তকুমার মিত্র বি, এ,

কলিকাতা

১৯০৭।

কলিকাতা,
১ নং কলেজস্কোয়ার, উইলকিন্স মেসিন প্রেসে,
জে, এন, বসু দ্বারা মুদিত।

মূল্য { উৎকৃষ্ট বাঁধান ১।০
সাধারণ বাধান ১৲

উৎসর্গ।

বঙ্গে

কৃষক ও শ্রমজীবীর দুঃখ অপনোদনে কৃত-সংকল্প

শ্রীযুক্ত ডবলিউ, আর গুরলে, আই, সি, এস,

মহোদয়ের করকমলে কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ

এই গ্রন্থ

উৎসর্গ করিলাম।

TO

ONE DEVOTED TO AMELIORATING THE MISERIES

OF THE

AGRICULTURISTS & ARTISANS OF BENGAL

W. R. Gourlay Esqr. I. C. S.

AS A TOKEN OF GRATITUDE

THIS BOOK

IS

RESPECTFULLY DEDICATED.

আপনারে লয়ে, বিব্রত রহিতে,
আসে নাই কেহ অবনী 'পরে
সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

শ্রীকামিনী রায়।

To be with self engrossed
None this earth do dwell,
All for the good of each
And each for the good of all.

(Translation).

ভূমিকা।

এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়টী বঙ্গীয় পঠকগণের নিকট সম্পূর্ণ নূতন। বিষয়টী নূতন, উদ্দেশ্য মহৎ—কৃষক ও শ্রমজীবীর আর্থিক ও মানসিক উন্নতি বিধানের চেষ্টা। গভর্ণমেণ্টও ইহাকে স্নেহ চক্ষে দেখিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় ইহার সম্যক্ তথ্য স্বদেশ হিতৈষী পাঠকগণের নিকট উপেক্ষিত হইবে না এরূপ আশা করা যায়।

আলোচ্য বিষয়টীর সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের কো-অপারেটিভ্ ক্রেডিট্ সোসাইটীর রেজিষ্ট্রার শ্রীযুক্ত ডবলিউ, আর, গুরলে, আই, সি, এস, এবং শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে আই, সি, এস, মহোদয়গণ আমাকে প্রভূত সাহায্য দান করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। বিষয়টীর সম্যক্ আলোচনা দ্বারা হাওড়া শিবপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এবং মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত জষ্টিস্ সারদা-চরণ মিত্র মহোদয়ের সুযোগ্যপুত্র ও আমার পরম সুহৃদ শ্রীযুক্ত বসন্ত-কুমার মিত্র এই পুস্তক মুদ্রাঙ্কণ ও প্রকাশ সম্বন্ধে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন, এজন্য আমি তাঁহাদের নিকট চিরঋণী।

এক্ষণে স্বদেশহিতৈষী মহাত্মাগণ ইহা পাঠ করিয়া আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধি সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ সহানুভূতি প্রকাশ করিলেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। ঈশ্বর করুন এই মহৎ অনুষ্ঠান যেন স্বদেশহিতৈষী মহাত্মা-গণের হৃদয় অধিকার করিতে সমর্থ হয় এবং অপরাপর দেশে যত্ন পাইয়া ইহা যেরূপ বহুবিস্তৃত হইয়াছে, আমাদের দেশেও জনসাধারণের উন্নতি কল্পে সেইরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

খামারবেড়ে,
বাঁকুড়া, ১৯০৭।

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র নাগ।

প্রকাশকের নিবেদন।

১। ধনরত্নের আকর ও বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল ভারতবর্ষের কৃষক ও শ্রমজীবীর অবস্থার কথা মনে হইলেই যুগপৎ বিস্ময় ও বিষাদের আবির্ভাব হয়। ঐতিহাসিকমাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, যে দেশ দারিদ্র্যের করালচ্ছায়াভিব্যাপ্ত হয়, সেই দেশের কৃষক ও শ্রমজীবীর অবস্থা ক্রমশঃ হীন হয়। কিন্তু কি কারণে ভারতের সেই পূর্ব্বতন বৈভব বিদ্যুল্লতার ন্যায় অন্তর্হিত হইল তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধান ধনবিজ্ঞানবিদ্‌দিগের একটী দুরূহ সমস্যা। অতীতের ইতিহাস যতই গাঢ় অন্ধকারে বিলুপ্ত থাকুক না কেন, আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র নাগ মহাশয় তাঁহার পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে ভারতের দারিদ্র্যের কতকগুলি কারণ দেখাইয়াছেন। যদিও বিভিন্ন ধনবিজ্ঞান-বিদ্‌গণ ভারতের বর্দ্ধনশীল দারিদ্র্যের নানাবিধ কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তত্রাচ বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে অবিনাশ বাবুর প্রদর্শিত কারণগুলি দারিদ্র্যবৃদ্ধির অন্যতম প্রধান সহায় হইয়াছে।

জীবন সংগ্রামে যোগ্যতমেরই জয় (survival of the fittest) এই রহস্য যত দিন না আমরা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিব ততদিন আমরা এইরূপ অধঃপতিত রহিব। অতীতের সহিত বর্ত্তমানের তুলনা করিলে দেখা যায় যে লোক সংখ্যাবৃদ্ধি, ভূমির উর্ব্বরতা শক্তির খর্ব্বতা ও প্রকৃতির পরিবর্ত্তন প্রভৃতি নানা অপরিহার্য্য কারণে সকল দেশেরই আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উন্নতি এবং অবনতির কতকটা হেতু হইলেও, উৎসাহ হীনতা, অক্ষমতা, শ্রমশক্তির খর্ব্বতা প্রভৃতি কারণে কোনও জাতির অধঃপতন যে একবারে অনিবার্য্য নহে এবং পুরুষকার দ্বারা তাহা নিরাকৃত হইতে পারে তদ্বিষয়ে আর অনুমাত্র

সন্দেহ নাই। দৈব ও পুরুষকারের দ্বন্দ্ব জগতে চিরকালই চলিয়া আসিতেছে। অবিনাশ বাবু পুরুষকারের পক্ষ অবলম্বন করিয়া "দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা" এই সাধুবাক্যের অনুসরণ করিতে বলিয়াছেন। তিনি কেবলমাত্র উপরোক্ত বাক্যের অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, কিন্তু কি উপায় অবলম্বন করিয়া প্রতীচ্য দেশসমূহ সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়াছে তাহাও বিস্তারিত ভাবে দেখাইয়াছেন।

৩। ম্যাক্‌লিউড্ (Macleud) সাহেব তাঁহার (Theory of Banking) নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন "several professions require a certain amount of ready capital to start with" এবং "Multitudes of men who have raised themselves from the humblest positions in life to enormous wealth began with nothing but cash-credit." বিগত ইন্‌ডাস্‌ট্রিয়াল্ (Industrial) কন্‌ফারেন্সের সভাপতি মহাশয়ও বলিয়াছেন "*No country* in this world can make much progress in industrial directions without plenty of Capital." সুতরাং দেশের উন্নতি যে মূলধনের উপর অনেকটা নির্ভর করিতেছে তাহা সকল দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু মূলধন আমাদের দেশে সহজে অল্প সুদে পাওয়া যায় না; কারণ আমাদের দেশীয় মূলধন অল্প, ও ব্যাঙ্ক নাই। দেশের এরূপ অবস্থায় আমাদিগকে বিদেশীয় মূলধনের (Foreign capital) সাহায্য গ্রহণ এবং স্বদেশীয় ধনীদিগেরও মূলধন লইয়া যৌথ সমিতি (Joint stock company) করিতে হইবে। এইরূপে মূলধনের সৃষ্টি হইলে পসার ও পরস্পর সহযোগিতায় ঋণদান সমিতি গঠিত হইয়া কার্য্যকরী হইলে দেশে দারিদ্র্যের কঠোরতা যে অনেক পরিমাণে লাঘব হইবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। অবিনাশ

বাবুরও এই কথা এবং তিনি তাহা তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে স্পষ্টীকৃত করিয়াছেন।

৪। কৃষি ও শিল্প পরস্পর উন্নতি সাপেক্ষ হইলেও সকল দেশেই শিল্পোন্নতির বহুপূর্ব্বে যে কৃষিবিস্তার চরমোৎকর্ষ সাধিত হয় ইহা একটী ঐতিহাসিক সত্য। যে ইংলণ্ড আজ ব্যবহারিক ও অন্যান্য প্রকার শিল্পবিদ্যাতে জগতের শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে, তথায়ও উপর্যুক্ত ঐতিহাসিক সত্যের-অপচয় দেখা যায় না। আমি এ সম্বন্ধে বর্ত্তমান বৎসরের Industrial conference এর সভাপতির সারগর্ভ বচনগুলি উদ্ধৃত করিলাম:—"Even protectionist Economists admit that until the agricultural industry has reached a high state of development, manufacturing industries can not be largely brought into existence even with the support of the state. In England itself the era of manufacture was immediately preceded by a period of extraordinary agricultural development due mainly to the enterprise of the great landlords." ইংলণ্ড প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশের সম্বন্ধে যদি একথা প্রযোজ্য হয় তবে যে দারিদ্র্য পীড়িত ভারতে শতকরা ৮০ জন লোক হল চালনা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তথায় যে উপর্যুক্ত উক্তি কতদূর সমীচীন তাহা আর বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে না। ঐতিহাসিকের কথা ছাড়িয়া দিলেও ইহা স্বীকার্য্য যে কৃষিজাত দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে না জন্মিলে দেশে জীবন পোষণোপযোগী খাদ্য সামগ্রীর ও অপরাপর শিল্প দ্রব্যাদি প্রস্তুত যোগ্য কাঁচা-মালের (raw produce) অভাব হয়। কিন্তু জীর্ণ, শীর্ণ এবং স্বীয় ও পরিবারবর্গের উদরের অন্নসংস্থানে অপারক কৃষক যে অভিনব বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ করিয়া দেশকে কাঁচামালে পরিপূর্ণ এবং তদ্দ্বারা

শিল্পেরও উন্নতির সহায় হইতে পারিবে, ইহা সুধিগণের বিবেচ্য। আমি এই কারণেই কৃষি ব্যাঙ্ক স্থাপন দ্বারা কৃষককুলকে সর্ব্বাগ্রে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। কৃষককুলকে রক্ষা করিয়া কৃষির উন্নতি না হইলে শিল্পের উন্নতি যে বহুদূরে তাহা যুক্তি দ্বারা সহজেই প্রতিপন্ন হইতে পারে। অতএব আমাদের দেশের প্রজাহিতৈষী জমিদারগণ যদি একত্র হইয়া কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন করেন এবং অল্প সুদে প্রজাগণকে মূলধন দেন তাহা হইলে তাঁহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কৃষকের উপকার এবং পরোক্ষেও দেশের শিল্পোন্নতির সহায় হইবেন। তদ্বিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। মিঃ হ্যামিল্টন্ সত্যই বলিয়াছেন যে, "Motherland is the source of all wealth, manufacturing as well as agricultural, and manufacturing industries rise and fall with the produce of the land, and therefore the man who holds the land of Bengal holds the key to his country's wealth." ভারতগবর্ণমেণ্ট ইতিপূর্ব্বেই কৃষিব্যাঙ্কস্থাপনে পথ প্রদর্শক হইয়াছেন। অবিনাশ বাবুও তাঁহার এই পুস্তকে কৃষিব্যাঙ্কস্থাপনের উপযোগীতা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যুক্তির সহিত প্রতিপন্ন করিয়াছেন। প্রবন্ধের উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে গ্রন্থের প্রারম্ভে অবিনাশ বাবু যে কবিবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা ভারতের প্রতিগৃহে নিনাদিত হইয়া ভারতবাসীকে সজীব করিয়া তুলুক। অবিনাশবাবুর হৃদয়তন্ত্রীতে ভারতের বিলাপধ্বনি যেরূপ আঘাত করিয়াছে, আমাদের হৃদয়েও সেইরূপ করুক।

পুস্তক সম্বন্ধে এইমাত্র বলিতে পারি যে এরূপ পুস্তক যতই মুদ্রিত হয় ততই দেশের মঙ্গল। অবিনাশবাবু এরূপ পুস্তক লিখিয়া আমাদের সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন।

শ্রীবসন্তকুমার মিত্র।

সূচিপত্র।

অবতরণিকা।

প্রথম অধ্যায়।

অতীত ও বর্ত্তমান।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বঙ্গদেশের অধিবাসী ও ঋণ।

তৃতীয় অধ্যায়।

পসার ও পরস্পর সহযোগীতায় ঋণদান সমিতি।

চতুর্থ অধ্যায়।

ঋণের অবস্থা ও সামঞ্জস্যের কথা।

পঞ্চম অধ্যায়।

ইতিবৃত্ত-(জার্ম্মেনী)।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সমালোচনা।

সপ্তম অধ্যায়।

ইতিবৃত্ত (ইটালী)

অষ্টম অধ্যায়।

ইতিবৃত্ত (ইজিপ্ট)।

নবম অধ্যায়।

ইতিবৃত্ত (মান্দ্রাজ)।

দশম অধ্যায়।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ও সেণ্ট্রাল সমিতি।

একাদশ অধ্যায়।

শস্য গোলা।

দ্বাদশ অধ্যায়।

পার্ব্বতীশঙ্কর ধর্ম্মগোলা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

উপকার।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

সমিতি স্থাপন।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

সাহায্যের সীমা ও আপত্তি খণ্ডন।

ষোড়শ অধ্যায়।

সমিতি স্থাপনে নেতার কর্ত্তব্য।

সপ্তদশ অধ্যায়।

মিশ্র সমিতি।

পরিশিষ্ট ক।

পরিশিষ্ট খ।

পরিশিষ্ট গ।

কৃষক ও শ্রমজীবী।

অবতরণিকা।

কালচক্রের আবর্ত্তনে সকল দেশেরই জন সাধারণ ন্যূনাধিক পরিমাণে দারিদ্র্য দুঃখে নিপতিত হইয়া নৈরাশ্য ও উদ্বেগ সহকারে কালহরণ করিতেছে এবং জনসাধারণের এই দুরবস্থা দেখিয়া দেশ বিশেষের রাজনৈতিক ও স্বদেশহিতৈষী মহাপুরুষগণও তাহাদের উন্নতি-কল্পে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। এমন অবস্থায় দারিদ্র্য দুঃখ বিমোচনো-পায়ের অবতারণা অনাবশ্যক। দেশ বিদেশে দারিদ্র্যদুঃখ উন্মোচনে নানাপ্রকার উপায় সূচিত হইয়াছে, এবং সেই সকল উপায় জন-সাধারণের দুঃখভার অনেকাংশে লাঘব করিয়া, নৈরাশ্য ও উদ্বেগ বিতাড়িত করিয়াছে। আমাদের দেশে এ পর্য্যন্ত ঐ প্রকার কোনও উপায় উদ্ভাবনের প্রতি কাহারও বিশেষ অনুরাগ পরিলক্ষিত হয় না। দিন দিন জনসাধারণের অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইতেছে, তাহাতে সত্বর মুক্তির কোনও উপায় অবলম্বন না করিলে দেশের যে মহান্ অমঙ্গল সাধিত হইবে তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই।

দারুণ পরিশ্রম করিয়া যাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয় এই প্রকার লোকের সংখ্যা ক্রমশঃ যেরূপ বৃদ্ধি হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাতে স্বদেশহিতৈষী চিন্তাশীল ব্যক্তির আর নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। এই সকল ভাগ্যহীন লোকে সুখ স্বচ্ছন্দ কাহাকে বলে আদৌ তাহা জানে না; জীবনযাপনোপযোগী সামান্য সামান্য নিতান্ত আবশ্যকীয় সামগ্রী সংগ্রহে অক্ষম এবং দিন দিন ঋণ পঙ্কে নিমগ্ন হইয়া অনশনে, অর্দ্ধাশনে, কদর্য্যাশনে, জীর্ণবস্ত্রে ও অস্বাস্থ্যকর বাসে, দুঃখময় জীবন যাপন করিতেছে। সুখের বিষয় এই যে অধুনা ইহাদের কাতরধ্বনি

গভর্ণমেণ্টের কর্ণগোচর হইয়াছে এবং গভর্ণমেণ্ট হতভাগ্যদের দুরবস্থা অপনোদনে বা তাহার সম্যক্ উন্নতি সাধন মানসে সম্প্রতি এ দেশে পরস্পর সহযোগীতায় ঋণদান সমিতি স্থাপনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়াছেন এবং তদুদ্দেশে একখানি বিধান প্রণয়ণ ও উপযুক্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন। এই নবপ্রণীত বিধানের কার্য্য কুশলতা ভবিষ্যৎ গর্ভে নিহিত।

সর্ব্বব্যাপী দারিদ্র্যদুঃখ সংবর্দ্ধনের কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কর্ষণোপযোগী ভূমির ন্যূনাধিক্য। বঙ্গে কর্ষণোপযোগী ভূমি যথেষ্ট আছে এবং শিল্প পণ্যের উপযোগী অসংস্কৃত সামগ্রীও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। শ্রমশীল কৃষক এবং শ্রমজীবীরও অভাব নাই। কিন্তু যে অর্থ বা শক্তি দ্বারা কর্ষণযোগ্য ভূমির ও, পণ্য প্রস্তুতকারী সামগ্রীর সম্যক্ ব্যবহার সংসাধিত হইতে পারে, তাহারই আমাদের একান্ত অভাব। কি উপায় অবলম্বনে ঐ আবশ্যকীয় অভাবটীর পূরণ হইতে পারে তাহারই আলোচনা বিশেষ আবশ্যক। এই অর্থ বা শক্তি যে আমাদের সম্পূর্ণ অভাব তাহাও নহে, তবে এই শক্তির বিকাশ এবং যোগ্যপাত্রে ইহার প্রসারণেরই একান্ত অভাব। ধনবল সম্যক্ প্রকারে উপযুক্ত হস্তে ন্যস্ত হইলে এবং উহা সম্যক্‌রূপে ব্যবহৃত হইলে আমাদের দেশের বর্ত্তমান এবং ভাবী অবস্থা শত গুণে উন্নত হইবে। জগতের ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায় জাতীয় মূলধন ও জাতীয় পরিশ্রম ব্যতীত কোন জাতি শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই। জাতীয় মূলধন ও জাতীয় পরিশ্রম বর্দ্ধিত হইলে বিদেশীয় ধন ও পণ্য চুম্বকাকর্ষণের ন্যায় আকৃষ্ট হইয়া আসিবে। জাতীয় বলে বলীয়ান হইলে জগতের সকল জাতীর নিকট প্রতিপত্তি লাভ হইবে। এইরূপ প্রতিষ্ঠা বলেই আজ ইংলণ্ড, জার্ম্মেণী, আমেরিকা সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে। ভারত গভর্ণমেণ্ট

এই প্রতিষ্ঠা বলে তাঁহার দেশীয় মূলধন স্বল্পসুদে ভারতের রেলপথ বিস্তার কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছেন। জাতি সম্বন্ধে যে সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ব্যক্তিগত ও সেই সত্য সর্ব্বতোভাবে প্রতিপাদিত হইতে পারে।

মূলধন * এবং শ্রমশক্তি স্বভাবতঃ বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন শক্তি নহে। স্বার্থ লভ্য এবং আকাঙ্ক্ষা উভয় শক্তিরই লক্ষ্য, এবং এই উভয় শক্তির সংমিশ্রণই জাতীয় এবং ব্যক্তিগত উন্নতির প্রধান উপযোগী। "শ্রমকুশল ব্যক্তিই আপনার মূলধন" এই ক্ষুদ্র বাক্যের দ্বারা মহাত্মা শুলজ্ এই উভয়বিধ শক্তির কার্য্যকারিতা প্রকাশ করিয়াছেন। এই উভয় শক্তির সামঞ্জস্য করিতে না পারিলে বিদেশ গমন, উপনিবেশ স্থাপন, সংরক্ষিত বাণিজ্য প্রভৃতির উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। শ্রমশক্তির উপযুক্ত ও সম্যক্ নিয়োগ দ্বারা কৃষি ও খণিজাত দ্রব্যাদির উৎপাদন বৃদ্ধি, অভিনব উৎপাদন প্রণালী, পতিত ভূমির সংস্কার এবং কর্ষিত ভূমির উৎকর্ষ সাধন জন্য বিবিধ উপায় সূচিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশে শ্রমজীবীর ও চাকুরীজীবীর কর্ম্ম প্রাপ্তি অত্যন্ত দুর্লভ হইয়াছে। স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিগণ নানা উপায়ে এই অভাব মোচনের চেষ্টা করিতেছেন।

আধুনিক শুলজ্, রাইফেজেন, লুজ্জাতী, উলেম্বার্গ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশীয় মহাত্মাগণ পিপিল্‌স' ব্যাঙ্ক বা ভাণ্ডার সংস্থাপন করিয়া এই দারিদ্র্য সমস্যার সমাধান করিয়াছেন। দেশ এবং সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে এই নবোদ্ভাবিত প্রণালী বিশেষ উপযোগী হইয়া জনসাধারণে

---

* Capital and labour are not naturally antagonistic with different interests, different aims and different aspirations but in one instance in the words of Schulze they are bridged over : "The working man his own Capitalist."

Peoples Bank by H. W. Wolff.

প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। এই প্রকার ধনভাণ্ডারে প্রচুর ধন সঞ্চিত হইয়া বহুল পরিমাণে শ্রমশক্তিকে উপযুক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছে।

পিপিল্‌স ব্যাঙ্ক বা জনসাধারণের ধনভাণ্ডর, হীরকখণি আবিষ্কার অপেক্ষাও সহস্রগুণে ফলপ্রদ হইয়াছে। হীরকখণি প্রায়শঃ অপহরণ কুশল দস্যুতস্করের অবৈধ লুণ্ঠনের লীলা ভূমি। সেখানে অসৎ উপায়ে মূল্যবান ধাতু সংগ্রহের জন্য হিংসা, স্বার্থপরতা, লোভ প্রভৃতি রিপুনিচয় আধিপত্য বিস্তার করে। কিন্তু এই নবোদ্ভাবিত নৈতিক মূলধনের ভাণ্ডার যেখানে সংস্থাপিত হইয়াছে তথায় পাপ-স্রোতকে বিতাড়িত করিয়া পুণ্যস্রোত প্রবাহিত করিয়াছে। এই ধন-ভাণ্ডার সাধারণকে পরিমিতব্যয়ী, পরিশ্রমকুশল, মাদকদ্বেষী এবং সুনীতিপরায়ণ করিয়া নবজীবন প্রদান করিয়াছে। এই প্রণালী অনুসারে স্থাপিত ধনভাণ্ডারের ভিত্তি এমনই শক্তিশালী যে কোন প্রকার অর্থকৃচ্ছ্রতায় ইহার বিন্দুমাত্রও অনিষ্টাশঙ্কা নাই। ষট্‌চত্বারিংশৎ বর্ষ মধ্যে জার্ম্মেণীর জনসাধারণের ধনভাণ্ডার তদ্দেশীয় ধনবল বহুল পরিমাণে বৰ্দ্ধিত করিয়া জনসাধারণের দারিদ্র্য দুঃখ বিদূরিত করিয়াছে এবং বিগতআশ প্রজার হৃদয়ে উৎসাহ দানে তাহাকে পুনরায় কার্য্যক্ষম করিয়াছে। এই প্রণালী স্বীয় প্রতিষ্ঠাবলে প্রতিষ্ঠাবান হইয়া ক্রমে জার্ম্মেণী, ইটালী, ফ্রান্স, রুষিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। জানিনা বঙ্গবাসী কবে ইহার উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবে।

আত্মনির্ভরই ইহার মূল ভিত্তি, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে সেই আত্মনির্ভরই ভারতে বিলুপ্ত এবং আত্মনির্ভরের অভাবই আমাদের উন্নতির প্রধান অন্তরায়। আমরা সামান্য বিপদে পড়িলে দৈবের আশ্রয় গ্রহণ করি। দৈববলকেই প্রধান সহায়জ্ঞান করিয়া দৈবের

মুখপানে তাকাইয়া থাকি ; কেননা আমাদের আত্মনির্ভর নাই। এক সময় মিঃ গ্লাড্‌ষ্টোন্ বলিয়াছেন * "আত্মনির্ভরই মানুষকে মানুষ নামের যোগ্য করে এবং মানুষকে প্রকৃত মানুষ নামের যোগ্য করাই ভগবানের উদ্দেশ্য।" মিতব্যয়ীতাই এই আত্মনির্ভর শক্তির প্রধান সহায় এবং এই মিতব্যয়ীতা ও আত্মনির্ভরের উপর মানবের যাবতীয় চিরন্তনস্থায়ী শুভাশুভ অপেক্ষা করিতেছে।

আত্মনির্ভর ও মিতব্যয়ীতা হইতে অর্থ সঞ্চয় হইবে এবং নূতন নূতন অর্থ সংগ্রহের উপায় উদ্‌ঘাটিত হইবে। জগতের কত কত ক্ষেত্র পতিত রহিয়াছে, কত কত শ্রমশক্তি (যাহা ক্ষেত্রে সুবর্ণ ফলাইতে পারিত, অপব্যয়িত হইতেছে। কত সুন্দর অবসর এবং কত সুবিধা মরুভূমে পতিত জলবিন্দুর ন্যায় বৃথা নষ্ট হইতেছে। পক্ষান্তরে শিক্ষা এবং জাতীয় উদ্দীপনার অভাবে কত ধনবল কেবলমাত্র অর্থাগারের শোভা সংবর্দ্ধন করিতেছে।

শ্রমশীল ব্যক্তির হস্তে এই অর্থ এবং উপরুক্ত উপাদান ন্যস্ত হইলে অচিরে অভাবনিচয় দূরীভূত করিয়া ফলপ্রদ উৎপাদন শক্তির সম্যক্ বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য দুঃখের বিনাশ সাধন করিতে সমর্থ হয়। ইহা যেন কেহ মনে না করেন যে শ্রমশীল ব্যক্তিকে অর্থদান করিতে অনুরোধ করা হইতেছে, কারণ দানপ্রদত্ত অর্থ সর্ব্বথা সুফলপ্রদ হয় না। সকল সময়ে পাত্রাপাত্র বিচারে উহা উপযুক্ত পাত্রে অর্পিত হয় না, এবং অর্থ

---

* It is selfhelp which makes the man and man making is the aim which the Almighty has everywhere impressed upon creation. It is thrift by which selfhelp for the masses dependent upon labour is principally made effective. In them thrift is the symbol and the instrument of independence and liberty—indispensable conditions of permanent good.

Gladstone on Thrift.

উপযুক্ত পাত্রে অর্পিত না হইলে উহা কখনও ফলদায়ক হয় না। সহজ লভ্য অর্থ অধিকাংশ সময় উচ্ছৃঙ্খল ভাবের আশ্রয়স্থল হইয়া থাকে। কষ্টলব্ধ অর্থে এবং অনায়াসলব্ধ অর্থে মহান্ প্রভেদ। যে শ্রমশীলের হস্তে অর্থ প্রদত্ত হইলে তাহা কোন প্রকার শিল্প বা কৃষি সামগ্রী উৎপাদন কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া ধনাগমের পথ প্রসারিত হয় এই প্রকার নির্ব্বাচিত পাত্রে অর্থ প্রদত্ত হইলে অর্থের প্রকৃত সদ্ব্যবহার করা হয়। এই প্রকার ব্যক্তির হস্তে যদি কোনও সহজ সাধ্য উপায়ে এবং অল্প সুদে আবশ্যকমত অর্থ প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে তাহা দান-প্রদত্ত অর্থ অপেক্ষা বহুলপরিমাণে কার্য্যকরী হয়। কর্ম্মপ্রয়াসী শ্রমশীল ব্যক্তি আত্মনির্ভর প্রবৃত্তি প্রণোদিত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার জন্য হীন ভিক্ষাবৃত্তির পরিবর্ত্তে সহজসাধ্য উপায়ে অল্প সুদে ঋণ প্রাপ্ত হইলে, নিজের মনোমত শিল্প বা কৃষি সামগ্রীর উৎপাদন কার্য্যে অর্থব্যয় করিয়া আশু উন্নতিলাভ করিতে পারে। যদি সৎ ও শ্রমশীল কৃষক জমিতে উপযুক্ত সার দিবার জন্য, জমি সংস্কার করিবার জন্য, জল নিঃসরণ বা আনয়ন প্রণালী প্রস্তুত জন্য, অথবা আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত কোনপ্রকার উৎকর্য সাধনের জন্য সামান্য সুদে কোনও নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য আবশ্যক মত ঋণপ্রাপ্ত হয়, যদি ধর্ম্মভীরু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী তাহার দোকানখানি পাইকারী দরে ক্রয় করা পণ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ করিবার জন্য অল্প সুদে কিছুকালের নিমিত্ত আবশ্যকমত ঋণপ্রাপ্ত হয়, যদি মিতব্যয়ী ক্ষুদ্র গৃহস্থ আপনার নিত্য ব্যবহার্য্য আবশ্যকীয় সাংসারিক ও সুখ-স্বাচ্ছন্দের বস্তু ক্রয় করিবার জন্য আবশ্যকমত ঋণপ্রাপ্ত হয়, যদি কষ্টসহিষ্ণু ক্ষুদ্র শিল্পী আপনার শিল্প কার্য্যোপযোগী দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করিবার জন্য সামান্য সুদে ঋণ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে ঐ সকল লোকের দারিদ্র্য দুঃখরূপ কাল নিশার কি অবসান হয় না? এই প্রশ্নের উত্তর কেবলমাত্র জনসাধারণের ধনভাণ্ডার স্থাপিত প্রাচ্য দেশ সমূহই

দিতে সক্ষম। * এইরূপ ধনভাণ্ডার জার্ম্মেণী, ইটালী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে বহুলপরিমাণে স্থাপিত হইয়া গৃহহীন কর্ম্মঠ ব্যক্তিকে গৃহস্থে, ফেরিওয়ালাগণকে দোকানদারে, অনশনক্লিষ্ট চিন্তাজ্বরজীর্ণ চাষীকে উন্নত কৃষকে পরিণত করিয়াছে। পূর্ব্বে যে জমি জঙ্গলাবৃত ছিল তাহা এক্ষণে সুদৃশ্য ফলপুষ্প শোভিত উদ্যানে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বে যেখানে কেবলমাত্র অনুর্ব্বরা ভূমি দৃষ্ট হইত এক্ষণে সে স্থলে শ্যামল শস্যক্ষেত্র পরিদৃষ্ট হয়। কেবল যে জঙ্গল ও অনুর্ব্বরা ভূমিরই উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহা নহে, জনমানব সমাগমশূন্য, দুর্গম ও দুর্ভেদ্য ভূমিসকলও যেন কোন যাদুকরের মোহনমন্ত্রে ফলপুষ্পে সুশোভিত হইয়া এক অভিনব মনোহর বেশ ধারণ করিয়াছে।

এ সকল দেশে শ্রমশীল ব্যক্তিগণ উন্নতির পথে এত দূর অগ্রসর হইয়াছে যে তাহাদিগকে এক্ষণে আর কাহারও নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে হয় না এবং মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়ীগণের লভ্যাংশ শ্রমজীবীগণ নিজেরাই গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। এক্ষণে উহাদিগকে আর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নিত্য আবশ্যকীয় দ্রব্য-সামগ্রীর অভাব অনুভব করিতে হয় না। উহারা এক্ষণে কৃষিকার্য্যোপযোগী নব উদ্ভাবিত যন্ত্রাদি সংগ্রহ, সার প্রদানে ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছে।

---

* The answer is to be found in that vast network of flourishing banks spread out over Germany and Italy numbering by thousands, turning homeless labourers into cultivating owners, unemployed journeymen into thriving traders, starving peasants into substantial yoemen, stimulating everywhere commerce, industry in those neat prosperous villages, encircled by smiling garden *orchards and heavily bearing fields which spring up as if by* magic, not in the fertile valley but on the barren, on the vast neglected plains and wild mountains.

Peoples Bank. H. W. Wolff.

এক্ষণে তাহাদিগকে কৃষিজাত সামগ্রী পূর্ব্বের ন্যায় অর্থাভাবে বিপদগ্রস্থ হইয়া প্রচলিত মূল্য অপেক্ষা অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে হয় না। এক্ষণে উহারা ভূমির জন্য উৎকৃষ্ট সার, যন্ত্র এবং গবাদি পশু পাইকারী দরে খরিদ করিতে সক্ষম হইয়াছে। ভূমি সম্বন্ধীয় বহুব্যয় সাপেক্ষ মামলা মোকদ্দমা না করিয়া নিজেরাই সালিসী দ্বারা বিরোধ মীমাংসা করিতে শিক্ষা করিয়াছে। এক কথায় তাহাদিগের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পথ এক্ষণে বিঘ্নশূন্য হইয়াছে। তাহারা যেন এক নূতন জগতে প্রবেশ করিয়াছে। ভ্রাতৃত্বভাবের সোহাগ বন্ধনে পরস্পরের উন্নতিসাধন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে শিখিয়াছে।

সাংসারিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক জীবনেরও সম্পূর্ণ উন্নতিলাভ হইয়াছে। চির আলস্যপরায়ণ ব্যক্তি পরিশ্রমী হইতে শিখিয়াছে, মাদকসেবী মাদক পরিহার করিয়াছে, অমিতব্যয়ী মিতব্যয়ী হইয়াছে। ধন্য! বৈদেশিক পরস্পর সাহায্যদান প্রণালী।

জানিনা আমরা কেন এই সর্ব্বমঙ্গলময় অভিনব প্রণালীর কার্য্যকারিতা শক্তি আজও উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না, জানিনা কেন এই মহাকল্যাণকর প্রণালী অনুসরণে আমাদের এত বীতস্পৃহা, জানিনা ঐ প্রণালী আমাদের দেশে কখনও অঙ্কুরিত হইয়া তাহার স্নেহশীতল ছায়াতে আমাদের দারিদ্রক্লিষ্ট, অনশন জীর্ণ, ঋণপীড়িত দুর্দ্দশাগ্রস্তপ্রাণে শান্তি বিতরণ করিবে কিনা?

কৃষক ও শ্রমজীবী।

প্রথম অধ্যায়।

অতীত ও বর্ত্তমান।

অতি প্রাচীনকালে মানব বিনা পরিশ্রমে বিনাযত্নে অজস্র পরিমাণ অনায়াসলব্ধ খাদ্য সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়া এই সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা ভারতের কাননে ও প্রান্তরে শুভ্রজ্যোৎস্নালোকে বন্দে মাতরং গাহিয়া বেড়াইত কি না কবি বলিতে পারেন। কিন্তু সাধারণতঃ বর্ত্তমানের সহিত তুলনায় অতীতস্মৃতি চিরগৌরব সমন্বিত বলিয়া বোধ হয়। বর্ত্তমান অতিক্ষুদ্র এবং দুঃখময়, অতীত অতীব বিশাল এবং সুখময়। দারিদ্র্য দুঃখপীড়িত, অত্যাচার ক্লিষ্ট, শোক জর্জ্জরিত চিত্ত চির দিনই অতীতের শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণে প্রয়াসী। গভীর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত অভ্রভেদীশীর্ষ ও পুণ্য কিরণ প্রভাসিত অতীত স্মৃতি মন্দির বিচিত্র মোহ কুহেলিকার মধ্যে লুক্কায়িত। অতীতের সুখস্মৃতি উপভোগ করিতে হইলে আয়োজন উদ্যোগ করিতে হয় না, সংগ্রাম করিতে হয় না। সেই কল্পনারাজ্যে আহার অন্বেষণে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে কণ্টকাকীর্ণ বর্ত্মোপরি পরিভ্রমণ করিয়া ক্ষত বিক্ষত হইতে হয় না। বর্ত্তমান বড়ই সঙ্কীর্ণ, অতীব দুঃখপ্রদ। ইহা অবিশ্রান্ত কেবল ধ্বংশের পথে পরিচালিত করিতে চাহে। জীবন সংগ্রামের বিরাম নাই। আহার করিলে মুহূর্ত্তকালের জন্য ক্ষুধার শান্তি হয় বটে কিন্তু ক্ষণকাল পরেই পুনরায় ক্ষুধার উদ্রেক হয়। যদি কখনও কার্য্যকারিতা শক্তি ক্ষণেকের তরে মনোমধ্যে উদ্দীপিত হয় অমনি অনশন জনিত দুর্ব্বলতা পীড়নে মুহূর্ত্ত মধ্যেই বিলুপ্ত হয়। এই এক মুষ্টি অন্নের জন্য লক্ষ লক্ষ লোক ভিন্ন

ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এই সংসারে কোলাহল করিতেছে ও পরস্পব পরস্পরকে আক্রমণ কবিতেছে। যাহাদের অস্ত্র নাই, শক্তি নাই, তাহারা সংগ্রামে পরাভূত হইয়া হাহাকার করিতেছে।

বঙ্গদেশের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইহা উর্ব্বরা-ভূমি-সমন্বিত সুখসম্ভব দেশ। এথানে অপেক্ষাকৃত সহজ সাধ্য প্রণালীতে স্বল্প ব্যয়ে ও স্বল্পপরিশ্রমে অপরিমিত খাদ্য সামগ্রী উৎপাদিত হইতে পারে, বাহ্য প্রকৃতি মৃদুশীতোষ্ণাদি পরিপ্লুত, বাসোপযোগী গৃহ-নির্ম্মাণ, পরিচ্ছদ পারিপাট্য এবং আহারাদির জন্য উদ্যোগ, চেষ্টা বা বহুল ব্যয় অনাবশ্যক। প্রকৃতিগুণে এবং শাস্ত্রকারের শিক্ষা অনুসারে সাধারণতঃ পূর্ব্বে অভাবেব আধিক্য ছিল না। দেশও স্বাস্থ্যপ্রদ ছিল।

দেশ ঐ অবস্থায় থাকিলে আজ দুঃখ কবিবার কিছুই থাকিত না, কিন্তু জগতের স্বভাবসিদ্ধ নিয়মে পূর্ব্বতন অবস্থার ঘোরতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। এই নিত্য, অনিবার্য্য, নৈসর্গিক পরিবর্ত্তন প্রকৃতির স্বভাবধর্ম্ম।

বঙ্গদেশের অবস্থা পরিবর্ত্তন-সম্বন্ধে কয়েকটী সাধারণ কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

১। লোক সংখ্যা বৃদ্ধি।

২। ভূমির উর্ব্বরতা শক্তির খর্ব্বতা।

৩। প্রকৃতি পরিবর্ত্তন।

৪। উৎসাহ হীনতা, অক্ষমতা ও তন্নিবন্ধন শ্রমশক্তির খর্ব্বতা।

৫। ব্যয় বাহুল্য।

লোক সংখ্যা বৃদ্ধি—সৃষ্টি রক্ষাব জন্য প্রজাবৃদ্ধি প্রকৃতির ধর্ম্ম। এক পুরুষ ও এক স্ত্রী হইতে বহু পুত্র কন্যা জন্মে, এবং এই পুত্র কন্যা হইতে আবার বহুতর সন্তান সন্ততি জন্ম গ্রহণ করে। যদি অকাল মৃত্যু, অস্বাভাবিক মৃত্যু এবং সামাজিক দমনবৃত্তি না থাকিত তাহা

হইলে বোধ হয় পৃথিবীতে মনুষ্যের সংকুলান হইত না। বঙ্গভূমি এখনও অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর স্থান, এবং এখানে আহার চিন্তাও গুরুতর নহে, সেজন্য বঙ্গদেশে বিবাহ করিবার পূর্ব্বে কেহই অবস্থা বা সংস্থান চিন্তা করিয়া বিবাহে রত হয় না, সুতরাং এই জীবিকা সুলভ প্রদেশে অপ্রতিহত প্রজা বৃদ্ধি স্বাভাবিক।

বিশেষতঃ কেবল বঙ্গদেশের প্রজাবৃদ্ধিই যে বঙ্গদেশের লোকাধিক্যের প্রধান কারণ তাহা নহে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোক সংখ্যা বর্দ্ধিত হওয়াতে সেই সকল স্থান হইতে অসংখ্য লোক বঙ্গে আগমন পূর্ব্বক জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে।

ভূমির উর্ব্বরতা শক্তির খর্ব্বতা—একই ভূমি ভূয়োভূয়ঃ শস্য উৎপাদনে ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও অনুর্ব্বর হইয়া পড়িতেছে, অর্থাৎ যে যে পদার্থের গুণে শস্য উৎপন্ন হয়, পুনঃ পুনঃ শস্য জন্মিয়া সেই সকল উপাদান নিঃশেষিত হইয়া ভূমিকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে। প্রাচীন কালে যে মানব এক স্থানে চিরস্থায়ী হইত না এবং এখনও যে অসভ্য জাতিরা সর্ব্বদা স্থান পরিবর্ত্তন করে, তাহার মূল কারণই ভূমির উর্ব্বরতা শক্তির খর্ব্বতা।

প্রকৃতি পরিবর্ত্তন—প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনে প্রজা বাহুল্য ঘটিয়াছে, তজ্জন্য পতিত ও জঙ্গলময় ভূমি সমূহ তাহাদিগের গৃহাদি নির্ম্মাণ ও কৃষি কার্য্যের জন্য পরিষ্কৃত হইতেছে, এবং কাঠের জন্য অরণ্য ধ্বংস হইতেছে। মনুষ্যের বাসোপযুক্ত গ্রাম সংস্থাপনের জন্য ঝিল, বিল ও নিম্ন ভূমি সকলের অবস্থান্তর ঘটিতেছে। বিবিধ প্রাকৃতিক কারণে প্রায়শঃ বঙ্গের বড় বড় নদ নদী বিশুষ্ক হইয়া যাইতেছে বা তাহাদের গতির পবিবর্ত্তন হইতেছে।

উৎসাহ হীনতা—নানা কারণে বঙ্গের কৃষক ও শ্রমজীবী সম্প্রদায় নির্জ্জীব, দুর্ব্বল এবং উৎসাহহীন হইয়া পড়িতেছে। রোগ, কলেরা,

বসন্ত প্রভৃতি মহামারীতে দেশ জন শূন্য করিয়া লোকের প্রাণে ভীতির সঞ্চার করিতেছে। ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর প্রভৃতি রোগে লোকের কার্য্যকারিতা শক্তির ধ্বংস করিতেছে। অস্বাস্থ্যকর বাসস্থানে কদর্য্য আহারে ও অব্যবহার্য্য পানীয়ের দ্বারা লোক রুগ্ন, স্ফূর্ত্তিহীন ও উত্তমবিহীন হইয়া পড়িতেছে।

ব্যয় বাহুল্য—দুইটী কারণে এক্ষণে লোকের ব্যয় বাহুল্য ঘটিয়াছে। ইহার কতকগুলি রাজা কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত, এবং কতকগুলি স্বেচ্ছায় আরোপিত। প্রাচীন কালে বিষয় প্রবর্ত্তন এত অল্প ছিল যে, স্বল্প ব্যয়ে সকল কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। কিন্তু অধুনা বিষয় পরম্পরা এত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে যে কোন কার্য্য স্বল্প ব্যয়ে হয় না। রাজ্য শাসন ও রাজ্য রক্ষার ব্যয় এক্ষণে প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা, দেশে শান্তি স্থাপন, সুচিকিৎসা, লোক শিক্ষার বিস্তার, শিল্প বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যের শ্রীবৃদ্ধি, দূরদূরান্তে গমনাগমনের সৌকার্য্যে রাজবর্ত্ম, লৌহবর্ত্ম, জলপ্রণালী স্থাপন প্রভৃতি কার্য্য বহুব্যয় সাধ্য। এই সকল মহৎ কার্য্য সমূহ সম্পাদন জন্য যে বিপুল অর্থের আবশ্যক হয় তাহা রাজা, রাজস্ব ও কর স্থাপন দ্বারা সংগ্রহ করিতে বাধ্য হন। এই সকল কার্য্যে ব্যয় ভার ক্রমে বৃদ্ধি হওয়ায় রাজস্বের ও করের বৃদ্ধি হইয়াছে।

ব্যয়বাহুল্যের দ্বিতীয় কারণ—জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ এক্ষণ পূর্ব্বাপেক্ষা ব্যয় সাপেক্ষ হইয়াছে। বৈদেশিক অনেক সামগ্রী পূর্ব্বে যাহার কোনও আবশ্যক ছিল না, এক্ষণে উপকারিতায় ও মনোহারিত্বে আমাদের নয়নাকর্ষণ করিয়া আমাদিগকে ক্রয় করিতে বাধ্য করিতেছে। অধুনা প্রতিনিয়ত জীবনের নানাবিধ সুখ স্বচ্ছন্দতা বর্দ্ধক সামগ্রী, সংখ্যায়, বৈচিত্র্যে এবং সৌলভ্যে আমাদিগকে প্রলুব্ধ করিতেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

বঙ্গদেশের অধিবাসী ও ঋণ।

বঙ্গদেশের অধিবাসীগণকে সচরাচর ৫ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে যথা :—

১। ভূম্যাধিকারী।

২। ব্যবসায়ী।

৩। চাকুরীজীবী।

৪। শিল্পী।

৫। কৃষক।

পূর্ব্ব কথিত কারণে এই ৫টী সম্প্রদায়ই ন্যূনাধিক দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াছে, কিন্তু শিল্পী ও কৃষকগণের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে, তাহাদের বিষয় আলোচনা বর্ত্তমান সময়ে আবশ্যক।

শিল্পীর দুর্গতির মূলকারণ এই যে অধুনাতন বাষ্পীয় যন্ত্রজাত পণ্যদ্রব্যের সহিত তাহাদিগের হস্ত নির্ম্মিত সামগ্রী প্রতিযোগীতায় অসমর্থ এবং অধুনা শিল্প দ্রব্য নির্ম্মাণ কৌশলেরও যুগান্তর উপস্থিত। বাষ্পীয় যন্ত্র বহুমূল্য, এবং প্রণালীমত শিক্ষা আবশ্যক, সুতরাং সামান্য শিল্পীর পক্ষে উহার সংগ্রহ সহজসাধ্য নহে, কিন্তু ইহা ব্যতীত অধুনোদ্ভাবিত বহুবিধ হস্ত পরিচালন যোগ্য যন্ত্রাদির আবিষ্কার হইয়াছে। অজ্ঞতা ও অর্থাভাব বশতঃ সেই সকল যন্ত্রাদির সম্যক ব্যবহার হইতেছে না। এদেশে একমাত্র সেলায়ের কল ভিন্ন অন্য কোন যন্ত্রেরই বহুল পরিমাণ ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। যদি যন্ত্র বিক্রেতাগণ কিস্তিবন্দী হিসাবে উহার মূল্য গ্রহণ না করিতেন তাহা হইলে এই যন্ত্রের প্রচলনও এত

অধিক হইত কিনা সন্দেহ। এক্ষণে যে আর সেই চির পুরাতন আদি কালানুসৃত প্রণালী দ্বারা শিল্পের সুফল লাভের আশা নাই, ইহা সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় মূলধনের ও শিক্ষার অভাবে এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রেরও ব্যবহার প্রচলন হইতেছে না।

কৃষিকার্য্যও একপ্রকার ব্যবসায়, কিন্তু পণ্যাদির ব্যবসায়ে যে সকল নানা প্রকার সুবিধা আছে ইহাতে সে সকল সুবিধা নাই। পূর্ব্বে কৃষিকার্য্য সহজসাধ্য ও স্বল্পব্যয় সাপেক্ষ ছিল। এক্ষণে কৃষিকার্য্য সেরূপ সহজসাধ্য নহে। বহুবিধ নূতন নূতন প্রতিবন্ধকতার উদয় হওয়াতে এক্ষণে জমীতে গভীর কর্ষণ উৎকৃষ্ট সার ইত্যাদি আবশ্যক। আবার নৈসর্গিক নিয়মবলে, এক্ষণে নিয়মমত বৃষ্টিপাত হইতেছে না। এক্ষণে বিজ্ঞান সম্মত যন্ত্র ও কৌশল প্রয়োগ এবং বৃষ্টি নিরপেক্ষতা সূচক উপায় অবলম্বন ভিন্ন কৃষিকার্য্যের উন্নতিবিধান দুরূহ। কৃষিজীবীরাই দেশের মেরুদণ্ডস্বরূপ, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিকার্য্যের দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, সুতরাং কৃষক সম্বন্ধে সমধিক দৃষ্টি রাখিয়া গ্রন্থোক্ত বিষয়াবলী আলোচিত হইবে। বঙ্গের কৃষক সম্প্রদায়ের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, কাজেই তাহাদের দুর্দ্দশা সেই পরিমাণে অধিক। বিশেষতঃ ঐতিহাসিক * অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় পৃথিবীর সর্ব্বত্রই কৃষককুল সমভাবে দারিদ্র্য-দুঃখ-পীড়িত; সকল দেশেই ঋণ ভিন্ন ইহাদের গত্যন্তর নাই। যে দেশ অনুন্নত তথাকার কৃষকগণ

---

* The lesson of universal agrarian history.... .. .. is that an essential of agriculture is credit. Neither the condition of the country nor the nature of the land tenures, nor the position of agriculture, affects the one great fact that agriculturists must borrow.

Nicholson's Report regarding the possibility of introducing Land and Agricultural Banks into the Madras Presidency. P. 33.

কৃষিকার্য্যের বিশিষ্ট কৌশলাভিজ্ঞতা দোষে উপযুক্ত পরিমাণে শস্য উৎপাদনে অক্ষম হইয়া দুর্দ্দশাগ্রস্ত ও ঋণজালে জড়িত। আবার যে দেশ উন্নতির উচ্চ সোপানে অধিরূঢ় তথাকার কৃষকগণ দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ব্বল ভূমির উৎপাদিকা শক্তির বৃদ্ধি করিবার জন্য বিজ্ঞানসম্মত বহু-ব্যয়সাধ্য প্রণালী অবলম্বন করিতে গিয়া ঋণভারে পীড়িত হয়।

কৃষকের ঋণ গ্রহণই যখন স্বতঃসিদ্ধ এবং দেশের প্রায় অধিকাংশ লোকেরই জীবনযাত্রা যখন কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভর করে, তখন কি প্রণালীতে কৃষকের ঋণপ্রাপ্তি সুলভ করা যাইতে পারে, ঋণপ্রাপ্ত অর্থ ন্যায়সঙ্গত আবশ্যকীয় কার্য্যে ব্যয়িত হইয়া ফলদায়ক হইতে পারে এইরূপ কোনও উপায় উদ্ভাবন করা কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ দেখা যাউক ঋণের আবশ্যকতা কি ?

১। জমি খরিদ, জঙ্গল পরিষ্কার, ভূমি সমতল করা এবং জলাশয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি উৎকর্ষ সাধক কার্য্যের ব্যয় সম্পাদন।

২। কৃষিকার্য্যের জন্য গো মহিষাদি পশু, লাঙ্গল প্রভৃতি যন্ত্র এবং বীজ, সার প্রভৃতি উপকরণ খরিদ।

৩। গৃহ নির্ম্মাণ ও সংস্কার ও গৃহের সাজ সরঞ্জাম খরিদ।

৪। পূর্ব্বকৃত ঋণ পরিশোধ।

৫। শস্য বিক্রয় করিব বলিয়া অগ্রিম মূল্য গ্রহণে যে ঋণ হয় তাহার পরিশোধ।

৬। পরিবার ভরণ পোষণ।

৭। রাজস্ব এবং করপ্রদান।

৮। সন্তানাদির শিক্ষা দানের ব্যয়।

৯। বিবাহ, শ্রাদ্ধাদি সামাজিক-ক্রিয়া-কলাপ সম্পাদনের ব্যয়।

১০। আদালত ব্যয়।

১১। অলঙ্কার প্রস্তুত এবং বিলাস সামগ্রী ক্রয়।

১২। নিষ্ফল ও ক্ষতিজনক কার্য্যারম্ভের ব্যয়।

সচরাচর প্রচলিত এই দ্বাদশটি ব্যয়ের মধ্যে শেষোক্ত ৩টী সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়, এবং নবমটীর ব্যয় সংক্ষেপ কর্ত্তব্য। অবস্থা বিশেষে আদালতের সাহায্য গ্রহণ আবশ্যক হয় বটে কিন্তু সকল বিবাদ বিসম্বাদই সালীস দ্বারা সুচারুরূপে নিষ্পন্ন হইতে পারে।

কৃষকের ঋণগ্রহণের আবশ্যকতা ব্যতীত আবার উত্তমর্ণের ও যে ঋণ দানের আবশ্যকতা ও আগ্রহাতিশয্য আছে তাহারও উল্লেখ প্রয়োজন। উত্তমর্ণের প্রধান উদ্দেশ্য সুদ গ্রহণে ধনবান হওয়া। এই জন্য সুযোগ ও সুবিধা অনুসারে সুদের হার বৃদ্ধি হয়। ইহা ভিন্ন কোন উত্তমর্ণ পরিণামে অধমর্ণের ভূসম্পত্তি হস্তগত করিবার মানসে, কোন উত্তমর্ণ অধমর্ণের কৃষিজাত সম্পূর্ণ উৎপন্ন এক চেটিয়া করিবার মানসে, কোন উত্তমর্ণ সমাজে প্রতিপত্তি লাভের জন্য ঋণ দান করেন।

এই সকল উত্তমর্ণেরাই সর্ব্বপ্রধান কুসিদজীবী। ইহাদের ব্যবসা বিস্তৃত এবং ইহাদের অত্যাচারও দুর্ব্বিষহ। ইহাদের প্রদত্ত ঋণই যথার্থ ঋণভার। যে ভাগ্যহীন একবার এই সকল কুসিদ জীবীর হস্তে পতিত হয় তাহার আর উদ্ধার নাই। বঙ্গদেশে সুবর্ণবণিক, সাহা এবং মারোয়ারী সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই ব্যবসা বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। সুদ গ্রহণই ইহাদের উপজীবীকা, এবং জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। ইহারা সুদের হার যাহাতে বৃদ্ধি করিতে পারে তৎপক্ষেই কেবল প্রখর দৃষ্টি রাখে এবং আদায়ের সময় কড়াক্রান্তি বুঝিয়া লইয়া থাকে। সাধারণ লোক হইতে দেশের ছোট বড় তালুকদার ও জমীদার সম্প্রদায় পর্য্যন্ত এই শ্রেণীর কুসিদজীবীর ঋণ জালে বিজড়িত হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া থাকে। অনেক স্থানে ইহারা ক্রমে ভূম্যাধিকারীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

অর্থ উদ্বৃত্ত হইলে কুসিদজীবী ব্যতীত পেনসন্ প্রাপ্ত কর্ম্মচারী,

উকীল, মোক্তার, দোকানদার এবং কখনও কখনও সঙ্গতিপন্ন কৃষকগণ ও ঋণ দান করে, যথা (১) প্রভু ভৃত্যকে, (২) ভূম্যধিকারী প্রজাকে, (৩) রাইয়ত রাইয়তকে, (৪) উকীল, মোক্তার মক্কেলকে, (৫) দালালগণ শস্যাদি পণ্য দ্রব্যের উৎপাদনকারীকে, (৬) পশু ব্যবসায়ী কৃষককে, (৭) বস্ত্রবিক্রেতা গৃহস্থকে, (৮) দোকানদার ক্রেতাকে, এবং (৯) অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঋণদাতা সম শ্রেণীস্থ দুঃস্থলোককে।

(১) প্রভু ভৃত্যকে—বর্ত্তমান সময়ে দাসত্ব প্রথা তিরোহিত হইলেও স্থল বিশেষে এই প্রথা পরিবর্ত্তিত ভাবে চলিত আছে। সেই সকল স্থলে প্রভুই ভৃত্যের একমাত্র অবলম্বন। কোন প্রকার অর্থকষ্টে পতিত হইলে ভৃত্য প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করে। কন্যার বিবাহ, পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি নানা কার্য্যোপলক্ষে প্রভুর নিকট অর্থ কর্জ্জ করিতে বাধ্য হয়।

(২) ভূম্যধিকারী প্রজাকে—ভূম্যধিকারী নগদ অর্থ দ্বারা প্রজাকে ঋণ দান করেন না। তিনি খাজানা বাকী রাখিয়া এবং প্রজাকে গো, মহিষ, বীজ, সার ইত্যাদি সরবরাহ করিয়া থাকেন। এই সকল বিষয়ে যে অর্থ অনাদায়ী থাকে তাহা ঋণে পরিণত হয় এবং তাহার সুদ আদায় হয়। বাকী খাজানার উপর আইন মত শতকরা ১২৲ টাকা হইতে ২৫৲ টাকা হিসাবে সুদ ও ক্ষতিপূরণ আদায় হয়। ভূম্যধিকারী আবার প্রজার শ্রেণী বিভাগ বা চুক্তি অনুসারে সুদের হারের তারতম্য করিয়া থাকেন।

(৩) রাইয়ত রাইয়তকে—রাইয়তের মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন তাহারা হীন অবস্থার রাইয়তগণকে সচরাচর শস্য এবং সময় সময় টাকা কর্জ্জ দিয়া থাকে। এই প্রকার ঋণ প্রায়ই নিজ গ্রামের বাহিরে প্রদত্ত হয় না। পল্লীগ্রামে নগদ টাকার আবশ্যকতা অল্প, এমন কি অবস্থাপন্ন রাইয়তদের ঘরেও নগদ টাকার বিশেষ আবশ্যক

হয় না। শস্যাদির দ্বারা ঋণদান কার্য্য সমাধা হয় এবং উহা সুদ সমেত আদায় হয়।

• (৪) উকীল মোক্তার মক্কেলকে—আদালতে মোকদ্দমা করিতে আসিয়া পুরুষগণ প্রায়ই অর্থের অভাবে পতিত হয়। সে সময় তাহারা টাকায় প্রাত্যহিক এক আনা, দুই আনা, বা আরও অধিক সুদ অঙ্গীকারে আবশ্যকীয় অর্থ কর্জ্জ করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। উকীল মোক্তার এবং তাঁহাদের মোহরের গণ কর্ত্তৃক এই ঋণ প্রদত্ত হয়।

(৫) দালালগণ শস্য উৎপাদনকারীকে—বিদেশ চালানের উপযুক্ত কৃষিজাত সামগ্রী এবং রেসম, তসর ও সুতার কাপড় ও তৈজস পত্রাদি যে অঞ্চলে উৎপন্ন হয়, তথায় "আগাম", "দাদন" প্রভৃতি দিবার প্রথা এদেশে প্রচলিত আছে। ইহা ঋণের রূপান্তর মাত্র। এই শ্রেণীর ঋণ-দাতাগণ দালাল নামে অভিহিত হইতে পারে। ইহারা অগ্রিম কিছু কিছু দাদন প্রদানের বলে শ্রমজীবির উৎপাদিত পণ্য, পূর্ব্বনিরূপিত সুলভ মূল্যে ক্রয় করিয়া থাকে। অভাব বশতঃ অগ্রিম টাকা গ্রহণ করিয়া কৃষক বা শিল্পী তাহাদের উৎপাদিত দ্রব্যের তাৎকালীক বাজার প্রচলিত বর্দ্ধিত বা যথার্থ মূল্য কখনও পায় না অথচ দালালগণ ঐ সকল সামগ্রী বিদেশী বণিকগণের নিকট বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট লাভ-বান হয়।

(৬) পশু ব্যবসায়ী কৃষককে—পশু ব্যবসায়ীরা অনেক স্থলে ক্রেতার নিকট নগদ মূল্য না লইয়া ঋণ হিসাবে পশু প্রদান করে। এই ব্যবসায় কয়েক প্রকারে চলিত। ব্যবসায়ীরা ক্রেতার সহিত পশুর একটা মূল্য নিরূপণ করিয়া উহা আদায়ের জন্য কিস্তিবন্দী করে। এককালীন নগদ মূল্য প্রদানের পরিবর্ত্তে কিস্তিবন্দী হিসাবে সচরাচর সইয়া বা দেড়িয়া মূল্য ধার্য্য হয়।

(৭) বস্ত্র বিক্রেতা গৃহস্থকে—ঋণরূপে বস্ত্র ব্যবসায় এতদ্দেশে

কাবুলীগণের মধ্যে একায়ত্ত। শীতের প্রারম্ভে কাবুলীগণ দলে দলে পল্লীগ্রামে গিয়া নানা রঙ্গের চিত্র বিচিত্র শীত বস্ত্রাদির ব্যবসায় করে। বহু সাধ্য সাধনাতেও ইহারা নগদ মূল্যে ভদ্র লোকের নিকট বস্ত্র বিক্রয় করিতে প্রায়শঃ স্বীকৃত হয় না। অজ্ঞ পল্লীবাসিগণকে চতুর্গুণ মূল্যে বস্ত্র "গছাইয়া" দিতে ইহাদের বিশেষ আগ্রহ। সে সময়ে মূল্য আদায়ের কথা মুখেও আনে না। পরে শীত অন্তে বাড়ী বাড়ী যাইয়া অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া বস্ত্রের মূল্য আদায় করে।

(৮) দোকানদার ক্রেতাকে—গ্রামস্থ দোকানদারও একজন কম লোক নহে। পল্লীবাসীদিগকে "উট্‌না" দ্রব্যাদি সরবরাহ্ করিতে সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত। পরে হিসাবের সময় দ্রব্যের অপকৃষ্টতা সম্বন্ধে কোন কথা উল্লেখ না করিলেও, টাকার সুদ, ব্যবসায়ের লভ্য হিসাবে দ্রব্যের দ্বিগুণ মূল্য আদায় করিয়া "উট্‌না" গ্রহীতার সর্ব্বনাশ সাধন করে।

(৯) অন্যান্য ক্ষুদ্র ঋণদাতা—এই শ্রেণীতে অনেক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায় আছে। এই সকল ব্যবসায়ে অত্যন্ত অন্যায্য সুদ প্রচলিত। সহর অঞ্চলে ঘোড়ার এবং গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানগণ প্রতি সপ্তাহে টাকা প্রতি এক আনা, দুই আনা বা ততোধিক হারে সুদ দিয়া অর্থ কর্জ্জ করে। ধনী লোকের দ্বারবান ও দাসীগণ পাড়ার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বা সামান্য গৃহস্থকে টাকা প্রতি মাসিক এক আনা কি দুই আনা বা ততোধিক সুদে অর্থ কর্জ্জ দিয়া থাকে। হাটে দ্রব্য খরিদ করিতে গিয়া ক্ষুদ্র ব্যবসায়িগণও অনেক সময় অর্থের অভাবে পতিত হইয়া স্থানীয় কোন ব্যবসায়ীর নিকট উচ্চ সুদে অর্থ কর্জ্জ করে। স্থান বিশেষে এই প্রকার সুদ "চোটা" সুদ বলিয়া পরিচিত এবং ইহা নানা আকারে বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় প্রচলিত আছে।

সময় গতিকে কর্জ্জের আশ্রয় গ্রহণ না করিতে হয় দেশে এমন লোক অতি বিরল।

উপরে উত্তমর্ণ ও অধমর্ণের বিষয় বর্ণিত হইল। এক্ষণে চুক্তি ও সুদের হার সম্বন্ধে বিবেচনা করা আবশ্যক। প্রধানতঃ নিম্ন লিখিত কয়েক প্রকারের চুক্তি প্রচলিত আছে। (১) মৌখিক চুক্তি (২) সাধারণ কাগজে লিখিত চুক্তি (৩) মহাজনের খাতার হিসাব (৪) হেণ্ড নোট (৫) ষ্ট্যাম্প কাগজে সাধারণ খত (৬) সাধারণ রেহাণী খত (৭) রেহাণ দত্ত সম্পত্তি হইতে মূল টাকা, সুদ বা উভয় পরিশোধের সর্ত্ত বিশিষ্ট খত (৮ স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক (৯) ক্ষেত্রস্থ ফসল বন্ধক।

ইহার মধ্যে কতকগুলির ষ্ট্যাম্প ও রেজিষ্টারী এবং আনুসঙ্গিক অন্যান্য ব্যয় ঋণ গ্রহীতাকে বহন করিতে হয়। যে অবস্থায় ঋণ গৃহীত হয়, সেই অবস্থায় ঋণ গ্রহীতার পক্ষে এই সকল ব্যয় ভার নিতান্তই কষ্টকর। সুদের হার সম্বন্ধে কোন বিষয় নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা অসম্ভব। প্রথমতঃ স্থানীয় প্রথা অনুসারে সুদের হারের ন্যূনাধিক্য ঘটিয়া থাকে। বিশেষতঃ এই প্রচলিত প্রথা পূর্ব্ব প্রচলিত প্রথারই অবশেষ। কারণ পূর্ব্বকালে সম্পত্তির মূল্য বা মান স্বল্প থাকায় তদনুপাতে সর্ব্ববিধ সুদের হার প্রচলিত ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে অবস্থাক্রমে সম্পত্তির মান বৃদ্ধি হইলেও অতীত কাল প্রচলিত সুদের হার হ্রাস হয় নাই।

দ্বিতীয়তঃ ঋণীর চরিত্র, অবস্থা, ঋণের পরিমাণ এবং আবশ্যকতা অনুসারে সুদের হারের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। খতেও সাধারণতঃ দণ্ড স্বরূপ কয়েকটী সর্ত্ত লিখিত হয় এবং তাহার বলে সুদের হার পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পায়। যথা ঋণ পরিশোধের তারিখ পরিবর্ত্তন হইলে বর্দ্ধিত হারে সুদ এবং চক্রবৃদ্ধি সুদ। পুনশ্চ সময় মত ঋণ পরিশোধে অক্ষম হইলে ঋণ গ্রহীতার পূর্ব্বকৃত খতের মূল ও সুদ একত্র করিয়া

মূলে পরিণত করতঃ পরিবর্ত্তিত খতের পরিমাণ ধার্য্য হয় এবং দণ্ড স্বরূপ পূর্ব্বাপেক্ষা সুদের হারও বর্দ্ধিত হয়। কিস্তিবন্দী খত হইলেও মূল টাকার উপর নির্দ্ধারিত কালের সুদ যোগ দিয়া কিস্তি ধার্য্য হয় এবং এক কিস্তি খিলাপ হইলে পরবর্ত্তী সকল কিস্তি বাতিল পূর্ব্বক মোট টাকার উপর পুনরায় সুদ চলিতে থাকে। ইহা ব্যতীত অনেক রকম অলিপিবদ্ধ অত্যাচারও আছে। অনেক স্থলে ঋণীর ঋণ গ্রহণের গুরুত্ব বা "গরজ" বুঝিয়া ঋণ প্রদত্ত যথার্থ টাকা অপেক্ষা খতে ঋণের পরিমাণ অধিক লিখিত হয়, এবং সময় সময় লিখিত টাকার কতক পরে দেওয়া যাইবে বলিয়া তাহা আদৌ প্রদত্ত হয় না। মহাজনের নিকট বাধ্যতার খাতিরে ঋণীকে পুষ্করিণীর মৎস্য, বাগানের শাক শবজী সরবরাহ করিতে হয়, ঋণ দাতার বাটীর কর্ম্ম উপলক্ষে বেগার দিতে হয়, দাঙ্গা হাঙ্গামাতে ঋণ দাতার পক্ষে যোগদান এবং মোকদ্দমা উপলক্ষে আদালতে সাক্ষ্য প্রদান করিতে হয়।

অর্থের পরিবর্ত্তে শস্য কর্জ্জ দেওয়া ও উহা আদায়ের প্রথাটীও আলোচ্য। শস্য কর্জ্জ দিয়া কখন কখন সুদ সমেত শস্যই গ্রহণ করা হয়, আবার কখন কখন শস্যের মূল্য স্থির করিয়া নগদ টাকায় খত লেখা হয়। শেষোক্ত উপায়ে ঋণদাতা শস্য বিক্রয়ের মুনাফা ও সুদ উভয়ই লাভ করে। যে বৎসর শস্য দুর্ম্মূল্য, ঋণদাতা সাধারণতঃ সেই বৎসরই এই উপায়টী অবলম্বন করে। প্রথমোক্ত আদান প্রদানে সচরাচর সইয়া এবং সময় সময় দেড়িয়া শস্য সুদ স্বরূপ আদায় হয়। শস্য কর্জ্জ প্রায়ই চাষের সময় গৃহীত হইয়া থাকে এবং শস্য উৎপন্ন হইলেই নির্দ্দিষ্ট সুদ সমেত আদায় করে। ক্ষেত্রে শস্য সুপক্ক হইলেই ঋণদাতার আদায়ের সময় উপস্থিত হয় এবং শস্যক্ষেত্র কিম্বা খামার হইতে স্থানান্তরিত হইবার পূর্ব্বেই যে প্রকারেই হউক ঋণদাতা উহা আদায় করিয়া থাকে। রীতিমত শুষ্ক হইবার পূর্ব্বেই ঋণদাতা শস্য

আদায় করে বলিয়া কর্জ্জ দাদন কালে "শুকতী" ও "কচথারা" বাদ দিয়া মূল শস্যের পরিমাণ নির্দ্ধারিত করিয়া থাকে।

চুক্তির সর্ত্ত ও সুদের হার পর্য্যালোচনা করিলে সহজেই উপলব্ধি হইবে যে সাধারণতঃ সর্ত্ত গুলি অত্যন্ত কঠোর ও সুদের হার অত্যন্ত অন্যায্য। বিশ্বাসের অভাব এবং ঋণ আদায়ের অনিশ্চয়তা ইহার প্রধান কারণ। রাইয়ত রাইয়তকে যে ঋণ দান করে সাধারণতঃ তাহারই হার সর্ব্বাপেক্ষা কম। পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস আছে বলিয়াই এবং ঋণ গৃহীতার ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে বলিয়াই এই প্রকার অল্প সুদে রাইয়ত রাইয়তকে ঋণ দান করে। পরন্তু ঋণ প্রার্থীর ও ঋণদাতার মধ্যে বিশ্বাসের অভাব হেতু ঋণ ব্যবসায়ীর প্রদত্ত ঋণে সুদের হার বেশী হয়। যে স্থলে বিশ্বাসের অভাব নাই, এবং ঋণ প্রদত্ত অর্থ কোন প্রকার লভ্যজনক কার্য্যে সুবিবেচিত ব্যবসায়ে বা কোন সম্পত্তির উন্নতি কল্পে ব্যয় হইবে বলিয়া বুঝিতে পারে মহাজনও সুদের হার সেই স্থলে অপেক্ষাকৃত কম করিয়া থাকে, কিন্তু অনেক সময় ঋণ প্রদত্ত অর্থ উদ্ধারের জন্য মহাজনকে আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। আদালতে লাঞ্ছনার একশেষ, এবং মোকদ্দমা বহুব্যয় সাপেক্ষ ও কষ্টদায়ক। দেশব্যাপী উঞ্ছবৃত্তিধারী গ্রাম্য টাউট বা মামলার আড়কাঠীগণের অসৎ পরামর্শে অনেক সময় ঋণী বিবক্তিকর মিথ্যা জবাব দিয়া ঋণ পরিশোধে বিলম্ব ঘটাইয়া থাকে। সামান্য হেতুতে দিনের পর দিন মোকদ্দমা মুলতবী থাকে। মোকদ্দমা সত্বর নিষ্পত্তি না হইতে পারে সেজন্য বিচারক হইতে উকীলের বাসার ভৃত্য পর্য্যন্তও যেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বসিয়া থাকে। বিবাদী বহু পুরাতন মোকদ্দমাতে একটী অনাবশ্যক দলিল বা সাক্ষী উপস্থিত করিবার সুযোগ চাহিয়া মোকদ্দমা নিষ্পত্তির বিলম্ব ঘটায়, বিচারকও তাহা করিতে বাধ্য, নচেৎ আপীল আদালতে তাঁহার নিষ্পত্তি টিকিবে না।

এইরূপ দিনের পর দিন যাইতেছে, বিচারপ্রার্থী মহাজনকে অন্যান্য সর্ব্ববিধ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিচার প্রার্থনায় আদালতে হাজিরা দান ও জলের মত পয়সা খরচ, তদুপরি আদালত গৃহে কর্ম্মচারী, পদাতিক এবং উকীলগণের সুমিষ্ট সম্ভাষণে আপ্যায়িত হইয়া আদালতের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বা বট বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় সমীরণ সেবনে কোন রূপে দিন অতিবাহিত করিতে হইতেছে। এই সকল ব্যাপারের পর যদি কোন দিন কোন ক্রমে মোকদ্দমা ডিক্রি হয়, তবে সেই মুহূর্ত্ত হইতে ডিক্রী-দারের আবার আপীল ও ডিক্রীজারি রূপ কতকগুলি নূতন বিপত্তি আরম্ভ হয়। ইহা ব্যতীত বিচার বিভ্রমও আছে। ব্যয় সম্বন্ধে অধিক না বলাই ভাল, কারণ আদালতের ন্যায্য ব্যয় ভিন্ন কত যে অতিরিক্ত ব্যয় আছে তাহার সীমা নাই। এই প্রকার গুরুতর শারীরিক কষ্ট, মানসিক উদ্বেগ, অর্থের অপব্যয় ও অনর্থক সময় নষ্টের ক্ষতিপূরণ ও প্রতিশোধার্থ মহাজন অন্যায্য এবং বেশী সুদের ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়াছে। নির্দ্দোষ ব্যক্তির নিকট হইতেও ঐ নিয়মেই সুদ আদায় করিয়া থাকে। ফলে বর্ত্তমান সময়ে এই দাঁড়াইয়াছে যে, যে একবার ঋণী হয় সে চিরঋণী থাকে। ইহজীবনেও তাহার ঋণ পরিশোধ হয় না। ব্যবসায়ী ব্যক্তি হঠাৎ কোন বিষয়ে প্রচুর লভ্য পাইয়া ঋণ পরিশোধ করিলেও করিতে পারে, কিন্তু কৃষকের পক্ষে ঋণ পরিশোধ অসম্ভব। যাহা ভূমিতে উৎপন্ন হয় তাহা প্রায়ই পর্য্যাপ্ত নহে। কৃষকের বেতন, বীজের মূল্য, গো মহিষের খোরাক, সারের মূল্য প্রভৃতি ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত হয় তাহা হইতে ভূম্যধিকারীর খাজানা দিয়া মহাজনের ঋণ পরিশোধ করিতে হইলে কৃষকের খোরাকীর শস্য থাকে না; সুতরাং কৃষককে কেবল মাত্র ঋণ করিয়াই সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়। প্রতি বৎসরই চাষের গো, মহিষ, বীজ, সার এবং তাৎকালীক সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য নগদ টাকা

কিম্বা শস্য কর্জ্জ লইতে হয়, এবং শস্য উৎপন্ন হইলে সইয়া বা দেড়িয়া সুদে তাহা পরিশোধ করিয়া নিঃস্ব হইতে হয়। ইহা ব্যতীত অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অসময়ে বৃষ্টি, কীট পতঙ্গের দৌরাত্ম্য, অজন্মা, মামলা মোকদ্দমা প্রভৃতি উপসর্গ কৃষককুলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। ইহার উপর পুত্র কন্যার বিবাহ, পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধাদি সামাজিক ক্রিয়া কলাপের ব্যয়ে কৃষককুলকে ধ্বংস পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছে।

যে একবার কুসীদজীবীর ফাঁদে পড়ে, এ জীবনে আর তাহার উদ্ধার নাই। কুসীদজীবীর দৌরাত্ম্য দেশে চিরপ্রসিদ্ধ। যাহারা প্রকৃত সুদ ব্যবসায়ী "মূল হইতে সুদ মিষ্ট" তাহাদের মটো বা নীতি। সুদ বৃদ্ধির জন্য তাহারা ঋণীর সুবিধার সময় তাগাদা না করিয়া অসময়ে গিয়া নানা প্রকার অত্যাচার আরম্ভ করে।

মিতব্যয়িতা, সৎশিক্ষা ও পরিণামদর্শিতার
শিক্ষা কৃষককে মিতব্যয়ী করিবে অথবা
, সে শিক্ষা এবং যে পরিণামদর্শিতা ভাবী
পূর্ব্বক ভূমির উৎকর্ষ সাধনে উৎসাহিত
ঙ্গীয় কৃষককুলে আদৌ দেখিতে পাওয়া
র্দ্ধনশীল ঋণভারাক্রান্ত জনসাধারণের দুঃখ
ভার লাঘবের পন্থা কি?

স্বল্প সুদে সুবিধাজনক সর্ত্তে মূলধন প্রদান করিলেই কি এই দারিদ্র্য দুঃখ নিপতিত, ঋণক্লিষ্ট জন সাধারণের দুঃখ ভার বিদূরিত হইবে? দেশ বিদেশে এই প্রশ্ন বিশদভাবে সমালোচিত হইয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে যে অশিক্ষিত অপরিণামদর্শী, অজ্ঞ জনসাধারণের হস্তে অজস্র মূলধন প্রদান করা অনিষ্টকারক এবং সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়। অর্থ উপযুক্ত পাত্রে পতিত না হইলে তাহার সার্থকতা সম্পাদিত হয় না।

মহাত্মা শুলজের "শ্রমকুশল ব্যক্তিই আপনার মূলধন" এই

মহদ্বাক্যের দ্বারা কি প্রকার অসাধ্য সাধন করিয়াছেন তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। জন সাধারণের কল্যাণ সাধন করিতে হইলে এবং জাতীয় মূলধন কার্য্যকারী করিতে হইলে, আগে শ্রমকুশল ব্যক্তিকে প্রস্তুত করিতে হইবে। যে শিক্ষায় মিতব্যয়িতা, পরিণামদর্শিতা এবং আত্মনির্ভর প্রবৃত্তি উত্তেজিত এবং পরিপুষ্ট হয় তদুপযোগী শিক্ষার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। যদ্দ্বারা ধন সঞ্চয় হইতে পারে এবং সঞ্চিত ধন প্রণালিসঙ্গত স্থাপিত ভাণ্ডারে ন্যস্ত হইয়া আবশ্যক মত ব্যবহৃত হইতে পারে, যাহাতে সাধারণে অর্থশক্তির যথার্থ গুণ, ক্ষমতা, ব্যবহার ও সীমা অবধারণে সম্যকরূপে সক্ষম হয়, এই প্রকার প্রণালী ও লোকশিক্ষা বিধান আবশ্যক।

তৃতীয় অধ্যায়।

পসার ও পরস্পর সহযোগিতায় ঋণদান সমিতি।

মূলধন বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত তুলনায়, মূলধন বিহীন ব্যক্তির অবস্থাগত পার্থক্য কি? ধনীর ঘরে রাশীকৃত টাকা আছে। ঐ রাশীকৃত টাকা যে তাহার শক্তি তাহা নহে। সেই রাশীকৃত টাকা থাকিলে তাহার যে খ্যাতি বা প্রতিপত্তি জন্মে তাহাই তাহার প্রকৃত শক্তি। কারণ ধনীর হস্তে যে পরিমাণ ধন যথার্থ সঞ্চিত থাকে সেই ধনের পঞ্চগুণ কি দশগুণ তাহার প্রতিপত্তি বা খ্যাতি বিস্তার হয়। সহজ ভাষায় উহাকে পসার বলা যায়। মূলধন বিশিষ্ট ব্যক্তির এই পসার আছে বলিয়া তিনি সর্ব্বত্রই গৌরবান্বিত। ব্যবসায়িগণ তাহাদের দ্রব্য সামগ্রী এবং অপরাপর অর্থশালী ব্যক্তিগণ তাহাদের অর্থ পূর্ব্ব কথিত মূলধন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে দিতে কুণ্ঠিত হয় না। মূলধন বিহীন

ব্যক্তির এই পসার নাই। ব্যবসায়িগণ তাহাকে তাহার দ্রব্য সামগ্রী এবং অর্থশালী ব্যক্তি তাহাকে অর্থ দিতে অনিচ্ছুক। এই পসারের অভাবে সে হীন। ইহাই এতদুভয়ের অবস্থাগত পার্থক্য।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা ইহা বুঝা গেল যে নগদ অর্থই প্রকৃত মূলধন নহে এবং কেবল মাত্র নগদ অর্থ দ্বারাই মূলধনের সৃষ্টি হয় না। ইহা দ্বারা একটি শক্তি সৃষ্ট হয় এবং তাহাই পসার নামে অভিহিত হইয়াছে। এই পসার নগদ অর্থের কার্য্যকারিতা-শক্তি সম্যক বিকশিত, উদ্দীপিত ও ফলবন্ত করে। সুপ্রণালী মতে পরিচালিত হইলে কঠিন সমভূমি স্থাপিত লৌহবর্ত্মোপরি ঘূর্ণ্যমান্ চক্রের আবর্ত্তন সমূহ যেমন সংখ্যায় বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ পসারের ধন-বৃদ্ধি শক্তিও উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই পসার না থাকিলে ব্যবসায় বাণিজ্য অচল হইত।

আমাদের দেশে পসারের যথার্থ জ্ঞানের অভাব। সাধারণতঃ ব্যবসায়িগণ পসারোৎপন্ন ঋণ প্রাপ্তির ক্ষমতাকেই গৌরবের কারণ মনে করে। 'অমুক প্রসিদ্ধ বণিক্ আমাকে এত টাকার মাল ছাড়িয়া দেয় ও ৬ মাস পরে তাহার মূল্য গ্রহণকরে' ব্যবসায়ী প্রকাশ্যে এইরূপ আলোচনা করিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করে। কিন্তু কৃষক ও গৃহস্থ ঋণগ্রহণ করা হীনতা মনে করে। বিশেষ কারণে ঋণ গ্রহণ আবশ্যক হইলে যে ব্যক্তির নিকট ঋণ গ্রহণ করিলে অপ্রকাশিত থাকিবে কৃষক ও গৃহস্থ তাহারই আশ্রয় লইয়া থাকে। আদালতে সাক্ষ্য দিতে গিয়া ব্যবহারজীবিগণের ঋণের পরিমাণ সম্বন্ধীয় প্রশ্নে সাক্ষীকে অত্যন্ত কাতর হইতে দেখা যায়। অপরিহার্য্য কারণে ঋণ গ্রহণ মহাপাপ, ঋণীর বাক্যের কোন মূল্য নাই এবং তদ্দ্বারা সর্ব্বপ্রকার দুষ্ট কার্য্য সাধিত হইতে পারে ইহাই লোকের সাধারণ ধারণা। অথচ সময় বিশেষে প্রকারান্তরে ঋণ গ্রহণ করিতে বাধ্য

হয় না এমন লোক অতীব বিরল। ঋণ গ্রহণ ব্যাপার প্রকাশ পাইলে তাহাদের পসার বিনষ্ট হইবে ইহা মনে করা নিতান্ত ভ্রম।

এই পসারই প্রকৃত মূলধন। * জগতে যাহার পসার নাই সে দরিদ্র। সে দরিদ্র কেননা তাহার পসার নাই। তবে কি দরিদ্রের পক্ষে কখনই এই পাপ দারিদ্র্যগণ্ডীর বাহিরে আসা অসম্ভব? সম্ভব, যদি নগদ অর্থ বিনা কখনও পসার সৃষ্ট হয়। নগদ অর্থ ব্যতীত মূলধন সংগ্রহ করা যায় কি না এই প্রশ্নের উত্তরে একজন প্রসিদ্ধ অর্থনীতি বিশারদ পণ্ডিত সার্ রবার্ট মরিয়ার বলিয়াছেন, নিপুণ ও শ্রমশীল ব্যক্তি, উৎপাদনশীল বাষ্পীয় যন্ত্র এবং উর্ব্বরাভূমি ইহারা প্রত্যেকেই মহাজনের নিকট বন্ধক থাকিবার সমযোগ্য. সুতরাং শ্রমশক্তির জামিনিতে পসার স্থাপিত করিয়া মূলধন সংগ্রহ অসম্ভব নহে। তবে ঋণদাতা কি প্রকারে উক্তরূপ অধমর্ণের নিকট ঋণ প্রদত্ত অর্থ ও সুদপ্রাপ্তি সম্বন্ধে নিঃশঙ্ক হইতে পারে তাহারই কোন সহজ প্রণালী আবিষ্কার আবশ্যক।

† শ্রমশীলতার সহিত সাধুতাব সংমিশ্রণ করিয়া তাহাকে মূলধনে পরিণত করিতে পারিলে এই প্রশ্নের সমাধান হয়। উত্তরটা কিছু জটিল হইল; বিশদভাবে বলা আবশ্যক। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে অর্থের আবশ্যক; বাণিজ্য, ব্যবসায়, কৃষি, শিল্প ব্যতিরেকে অর্থ সমাগম হয় না, বাণিজ্য ব্যবসায় করিতে গেলে পসারের প্রয়োজন এবং মূলধন ব্যতিরেকে পসার জন্মে না।

---

* He has no credit because he is destitute; and he continues destitute because he has no credit and so he moves on hopelessly in the same vicious circle, from which there is no way of escape.

Guistino Fortunato.

† This is called the Capitalisation of honesty.

H. W Wolff.

তবে কার্য্যক্ষেত্রে ইহাও দেখা যায় যে যাহার মূলধন নাই সেই ব্যক্তি ন্যায়পরায়ণ ও সাধু হইলে লোকে তাহাকে বিশ্বাস করে অর্থাৎ তাহার পসার জন্মে। এই স্থলে নগদ অর্থ ব্যতিরেকে সেই ব্যক্তির ন্যায়পরায়ণতা ও সাধুতাই মূলধনের কার্য্য করে।

কেবল মাত্র ব্যক্তি বিশেষের সাধুতা ও শ্রমশীলতার উপর নির্ভর করিয়া ঋণদান করিলে আকস্মিক ক্ষতির আশঙ্কা আছে। ঋণীর মৃত্যু, অচিন্ত্যপূর্ব্ব বিপদ, গো মহিষাদির মড়ক, অনিবার্য্য কারণে শস্যধ্বংস হইলে ঋণদাতার ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু কোন সাধু ও শ্রমশীল ব্যক্তি দ্বারা গঠিত সমবত মণ্ডলীকে ঋণদান করিলে আকস্মিক ক্ষতির সম্ভাবনার অল্প কারণ। এক জন সভ্যের মৃত্যু বা কোন অনি-বার্য্য হেতুতে ঋণ পরিশোধে অক্ষমতা ঘটিলে অবশিষ্ট সভ্যগণ সেই ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য।

আমাদের একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা সমাজের কিপ্রকার কল্যাণকর তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না; এই একান্নবর্ত্তী পরিবারের দৃষ্টান্ত দ্বারা পসার বুঝাইতে চেষ্টা করিব। একান্নবর্ত্তী পরি-বারের যৌথদায়িত্ব এবং পরস্পর সাহায্য করিবার ক্ষমতা দেখিয়া মহাজন ও অর্থশালী লোকগণ সেই পরিবারকে লব্ধপ্রতিষ্ঠ জ্ঞান করিয়া অর্থ আদান প্রদানে অগ্রসর হয় অর্থাৎ উহার একটা পসার জন্মে। এই পসার জন্মিলে লোকে উহার বলে সুবিধা জনক সুদের হারে আবশ্যক মত ঋণপ্রাপ্ত হইয়া অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে পারে।

একান্নবর্ত্তী পরিবার যেমন বংশ পরম্পরায় পরিবারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির সুখ সাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি, বিপদ আপদ হইতে আত্মরক্ষা এবং মানসিক ও নৈতিক উন্নতি বিধানে প্রাণপণে যত্নবান্ হয়, সেইরূপ পরস্পর সাহায্য দান প্রণালীমত স্থাপিত সমিতি পরস্পরের উন্নতি কল্পে যত্নবান্ হইবে। একান্নবর্ত্তী পরিবার যেরূপ একতা ও সমদায়িত্বের

বলে নিজের প্রতিপত্তি বা পসার সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকে এবং সেই পসারের মূলে মহাজন ও অর্থশালী ব্যক্তিগণের নিকট হইতে যেরূপে ঋণ গ্রহণে বা ব্যবসায়িগণের নিকট হইতে সম্পূর্ণ মূল্য এক-কালীন প্রদান না করিয়াও আবশ্যকীয় সংসারিক দ্রব্যাদি সংগ্রহে সমর্থ হইয়াছে, প্রণালীমতে স্থাপিত সমিতি সেইরূপ অর্থশালী ও ব্যবসায়িগণের মধ্যে উহার পসার প্রতিষ্ঠিত করিয়া ঋণ গ্রহণে ও আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহে সমর্থ হইবে। প্রকৃত পরস্পর সহায়তায় সাহায্যদান সমিতি স্থাপন করিতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে সমবেত হইয়া প্রথমে অসীম দায়িত্ব প্রথা গ্রহণ করিতে হইবে ; কারণ পসার সৃষ্টি করিতে হইলে পসারের যথার্থ মূল্য আবশ্যক। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সঞ্চিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্থসমষ্টি দ্বারা পসারের যে মূল্য সংগৃহীত হইবে তাহা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর এবং তদ্দ্বারা বিশেষ কোন উন্নতির আশা নাই। অসীম দায়িত্ব প্রথাই ইহার মূলমন্ত্র।

ব্যাঙ্ক প্রভৃতি যৌথ কারবারে দায়ীত্ব দুই প্রকার—সীমাবদ্ধ ও অসীম। যে সকল ব্যবসায়ে ক্ষতি হইলে অংশীদারগণ নিজ নিজ অংশের অনুপাতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের জন্য দায়ী হয় তাহার দায়িত্ব সীমাবদ্ধ (limited) এবং যে ব্যবসায়ে অংশমত অর্থ ব্যতীত অন্যবিধ যাবতীয় সম্পত্তি দায়ী থাকে তাহার দায়িত্ব অসীম। কথিতরূপ সমিতিকে এইরূপ অসীমদায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে সভ্যগণ মধ্যে আত্ম-বিশ্বাস থাকা আবশ্যক, কিন্তু সকলে আত্মবৎ না হইলে আত্মবিশ্বাস জন্মিতে পারে না। নিকটস্থ প্রতিবাসী, আত্মীয়, ও একরূপ স্বার্থ-বিশিষ্ট লোক না হইলে এবং পরস্পর সহানুভূতি না থাকিলে পরস্পর সাহায্যদান সমিতি গঠিত হইতে পারে না। যাহাতে সকল সভ্যগণের মঙ্গল তাহাই কর্ত্তব্য, যাহাতে কোন সভ্যের অমঙ্গল তাহাই অকর্ত্তব্য, সভ্যগণকে এই ভাব লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। শুধু

কথায় নহে। যখন কোন প্রকার দায় উপস্থিত হইবে তখন সমগ্র সমিতিকে তজ্জন্য দায়ী হইতে হইবে ও পক্ষান্তরে প্রত্যেক সভ্যকেও সমিতির সম্পূর্ণ দায়ের জন্য একাকী দায়ী হইতে হইবে। যে অপরিমিতব্যয়ী, অপরিণামদর্শী এবং স্বেচ্ছাচারী, তাহাকে বিশ্বাস করিয়া তাহার সহিত কেহই সমবেত দায়িত্ব গ্রহণ করিতে চাহিবে না; আবার সমবেত দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া পরস্পর মধ্যে কেহ কাহাকেও স্বেচ্ছাচারী ও অপরিমিতব্যয়ী হইতে দিবে না। প্রত্যেকে প্রত্যেকের কার্য্য সর্ব্বদাই তীক্ষ্ণভাবে আলোচনা করিবে এবং সমিতির বিন্দুমাত্র স্বার্থে আঘাত পড়িবার সম্ভাবনা হইলেই স্বেচ্ছাচারীকে তিরস্কার করিয়া সেই যথেচ্ছ কার্য্য হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করিবে এবং তাহাতেও সংশোধিত না হইলে বিতাড়িত করিবে। স্বার্থে আঘাত পড়িলে আত্মীয়তা বা চক্ষু লজ্জা আসিয়া বাধা উৎপন্ন করিতে পারিবে না।

সভ্যগণের আত্মশিক্ষা ও স্বাবলম্বন ভিন্ন সমিতি কার্য্যকারী হইতে পারে না। প্রত্যেকেই নিজ নিজ অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করিলেই সমবেত মণ্ডলীর উন্নতি হইবে। ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও চেষ্টা ব্যতীত কোন সুফল লাভ করা যায় না। স্বতন্ত্রতার লোপ না হইলে কোনও প্রকার স্থায়ী জাতীয় উন্নতি হইতে পারে না। জগতে যে সকল উন্নতি সাধিত হইয়াছে তাহা কেবল মাত্র সমাজ বন্ধনে পরস্পর সহায়তার ফল। স্কন্ধে অসীম দায়িত্ব গ্রহণ করিলেই আপনা হইতেই ন্যায়পরায়ণতা, সাধুতা, পরিণামদর্শিতা এবং সতর্কতা আসিয়া সংযোজিত হইবে। যন্ত্রাদি পরিচালন জন্য কখন আর বহিঃসাহায্য আবশ্যক হইবে না। স্বকীয় স্বার্থ চিন্তায় স্বয়ং চলনক্ষম যন্ত্রের ন্যায় সুচারুরূপে কার্য্য নিষ্পন্ন হইবে। পূর্ব্বে যে বলিয়াছি নগদ অর্থ বা মূলধন ব্যতিরেকে ন্যায়পরায়ণতা ও সাধুতা মূলধনের কার্য্য করে, এই প্রকার সমিতিও

ন্যায়পরতা, সাধুতা, সতর্কতা ও পরিণামদর্শিতার আধার হইয়া বিশেষ পসার সৃষ্টিতে সক্ষম হইবে। এই পসার সম্পত্তিশালী ব্যক্তির ধনরাশি অপেক্ষাও প্রবল; অর্থাৎ লোকে সম্পত্তিশালী ব্যক্তিকে ঋণ প্রদান করিয়া তাহার পুনঃ প্রাপ্তি সম্বন্ধে যেরূপ নিশ্চিন্ত থাকে, এইরূপ সমিতিকে ঋণদানে ততোধিক নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে।

দরিদ্র ও নিঃস্বব্যক্তিগণের যথার্থ উপকার করিতে হইলে প্রথমতঃ উহাদিগকে পরিমিতব্যয়ী, সঞ্চয়ী ও পরিণামদর্শী করিতে হইবে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে দানপ্রাপ্ত অর্থ বা প্রচলিত যথেচ্ছ ঋণদান প্রথায় যথার্থ উপকার হয় না। দানে বিশ্ব-সুহৃদের যশ দিগ্‌দিগন্তে বিস্তৃত হইতে পারে, স্বল্প সুদে অর্থ দানে উত্তমর্ণের উদারতা প্রকাশ হইতে পারে, কিন্তু আত্মনির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে পতিত না হইলে কখনও তাহা ফলপ্রদ হয় না; কারণ সহজ লভ্য অর্থের ব্যয় উচ্ছৃঙ্খল ভাবেই হইয়া থাকে। কিন্তু নিত্যপরিশ্রমলব্ধ অর্থ অথবা স্বীয় সমুদায় সম্পত্তির জামিনীতে যে মূলধন সঞ্চিত হইবে তাহার ধ্বংস নাই। দশ টাকা মূলধন কথাটী শুনিতে সামান্য বটে, কিন্তু এই মূলধন যদি শ্রমশীল ব্যক্তির সঞ্চিত এক এক খানি দুয়ানি দ্বারা গঠিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ধনবানের বা বিশ্ব-সুহৃদের প্রদত্ত উক্ত দশ টাকা হইতেও বহুগুণ অধিক মূল্যবান্। শ্রমশীল ব্যক্তিগণের সঞ্চিত ৮০ খানি দুয়ানির প্রত্যেকটীর পশ্চাতে একটী প্রবল শক্তি নিহিত থাকে। উহা যেন শ্রমশীল ব্যক্তিকে ৮০টী মস্তিষ্ক, ৮০টী তীক্ষ্ণ চক্ষু প্রদান করিয়া তাহার পরিণামদর্শিতা ও সতর্কতা সহস্র গুণে বর্দ্ধিত এবং তাহাকে কর্ম্মশক্তি ও উৎসাহ দানে অনুপ্রাণিত করে। সমবেত মণ্ডলীর অসীম দায়িত্ব গ্রহণেও যে মূলধন হয় তাহাও এই শ্রেণীর মূলধন। ইহাতে সভ্যগণের কার্য্যকারিতা শক্তি ও সতর্কতা কতদূর বৃদ্ধি পায় তাহা জর্ম্মাণির একজন প্রাচীন কৃষকের সরল ভাষায় অতি

সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কৃষক বলিয়াছে * "আমরা শত সংখ্যক সভ্য প্রত্যেকে প্রত্যেকের কার্য্য প্রণালী গোয়েন্দার ন্যায় পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি, সাধ্য কি যে আমাদের মধ্যে কেহ স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে"।

এই অবসরে অর্থ শক্তির যথোপযুক্ত ব্যবহার সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা যাইতে পারে। অর্থশক্তির যথোপযুক্ত প্রয়োগ বড়ই গুরুতর কার্য্য। অর্ব্বাচীনের হস্তে সুতীক্ষ্ণ তরবারি যেমন ভয়ঙ্কর ও অনিষ্টজনক, অশিক্ষিত লোকের নিকট অর্থশক্তিও তদ্রূপ ভয়াবহ ও অহিতকর। সদ্ব্যবহার ও অপব্যবহার অনুসারে এই শক্তি কার্য্যকরী বা ধ্বংশকরী হইয়া থাকে। কত লোক স্বীয় সম্পত্তি বা পসার বন্ধক রাখিয়া গৃহীত অর্থের অপব্যবহারে গভীর ঋণ পঙ্কে নিমগ্ন ও ক্রমে দীন হীন কাঙাল হইতেছে কে তাহার ইয়ত্তা করে? এক ব্যক্তি তাহার হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তি ছয় শত টাকায় বন্ধক দিয়া যদি সেই ছয় শত টাকা আমোদ উৎসবে ব্যয় করে, তবে তাহার এই ছয় শত টাকার অনুরূপ স্বীয় এবং জাতীয় শক্তি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। আবার যদি ছয় শত টাকা উক্ত ভূসম্পত্তি বা কোন কার্য্যকর ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে ব্যয় করে তাহা হইলে ঐ সম্পত্তি বা ব্যবসায় প্রসূত অর্থ হইতে উক্ত ঋণ পরিশোধ করিয়াও স্বীয় এবং জাতীয় ধনবর্দ্ধনে সহায়তা করিতে পারে। এই অর্থশক্তির অপব্যবহারের মূল কারণ অজ্ঞতা এবং স্বতন্ত্রতা। লোকশিক্ষার বিস্তার এবং স্বতন্ত্রভাব লোপ না হইলে কোন জাতীয় উন্নতির আশা করা যায় না। পরস্পরসহায়তায়ঋণদানসমিতি সভ্যগণের মধ্যে এই অজ্ঞতা ও স্বতন্ত্রতা লোপ করিয়া অর্থের যথোপযুক্ত ব্যবহার শিক্ষার আদর্শ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

---

* "We are a hundred persons who watch each other like spies and it is not possible that any one should fail in his duty."

পরস্পর-সহায়তায়-ঋণদান-সমিতিকে স্থায়ী করিতে হইলে এবং সমিতি যে কর্তব্যভার প্রতিপালনে সম্যক সক্ষম তাহা প্রমাণিত করিতে হইলে তিনটী সুদৃঢ় স্তম্ভোপরি ইহাকে স্থাপিত করিতে হইবে। এই স্তম্ভ তিনটীই সমিতি প্রতিষ্ঠার প্রধান উপকরণ। সেই তিনটী এই—প্রথম অসীম দায়িত্ব গ্রহণ, দ্বিতীয় আশঙ্কা-শূন্য কার্য্য, তৃতীয় হিসাব পত্র ও কার্য্য কলাপ সম্পূর্ণরূপে সাধারণের সমক্ষে প্রকাশ ও আন্দোলন।

বর্ত্তমান সময়ে অনেক ব্যাঙ্ক প্রভৃতি যৌথ কারবার, লোকের সামান্য সামান্য অর্থ সঞ্চয় ও ধনীর প্রচুর অব্যবহৃত অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাহা লাভজনক ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিতেছে। ইহারা কারবারের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে, কেবল ফলপ্রদ কার্য্যের উন্নতি কল্পেই ঋণ দান করিয়া থাকে। অনেক কারবারই প্রকাশ্যভাবে সমিতির কার্য্য কলাপ আলোচনার সুযোগ প্রদানে, পরিমিত ব্যয়ের উৎকর্ষ সাধনে, দীর্ঘকাল ম্যাদে ঋণ প্রদান ও কিস্তিবন্দী হিসাবে উহার পরিশোধ নিয়ম বিধানে, ঋণ গ্রহীতাকে কোন প্রকার প্রতারিত করিবার বা তাহার ভূসম্পত্তি হস্তগত করিবার অনিচ্ছা প্রকাশ এবং নিজ স্বার্থ সাধন মানসে ঋণীর উপর অন্যায় প্রভুত্ব স্থাপনের অনভিলাষ প্রকাশে, সাধারণের বিস্তর মঙ্গল সাধন করিতেছে। সকল বিধিবদ্ধ ব্যাঙ্ক বা ঋণদান সমিতি এই সকল সুবিধা বিধান করিয়া থাকে, কিন্তু সকল মঙ্গলের যে মঙ্গল তাহা কেবল পরস্পর সহায়তায়-ঋণদান-সমিতিই দিতে সমর্থ; কারণ ইহা ঋণগ্রহীতাকে তিলমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত বা বিপজ্জালে বিজড়িত করা দূরে থাকুক, মূলধনের লভ্যাংশের জন্য ও ব্যস্ত না হইয়া কেবল ঋণগ্রহীতার স্বার্থ, সাংসারিক অবস্থা ও নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধনে বদ্ধ পরিকর।

চতুর্থ অধ্যায়।

ঋণের অবস্থা ও সামঞ্জস্যের কথা।

ঋণ আদান প্রদানে কয়েকটী সুবিধা ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা উভয়েরই তুল্য আবশ্যক এবং কয়েকটী ঋণগৃহীতা বা ঋণদাতার সতন্ত্র-রূপে আবশ্যক।

উভয়ের পক্ষে তুল্য আবশ্যক অবস্থার মধ্যে সর্ব্ব প্রথম নৈকট্য। নগরস্থিত ব্যাঙ্ক বা মহাজন সুদূর পল্লীবাসীকে ঋণদান নানা কারণে নিরাপদ মনে করে না। যে সম্পত্তির জামিনীতে ঋণ প্রদত্ত হইবে সে সম্পত্তি সম্বন্ধে সকল তথ্য অবগত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন, অথচ ঐ তথ্যগুলি সংগ্রহ বহু আয়াস ও ব্যয় সাপেক্ষ। স্থানের দূরত্ব বশতঃ ঋণপ্রার্থীর সাংসারিক অবস্থা, চরিত্র ও সম্পত্তির যথার্থ পরিমাণ অনু-সন্ধান করিতে সম্যক্ সক্ষম হয় না। আবার পল্লীবাসিগণ ও দূরবর্ত্তী নগরস্থিত ব্যাঙ্ক বা মহাজনের নিকট পুনঃ পুনঃ যাওয়া আসা, সময়ের অপব্যয় ও কষ্টকর বিবেচনা করে, এবং নগরস্থিত ব্যাঙ্ক বা মহাজনের প্রাচ্যপ্রণালী অনুসৃত জটিল ও কঠোর বিধান সমূহ উহাদের মনে ভীতির সঞ্চার করে। এই জন্য সচরাচর দেখা যায় যে সুদের হার বেশী হইলে ও লোকে সাধারণতঃ স্বগ্রামস্থ মহাজনেরই শরণাপন্ন হওয়া শ্রেয়স্কর মনে করে। নৈকট্যই পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং পসার-সৃষ্টির প্রধান সহায়।

ঋণদাতার প্রধান অভীষ্ট নিরাপদত্ব অর্থাৎ উৎকৃষ্ট জামিন। মহা-জনের উচ্চ সুদ, কঠোর সর্ত্ত, অপরিসীম লোভ, অর্থগৃধ্নুতা ও দুর্ব্বিসহ অত্যাচার সম্বন্ধে যতই কেন বলা যাক্ না তাহা যে অধমর্ণের ছলনা, বিশ্বাসঘাতকতা এবং ঋণ পরিশোধে অপারগতার ফল তাহা কে

অস্বীকার করিবে? কিন্তু ঋণদাতা যদি বুঝিতে পারে যে ঋণপ্রদত্ত অর্থ সুদ সমেত নিশ্চয়ই নিরূপিত সময় মধ্যে আদায় হইবে, সর্ত্ত সমূহ বিশুদ্ধ ভাবে প্রতিপালিত হইবে; ও অসরলতা এবং বিশ্বাসঘাতকতা স্থান পাইবে না তাহা হইলে নিশ্চয়ই অল্প সুদে ঋণ প্রদত্ত হইতে পারে।

ঋণগ্রহীতা ও সহজ প্রাপ্যতা, স্বল্পসুদ, সুবিধামুরূপ পরিশোধ কালনির্দ্দেশ এবং যাহাতে কোনরূপ সর্ব্বনাশ সংঘটনের সম্ভাবনা নাই এমন ঋণগ্রহণ আকাঙ্ক্ষা করে। বেশী সুদ, চক্রবৃদ্ধিসুদ এবং অসময়ে ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য হইয়া কত লোক যে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, তাহা কে গণনা করে!

ব্যবসায় বিশেষের জন্য ঋণগ্রহণ আলোচনা করিলে দেখা যায়, কৃষি বিষয়ক্ ঋণ পরিশোধ সময় সাপেক্ষ, কারণ কৃষক ঐ অর্থ দ্বারা ভূমি চাষের জন্য গো মহিষাদি পশু, সার ও কৃষিকর্ম্মোপযোগী যন্ত্রাদি ও অন্যান্য উন্নতি বিষয়ক্ দ্রব্য সমূহ ক্রয় করে; কিন্তু উহার শুভ ফল বহু পরে প্রসূত হয়। ব্যবসায়ী ঋণ গৃহীত অর্থে পণ্য ক্রয় করিয়া বিক্রয় করিলেই অল্প দিন মধ্যে মূলধন এবং লভ্যাংশ এক কালীন পুনঃ প্রাপ্ত হয়; কাযেই লভ্যাংশ রাখিয়া সুদসহ সমস্ত ঋণ পরিশোধ করা তাহার পক্ষে কষ্টকর ও বহু সময় সাপেক্ষ নহে। কিন্তু কৃষিবিষয়ে যে অর্থ ব্যয়িত হয় তাহা সহসা ফিরিয়া পাওয়া যায় না। ধীরে ধীরে কেবল মাত্র লভ্য দেখা যায়। এই লভ্য হইতে উক্ত ঋণকৃত মূলধন সংস্থাপন বহুদিনের কথা সুতরাং কৃষি সম্বন্ধীয় ঋণ পরিশোধও বহু দিনের কথা।

শিল্পিগণের ও আধুনিক মূল্যবান যন্ত্রাদি ক্রয় করিয়া উৎপন্ন শিল্প হইতে ঋণকৃত মূলধন পরিশোধে কৃষকের ন্যায় তত অধিক কাল আবশ্যক না হইলেও অপেক্ষাকৃত কিছু বিলম্ব ঘটে। সন্তানাদির শিক্ষা দানের ও গৃহনির্ম্মাণ প্রভৃতির ব্যয় নির্ব্বাহার্থে যে ঋণ হয় তাহা

পরিশোধ করিতেও যথেষ্ট সময় আবশ্যক। এই সকল পরস্পর-বিরোধী অবস্থার সামঞ্জস্য স্থাপন সাধারণ মহাজনের দ্বারা হইতে পারে না। নৈকট্য সম্বন্ধে কোন কিছু বলিবার না থাকিলেও সাধারণ মহাজন ও খাতকের মধ্যে আন্তরিক সহানুভূতির সম্পূর্ণ অভাব। অর্থ-গৃধ্নুতা, অত্যাচার ও একচেটিয়ার বিষয় ছাড়িয়া দিলেও দেখা যায় যে সাধারণ মহাজনের মূলধন অল্প এবং তাহার পক্ষে বহু দিনব্যাপী ঋণ-দান বা কেবল মাত্র ঋণীর সুবিধা অনুসারে পরিশোধ গ্রহণ অসম্ভব। বিশেষতঃ এই প্রকার ঋণ-গৃহীত অর্থ কার্য্যকরী ও নিরাপদ ব্যবসায়ে সুবিবেচনার সহিত প্রযুক্ত হয় কি না তাহা দেখিবারও উপায় নাই। অবস্থা ও পদার্থ বিশ্লেষণ দ্বারা সামঞ্জস্য স্থাপনকুশল পাশ্চাত্য-জাতি ব্যাঙ্ক প্রভৃতি নানাবিধ যৌথ-ধন-ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া এই বিষয়ে সফলকাম হইয়াছে। এই প্রকার যৌথ-দায়িত্ব-সংযুক্ত ব্যবসায় দুই নিয়মে হইতে পারে। এক শ্রেণীতে কেবলমাত্র মূলধনিগণ একত্র হইয়া একটী ব্যাঙ্ক বা ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহাদের সংগৃহীত মূলধন ব্যবসায়ে খাটাইয়া যথা সম্ভব লাভের চেষ্টা করেন। এই প্রকার কারবার সম্বন্ধে বক্তব্য এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। কারণ উহা সাধারণ তেজারতি ব্যবসায়ের উন্নত রূপান্তর অবস্থা মাত্র।

ঋণ গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণের সমবেত শক্তিতে সৃষ্ট ব্যাঙ্ক বা অর্থ-ভাণ্ডার এই গ্রন্থের বিবেচ্য বিষয়। এই প্রকার ভাণ্ডারে প্রত্যেক ব্যক্তিই কিয়ৎ পরিমাণ অর্থ গচ্ছিত করিয়া থাকে। ব্যবসায় করিয়া মূলধনের উপর ডিভিডেণ্ড বা লাভ গ্রহণ ইহার উদ্দেশ্য নহে। যৌথ-দায়িত্ব বলে পসার উৎপন্ন করিয়া বহিস্থঃ লোকের ও আপনাদের গচ্ছিত অর্থ দ্বারা ব্যক্তিগত উন্নতি সাধনই সমিতির চরম উদ্দেশ্য। ঋণদাতা স্বরূপ যে লাভ পাওয়া যায় তৎপ্রতি দৃষ্টি না করিয়া ঋণ গ্রহীতার সুবিধা ও সুযোগের পর যে লাভ থাকে তাহাই সমিতির

লাভ বলিয়া বিবেচিত হয়। সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য ঋণগ্রহীতার সুবিধা করা, সুতরাং ডিভিডেণ্ড বা অংশগত লাভ রাখা সমিতির প্রথা-বিরুদ্ধ; কারণ অংশগত লাভ বৃদ্ধি করিতে হইলে উচ্চ সুদ আবশ্যক। এই কারণে কোন কোন সমিতি অংশগত লভ্য, সর্ব্বতোভাবে সুদের হার কমাইতে, কোন কোন সমিতি নির্দ্দিষ্ট হারে অংশগত লাভ রাখিয়া অবশিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণের সুদের হার কমাইতে রক্ষিত তহবিলের পুষ্টি সাধনে এবং সাধারণের স্থানীয় হিতকর কার্য্যে ব্যয় করে। প্রথমোক্ত ব্যাঙ্ক কেবলমাত্র বড় বড় নগরে স্থাপিত হয়, কিন্তু আলোচ্য ব্যাঙ্ক অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে ও প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

১৮৮২।৮৩ খ্রীষ্টাব্দে সার্ উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণ মহোদয় এবং কয়েক জন দেশীয় সদাশয় ব্যক্তি মিলিত হইয়া বম্বে প্রদেশে পুণা জেলায় কৃষি-ব্যাঙ্ক স্থাপনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু নানা কারণে তাৎকালিক প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। পরে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে মান্দ্রাজ সিভিলিয়ান সার ফ্রেডারিক নিকলসন্, রাইফেজেন শুল্জ্ প্রভৃতি মহাত্মাগণ প্রবর্ত্তিত পরস্পর-সহায়তায়-ঋণদান-সমিতির কার্য্য প্রণালীর তত্ত্বানুসন্ধান জন্য নিযুক্ত হন। তিনি য়ুরোপের প্রায় সমুদয় সমিতি সন্দর্শন ও উহাদের কার্য্য প্রণালী পর্য্যালোচনা করিয়া ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার গভীর গবেষণাপূর্ণ এ সম্বন্ধে সকল তথ্যের আকর স্বরূপ একখানি বিবরণ পুস্তক প্রণয়ন করেন। ভারতগভর্ণমেণ্ট উহা ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করেন এবং উহার ফলে ১৯০১ সালে পরস্পর-সহায়তায়-ঋণ-দান-সমিতি সম্বন্ধে এক খানি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হয় ও সবিশেষ আলোচনার পর তাহা ১৯০৪ সালের ২৫শে মার্চ্চ তারিখে আইনে পরিণত হয়। ঐ বৎসরই ২৯শে মার্চ্চ গভর্ণমেণ্ট-কর্ম্মচারী ও সাধারণের গোচরার্থে উক্ত বিধানের আবশ্যকতা ও উদ্দেশ্য

আলোচনা পূর্ব্বক কি উপায়ে কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে তদ্বিষয়ে এক খানি মন্তব্যপত্র প্রচার করেন।

ইহার পর উদারহৃদয় সুবিজ্ঞ সিভিলিয়ান মিঃ ডবলিউ আর গুরলে মহোদয় বঙ্গদেশে পরস্পর-সহযোগিতায়-ঋণদান-সমিতির রেজিষ্ট্রার মনোনীত হইয়া, জার্ম্মেণী ইটালী প্রভৃতি প্রাচ্য প্রদেশে স্থাপিত উক্ত সমিতির কার্য্যপ্রণালী পরিদর্শন এবং এতৎসম্বন্ধে তদ্দেশীয় নেতাগণের সহিত আলোচনা করিয়া বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করতঃ অদম্য উৎসাহে ও আশাপূর্ণ হৃদয়ে কার্য্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

এই প্রকার সমিতি এ দেশে কার্য্যকরী হইবে কিনা এবং এই দেশে উহা স্থাপিত হইয়া দেশের অবস্থা উন্নত করিতে সক্ষম হইবে কি না তাহা অবশ্যই সুদূর ভবিষ্যত গর্ভে নিহিত।

পরীক্ষা ভিন্ন কোন নবোদ্ভূত প্রণালীর কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ অসম্ভব। একই বৃক্ষ জল বায়ু ও মৃত্তিকাগুণে বিভিন্ন দেশে বিভিন্নরূপ ধারণ করে। আমাদের দেশের জল বায়ু ও মৃত্তিকা পরস্পর-সহযোগিতায়-ঋণ-দান-সমিতিরূপ বৃক্ষের উপযোগী হইবে কিনা এবং তাহা হইতে আশানুরূপ ফললাভ হইবে কিনা উহা উপলব্ধির জন্য পরস্পর-সহযোগীতায়-ঋণ-দান সমিতির জন্মভূমিগত ইতিবৃত্ত বর্ণিত ও সমালোচিত হইতেছে।

পঞ্চম অধ্যায়।

ইতিবৃত্ত—(জার্ম্মেণী)।

পরস্পর-সহযোগিতায়-ঋণ-দান সম্পর্কীয় সমিতি জার্ম্মেণীতে সর্ব্ব-প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। শুল্‌জ্‌ নামক তদ্দেশীয় একজন ম্যাজিষ্ট্রেট দেশের জনসাধারণের অবনতি দর্শনে ক্ষুব্ধ ও দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া বহু গবেষণায় এই লোক হিতকর ও শিক্ষাপ্রদ ঋণ দান প্রণালী আবিষ্কার করেন। তৎকালে লোক সমূহ সকল বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে রাজমুখা-পেক্ষী ছিল এবং জীবনের সর্ব্ববিধ কার্য্যে রাজসাহায্য প্রত্যাশা-করতঃ আত্মসম্মান পরস্পর সহানুভূতিত্ব প্রভৃতি স্বদ্গুণে জলাঞ্জলি দিয়া কোনরূপে জীবন যাপন করিতেছিল।

শুল্‌জ্‌কে প্রারম্ভে যে প্রকার বিপন্নাবস্থায় কার্য্যারম্ভ করিতে হইয়াছিল তাহা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। তদানীন্তন গবর্ণ-মেণ্ট এই সৎকার্য্যে তাঁহার সহায়তা করা দূরে থাকুক যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিকূলতাচরণই করিয়াছিলেন। শুল্‌জ্‌ এইরূপ অসঙ্গত আদেশ প্রতিপালনে সম্মত না হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার বেতন কর্ত্তন করি-লেন। তিনি ঘৃণায় ও বিরক্তি সহকারে কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া লোক-হিতকর ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিলেন।

তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সমিতি সকল সেই সময়ের প্রচলিত আইন বিরুদ্ধ, এইরূপ দোষারূপ করিয়া পুলিস বাধা দিতে লাগিল, এবং গবর্ণমেণ্ট নানা উপায়ে শুল্‌জের চেষ্টা বিফল করিতে যত্নবান হইলেন। যাহা হউক সুখের বিষয় ইতিহাসকীর্ত্তিত তদানীন্তন প্রধান রাজমন্ত্রী বিসমার্ক স্বয়ং এই লোক-হিতকর শুভানুষ্ঠানে বাধা দিয়াও সফলকাম হইতে পারেন নাই। শত শত বুদ্ধিমান লোক শুল্‌জের মতালম্বী

হইয়া তাঁহার যশঃকীর্ত্তন করিতে করিতে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন।

শুল্জ্ একজন গভীর অর্থনীতি শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার ওজস্বিনী ও হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা বিশেষতঃ তাঁহার সর্ব্বজন প্রশংসিত চরিত্র ও দৃষ্টান্ত এই নবোদ্ভাবিত প্রণালী প্রচারের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল।

মনুষ্যকে নূতন ছাঁচে গঠন পূর্ব্বক সমাজের ইষ্ট সাধন করিতে হইবে, ইহাই তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে মানুষকে এইরূপে গঠন করিয়া না লইলে সেই শত শত বৎসরের চিরাভ্যস্ত কুসংস্কার, অজ্ঞতা ও অকর্ম্মণ্যতা ২।৫ বৎসরের চেষ্টায় দূরীভূত হইবার নহে। এই জন্য প্রথমে তদীয় সমিতি পূর্ণ মাত্রায় পরস্পর-সাহায্য-দান-সমিতি ভাবে গঠিত না হইয়া পরোপকারক সুহৃদ সমিতিরূপে প্রকাশিত হইয়াছিল।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথমতঃ একটী আতুরাশ্রম এবং একটী চর্ম্মকার সম্প্রদায়ের ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য ক্রয়ের আনুকূল্যার্থ বিপণী সংস্থাপন করেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে প্রথম সর্ব্বসমিতির বীজ স্বরূপ ঋণ দান সমিতি স্থাপন করেন। শুল্জ্ বেশ বুঝিয়াছিলেন যে যাহাদের অর্থাভাব দূরীকরণ মানসে এইরূপ সমিতি স্থাপন আবশ্যক, তাহারা সমিতিতে গচ্ছিত রাখিবার উপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিবে না। দেশের উপকার করিতে হইলে তাহাদিগের নিকট হইতে গচ্ছিতের জন্য অর্থ প্রত্যাশা করা অনুচিত, এই জন্যই তিনি তাঁহার ন্যায় কয়েকটী সহৃদয় মহাত্মাকে লইয়া পরোপকারার্থ একটী ভাণ্ডার সংস্থাপন করেন। ভাণ্ডারের নিয়মানুসারে কেবলমাত্র সভ্য-শ্রেণী ভুক্ত ব্যক্তিগণ ভাণ্ডার হইতে সাহায্য লাভে সমর্থ হইত। এবং তাহাদিগকে ভাণ্ডারে মাসিক এক মার্ক (৸০) হিসাবে জমা দিতে

হইত। ভাণ্ডার দানশালা নহে, উহা যে কেবলমাত্র ব্যবসায়ের উন্নতি-কল্পে প্রতিষ্ঠিত এই কথা সভ্যগণকে সম্যক্‌রূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইত। প্রথম বৎসর এই সমিতিতে ১৫০ জন সভ্য যোগদান করিয়াছিল ও ৭৫০ পাউণ্ড মূলধন সংগৃহীত হইয়াছিল। ঐ বৎসরই তাঁহার সহযোগী বর্ণিহার্ডী ৩৯৬ জন সভ্য সহ ৩৩৬ পাউণ্ড মূলধন সংগ্রহে আর একটী সমিতি স্থাপন করেন। অতি প্রারম্ভেই সমিতির উপকারিতা অনুভূত হইয়াছিল। এই প্রকারে অত্যল্পকাল মধ্যেই প্রতিপন্ন হইয়াছিল যে, পূর্ব্বে অর্থ গৃধ্নু মহাজনেরা যে স্থলে শতকরা বাৎসরিক ৬০ মার্ক হারে সুদ আদায় করিত সে স্থলে এই সমিতির সাহায্যে ঋণ গ্রহীতাকে বাৎসরিক শতকরা ১০ মার্ক হারে মাত্র সুদ দিতে হইয়াছিল।

প্রণালী—শুল্‌জ্‌ স্থাপিত সমিতিতে সভ্যগণ অংশ ক্রয় দ্বারা সমিতির প্রতিভূ সৃষ্টি ও ঋণ দানের মূলধন সংগ্রহ করিয়া থাকেন, এবং তদ্দ্বারা লোককে মিতব্যয়ী ও সঞ্চয়ী হইতে শিক্ষা দেন; কারণ অংশ খরিদ করিতে হইলেই অর্থের আবশ্যক। সমিতির দায়িত্ব অসীম। সমিতি এবং ইহার অংশের জামিনীতে বাহিরের অর্থও সংগৃহীত, এবং ঐ অর্থ সমিতির সভ্যগণকে স্বল্পকালের জন্য কর্জ্জ দেওয়া হয়। মুনাফার অর্থ হইতে, ডিরেক্টার ও কর্ম্মচারিগণের বেতন দিয়া কতক অংশ রিজার্ভ ফণ্ডে বা রক্ষিত তহবিলে জমা রাখা হয় এবং বক্রী অংশীদারগণের লভ্যাংশের হিসাবে জমা দেওয়া হয়। সভ্যগণ ইচ্ছামত অবসর লইতে পারেন; কিন্তু সবিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া কাহাকেও সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। সমিতির কার্য্যক্ষেত্রের কোন নির্দ্দিষ্ট সীমা নাই। ইহার কার্য্যালয় যে কোন নগরে বা গণ্ডগ্রামে স্থাপিত হয়।

রাইফেজেন—যে সময় শুল্‌জ্‌ ডেলিজ্‌ নগরে দারিদ্র্য দুঃখ বিমোচনে প্রবৃত্ত ছিলেন, ঠিক সেই সময়ে উত্তর জার্ম্মেণী প্রদেশে

রাইফেজেন নামক আর এক মহাত্মা তদ্দেশবাসী কৃষকগণের দুরবস্থায় কাতর হইয়া তাহাদিগের দুঃখ অপনোদন জন্য কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। রাইফেজেন এক জন সামান্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ওয়েষ্টার-ওয়াল্ড্ নামক একটী হীন পল্লীর "বর্গমাষ্টার" বা গ্রাম্য মণ্ডলের কার্য্য করিতেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থা এরূপ ছিল না যে, তিনি কোন মহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন। তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থাও তাদৃশ সুবিধাজনক ছিল না। কিন্তু তাহার হৃদয় অতি মহৎ এবং এই মহত্ত্বের জন্যই দরিদ্র হইয়াও এই গুরুতর কার্য্যে সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। উত্তর জার্ম্মেণীর অবস্থা সে সময় নিতান্তই শোচনীয় ছিল। এক দিকে অনুর্ব্বর পার্ব্বত্য ভূমি, গমনাগমনের পথের অভাব, উপর্য্যুপরি দুর্ভিক্ষের প্রকোপ, অপর দিকে অনশনক্লিষ্ট হীনবস্ত্র, গৃহশূন্য, অশিক্ষিত ঋণগ্রস্ত প্রজা সুদখোর য়িহুদি মহাজনগণের নির্ম্মম অত্যাচারে প্রপীড়িত। তথায় বহু চেষ্টাতে ও ভূমি হইতে উপযুক্ত শস্য পাওয়া যাইত না এবং কঠোর রাজ শাসনেও য়িহুদীগণের অত্যাচারের উপশম হইত না।

রাইফেজেনের চেষ্টা ও যত্নে প্রথমতঃ একটী পরস্পর সাহায্যকারী কটীর ব্যবসা ও একটী শস্য ক্রয় সমিতি হইয়াছিল। এই দুই সমিতি দ্বারা পাইকারী দরে শস্য ও গবাদি পশু ক্রয় করিয়া সামান্য লাভে বিক্রয় করা হইত। এই উপায় অবলম্বনে শস্য ও গবাদি পশুর মূল্য তৎকালীন প্রচলিত মূল্য হইতে শতকরা ৫০৲ টাকা হারে হ্রাস হইয়াছিল এবং কৃষিজীবিগণ যথেষ্ট উপকৃত হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিল। রাইফেজেন উৎসাহিত হইয়া ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ৩০০০ পাউণ্ড মূলধন লইয়া এক ঋণ-দান-সমিতি স্থাপন এবং উহা প্রচলনের জন্য কতকগুলি বিধান প্রণয়ন করেন। যে সকল কৃষক সমিতির নিয়মাবলী পালনে অঙ্গীকৃত হইত, তাহাদিগকে উক্ত সমিতি

হইতে ঋণদান করা হইত। রাইফেজেন এইরূপে আড়ম্বর-বিহীন হইয়া সীমাবদ্ধ স্থানে সন্তুষ্ট চিত্তে কার্য্য সম্পাদন করতঃ আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বোক্ত প্রথম সমিতি গঠনের পাঁচ বৎসর পরে দ্বিতীয় সমিতি, ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় সমিতি, এবং ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে চতুর্থ সমিতি স্থাপিত হয়। ক্রমে ক্রমে এইরূপে সমিতি সংখ্যায় বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত দেশে মহৎ উপকার সাধন পূর্ব্বক লোকসমাজে উহা বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। লোকে এই দুর্ভিক্ষের সময় বেশ উপলব্ধি করিয়াছিল যে আত্মনির্ভরতা রাজকোষের সঞ্চিত অর্থ অপেক্ষাও উপকারী। সভ্যগণের সাংসারিক এবং নৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন, সভ্যগণের সমবেত জামিনীতে অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক সভ্যগণকে ঋণদানে তাহাদিগের অভাব দূর করিয়া ব্যবসায়ের উন্নতি এবং অভাবের অপনয়ন, সভ্যগণকে কয়লা, তুলা, সার ইত্যাদি দিয়া সাহায্য, শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যের সমবেত বিক্রয় এবং পাইকারী দরে ক্রয় করিয়া ন্যায্য দরে খুচরা হিসাবে প্রদানই রাইফেজেন-সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য।

রাইফেজেন-সমিতি প্রধানতঃ কৃষক-শ্রমজীবী এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী লইয়া গঠিত। সকলেরই উদ্দেশ্য উন্নতি। প্রথমতঃ গ্রামের কয়েকটী অবস্থাসপন্ন লোক কার্য্য আরম্ভ করেন, পরে সাধারণে তাঁহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে।

রাইফেজেন-সমিতি যে সকল বিধান দ্বারা পরিচালিত হয় তন্মধ্যে নিম্নের ৭টী প্রধান।

১। এই সমিতিতে কোন অংশ নাই সুতরাং অংশ হিসাবে কোন লভ্যও নাই।

২। নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ স্থান হইতে সভ্যগ্রহণ।

৩। সভ্যগণের অসীম দায়িত্ব।

৪। বিনা পারিশ্রমিকে সভ্যগণদ্বারা সমিতির কার্য্য পরিচালন।

৫। মূলধন ব্যবসায়ে খাটাইয়া তাহার মুনাফা হইতে ঋণ পরিশোধ।

৬। রক্ষিত-ভাণ্ডার বা রিজার্ভ ফণ্ড অক্ষুণ্ণ রাখা।

৭। সভ্যগণের নৈতিক চরিত্র ও সাংসারিক অবস্থার উন্নতি বিধান।

প্রতি বৎসর সমিতির সমস্ত সভ্যগণের একটী সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। এই সভার পাঁচ জন সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া একটী কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটী গঠিত হয়। এই কমিটী বোর্ড অব্ ডিরেক্টর নামে অভিহিত। সাধারণ সভার সভ্যগণের অবস্থা ও কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ জন্য অন্য একটী পরিদর্শক কমিটি গঠিত হয়। পরিদর্শক কমিটিতে ৩ জন হইতে ৯ জন সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। এই দুই কমিটী গঠন ব্যতীত সাধারণ সভা দ্বারা বিগত বর্ষের হিসাব আলোচনা ও পরীক্ষা, সংগৃহীত অর্থের এবং যে অর্থ দেওয়া হইবে তাহার সুদের হার স্থিরীকরণ ও সভ্যগণ হইতে বৎসরের মধ্যে কি পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করা হইতে পারে তাহার নির্দ্দেশ এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। ডাইরেক্টর সভার প্রতি সপ্তাহে একবার অধিবেশন হয় এবং আবশ্যক হইলে বারাধিকও সভ্যগণ সমবেত হন। ইচ্ছা করিলে অপর যে কোন সভ্যই এই সভার দর্শক ভাবে উপস্থিত থাকিতে পারেন, কিন্তু কোন বিষয়ে তাঁহার মতামত দিবার ক্ষমতা থাকে না।

পরিদর্শক সভার সভ্যগণ ঋণ-প্রদত্ত অর্থের যথাযথ ব্যবহার হইতেছে কি না পল্লীতে পল্লীতে পরিভ্রমণ করিয়া তাহার অনুসন্ধান করেন এবং ঋণগ্রহীতার কার্য্যের প্রতি সতত দৃষ্টি রাখেন ও ঋণ

গ্রহীতাগণের প্রতিভূ বা জামিন অক্ষুণ্ণ আছে কি না তাহা অনুসন্ধান পূর্ব্বক কার্য্য নির্ব্বাহক সভার গোচরার্থে রিপোর্ট করেন। ঐ সকল রিপোর্ট আলোচনা করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহক সভা আবশ্যক মত ঋণ প্রত্যাহার বা নূতন প্রতিভূর আদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। সমিতির হিসাবপত্র পরিদর্শক সভাকর্ত্তৃক প্রতি মাসে একবার করিয়া পরীক্ষিত হয়।

ক্রমে পল্লী-সমিতির সংখ্যা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়াতে পরস্পর মধ্যে সম্বন্ধ রাখিবার জন্য নিউয়েড্ নগরে একটী কেন্দ্র-সমিতি বা সেণ্ট্রাল ইউনিয়ন ও একটী সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক বা কেন্দ্র-ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে। রাইফেজেন-প্রণালী-স্থাপিত সকল সমিতিই এই শেষোক্ত সমিতি ও ব্যাঙ্কের সহিত সংশ্লিষ্ট।

শুল্জ্ ও রাইফেজেন-প্রবর্ত্তিত পূর্ব্বোক্ত সমিতির নিয়মাবলী অতি কঠোর ভাবে প্রবর্ত্তিত হওয়ায় উহাদের কার্য্যকারিণী শক্তি সমধিক হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে ভাবিয়া হাসি নামক এক ক্ষুদ্র প্রদেশের শাসনকর্ত্তা মহাত্মা হাস্ পরস্পর-সাহায্যদান-সমিতির নিয়মাবলীর নূতন সংস্করণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার প্রধান আপত্তি যে শুল্জ্ ও রাইফেজেন প্রণালীতে সেণ্ট্রাল ইউনিয়নের এবং সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের ক্ষমতা অযথা বর্দ্ধিত হইয়াছে। হাস্ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক এবং সেণ্ট্রাল ইউনিয়নের ক্ষমতার সমতা সাধন ও সাধারণ নিয়মাবলীর কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া কতকগুলি নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। হাস্ সমিতিকে রাই-ফেজেন প্রণালীর শাখা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। ইহাতে রাইফেজেন-প্রণালীর মূলসূত্র বা উদ্দেশ্যের কোনও ব্যতিক্রম ঘটে নাই। পরিবর্ত্তিত সময়ের অনুযায়ী কার্য্য করাই হাস্ সমিতির অভিপ্রায়। এই হাস্-প্রবর্ত্তিত নিয়মাবলীর কল্যাণে দেশময় পরস্পর সহযোগিতায় কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবসায়ের অভ্যুদয় হইয়াছে

এবং জন সাধারণ কার্য্যতৎপর ও প্রতিভাশালী হইয়া দেশের অশেষ মঙ্গল সাধন করিতেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সমালোচনা।

পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ প্রণালীর কার্য্য পদ্ধতির সুবিধা, অসুবিধা, উপকার, অপকার সম্বন্ধে আলোচনা করিলে পরস্পর সহযোগিতায় ঋণদান সমিতির মূল তত্ত্বগুলি হৃদয়ঙ্গম হইবে এবং স্থান, কাল ও পাত্রভেদে এতদ্দেশে কোন্‌রূপ আদর্শ সম্যক্ উপযোগী তাহাও প্রতিপন্ন হইব।

প্রথমতঃ রাইফেজেন্ সমিতির যে ৭টী প্রধান নিয়ম উল্লিখিত হইয়াছে তাহা একটু বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

১। এই সমিতিতে কোন অংশ নাই সুতরাং অংশ হিসাবে কোন লভ্যও নাই। কৃষক সম্প্রদায় ও সমাজের নিতান্ত দরিদ্র ব্যক্তিকে সাহায্য দানই এই প্রণালীর মুখ্য উদ্দেশ্য। সাধারণতঃ কৃষকগণের প্রায় সকলেরই কর্ষণ যোগ্য ভূমি থাকে, কিন্তু বিবিধ কারণে সেই ভূমির উৎপন্ন হইতে খাজনা ও চাষের ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া সম্বৎসরের খোরাক সঞ্চয় তাহার পক্ষে দুর্ঘট। কিছু নগদ অর্থ পাইলেই এই শ্রেণীর লোকেরা আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহ পূর্ব্বক ভূমির উন্নতি সাধন করিতে পারে, অতএব কেবল ঋণ গ্রহণ মানসেই ইহারা সমিতিতে যোগদান করে। সমিতিতে যোগদান করিতে হইলে উহাদিগকে উচ্চ হারে প্রবেশ-ফি প্রদান অথবা অংশ খরিদ করিতে বাধ্য করা হইলে উহাদের পক্ষে সমিতির দ্বার রুদ্ধ করা হয়। বিশেষতঃ অংশ থাকিলেই অংশগত লভ্যের প্রথা প্রচলিত হইবে। অংশগত

লভ্য প্রচলিত থাকিলেই অংশীদারগণ ঐ লভ্য বৃদ্ধির জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে উৎসুক হইবে এবং তদ্দ্বারা উহা একটী ব্যবসায়ে পরিণত হইবে। এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ স্বার্থের সংস্পর্শে ঋণ গ্রহীতাগণের কোন উপকারই সাধিত হইবে না। জার্ম্মেণীর ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের প্রণীত বিধান অনুসারে সভ্যগণের পক্ষে অংশ ক্রয় বাধ্যতা সূচক হইয়াছে এবং তন্নিমিত্ত বর্ত্তমান সময়ে রাইফেজেন-সমিতির অনুষ্ঠাতা বা পৃষ্ঠপোষকগণ প্রতি অংশের মূল্য নাম মাত্র ১০ হইতে ১৫ মার্ক ধার্য্য করিয়াছেন। অংশের ঐ মূল্য ও কিস্তিবন্দী ক্রমে দিবার নিয়ম আছে।

২। নির্দ্দিষ্ট সীমাবদ্ধ স্থান হইতে সভ্যগ্রহণ নিয়ম প্রচলিত থাকায় সভ্যগণ পরস্পর পরস্পরের অবস্থা বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত থাকেন, ঋণ আদান প্রদানের জন্য সভ্যগণকে দূরবর্ত্তী স্থানে যাইতে হয় না এবং পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তা ও সহানুভূতি স্থাপন ও পরিপুষ্ট হয়।

৩। সভ্যগণের অসীম দায়িত্ব। ব্যাঙ্ক পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, প্রভৃতি যৌথ ব্যবসায়ে দুই প্রকার দায়িত্ব। যথা সীমাবদ্ধ ও অসীম। যে সকল ব্যবসায়ে ক্ষতি হইলে অংশীদারগণ নিজ নিজ অংশের অনুপাতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের জন্য দায়ী হয়, তাহার দায়িত্ব সীমাবদ্ধ। এবং যে ব্যবসায়ে অংশ মত অর্থ ব্যতীত অংশী-দারের অন্যবিধ যাবতীয় সম্পত্তি দায়ী থাকে, তাহার দায়িত্ব অসীম। রাইফেজন-সমিতিতে অসীম দায়ীত্ব প্রথা প্রচলিত থাকায় সমিতি কোন স্থাবর অথবা অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক ব্যতীত ও প্রচুর ঋণ গ্রহণে সমর্থ হয়। সীমাবদ্ধ স্থান হইতে সভ্য নির্ব্বাচিত না হইলে অসীম দায়ীত্ব প্রথা কেহই নিরাপদ মনে করেন না। ইহার ফলে সমিতিতে কেবল মাত্র মিতব্যয়ী ও পরিণামদর্শী ব্যক্তিগণই সভ্য-রূপ গৃহীত হয়, এবং ইহারা পরস্পরে ভ্রাতৃত্ব ভাবে আবদ্ধ হয়।

সমিতি হইতে বিশেষ পরীক্ষার পর কেবলমাত্র কার্য্যকর ও ফল দায়ক কার্য্যেই ঋণ প্রদত্ত হয়। এবং ঋণ প্রদত্ত অর্থ উচিত কার্য্যে ব্যয় হয় কিনা সভ্যগণ আপন আপন স্বার্থ সংরক্ষণার্থ সে দিকে সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখেন। বিশ্বাস স্থাপনাযোগ্য চরিত্রহীন ব্যক্তি কখনই সমিতির সভ্য-রূপে গৃহীত হয় না। যদি কোন ব্যক্তি বিশ্বাসী মিতব্যয়ী ও সচ্চরিত্র হয় এবং ঋণপ্রাপ্ত অর্থ সম্যক্ সদ্ব্যবহার করিতে পারিবে এরূপ বিবেচিত হয়, তবে সে নিতান্ত দরিদ্র হইলেও সভ্যরূপে গৃহীত ও ঋণপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু উক্ত গুণাবলী বিরহিত ব্যক্তি সম্পত্তি থাকিলেও সমিতিতে স্থান পায় না। কোন সভ্য অবস্থা ও চরিত্র দোষে বিশ্বাসের অযোগ্য হইলে সভ্যশ্রেণী হইতে বিতাড়িত হয়। এই নিয়মাবলী রাজ বিধান হইতেও বহুগুণে কার্য্যকরী। অনেক ব্যক্তি প্রথমে চরিত্র দোষে সমিতির সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইতে বিফল মনোরথ হইয়া, সময়ে আবার চরিত্র সংশোধন পূর্ব্বক সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইয়াছে। সমিতির এই সকল নিয়মাবলী লোক চরিত্রের বিশেষ উন্নতিসাধন করিয়াছে। অনেকে সভ্যশ্রেণী ভুক্ত হইবার জন্য সভ্যগণের দৃষ্টান্তে নিজ চরিত্র সংশোধন করিয়াছে এবং সভ্যগণও সমিতিচ্যুত হইবার আশঙ্কায় অসৎ কার্য্য হইতে বিরত হইয়াছে।

৪। বিনা পারিশ্রমিক সভ্যগণ দ্বারা সমিতির কার্য্য পরিচালন প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়ায় কার্য্য নির্ব্বাহকগণ স্বার্থানুরোধে পুনঃ পুনঃ স্বীয় স্বীয় পদে নির্ব্বাচিত হইতে সচেষ্ট হন না। সভ্যগণ উপর্য্যুপরি একই পদে নির্ব্বাচিত হইলে তাঁহাদিগের দ্বারা নিঃস্বার্থ ভাবে সমিতির কার্য্য সম্পাদিত হওয়া সম্ভবপর নহে। নূতন নূতন সভ্যেরা আপন আপন গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য নিস্বার্থভাবে প্রাণপনে সভার উন্নতিবিধানে যেরূপ যত্ন করেন, পুনঃ পুনঃ নির্ব্বাচিত সভ্য হইতে সেরূপ যত্ন আশা করা যায় না। অধিকন্তু পারিশ্রমিক দিবার প্রথা থাকিলে সমিতির

ব্যয়ভার বৃদ্ধি হয়, এবং সেই ব্যয় পূরণ করিবার জন্য সুদের মাত্রা বৃদ্ধি না করিলে চলে না। বড় বড় সমিতিতে কিঞ্চিৎ পারিশ্রমিক দেওয়া হয়, কিন্তু উক্ত পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত সভ্য সমিতির ঋণদান প্রভৃতি কার্য্যে মতামত প্রদানের অধিকারচ্যুত হন।

৫। মূলধন ব্যবসায়ে খাটাইয়া তাহার মুনফা হইতে ঋণ পরিশোধ প্রথা। দরিদ্র ব্যক্তিকে যে ঋণদান করা যায় তাহা কার্য্যকরী করিতে হইলে ঋণ পরিশোধের জন্য যথোপযুক্ত সময় দান করা নিতান্ত আবশ্যক। যদি কোন ব্যক্তিকে একটী গাভী খরিদ করিবার জন্য ঋণ দান করা হয়, তাহা হইলে যতদিন না সে গাভীর দুগ্ধ বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা ঋণ পরিশোধ করিতে সক্ষম হয়, ততদিন তাহাকে সময় দেওয়া উচিত। ইহার পূর্ব্বে ঋণ উদ্ধারের চেষ্টা করিলে অধমর্ণকে আরও জড়ীভূত করা হইবে। কৃষক সেইরূপ হাল, গরু, বীজ ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে, সুতরাং যে পর্য্যন্ত না সে শস্য ক্ষেত্র হইতে সংগ্রহ এবং সংগৃহীত শস্য উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করিতে পারে, ঋণ পরিশোধের জন্য তাহাকে ততদিন সময় দান কর্ত্তব্য।

৬। রক্ষিত ভাণ্ডার বা রিজার্ভ ফণ্ড অক্ষুণ্ণ রাখার প্রথা। ঋণ দান করিয়া সুদ প্রভৃতির বাবদে সমিতির যাহা লাভ হইবে তাহার ⅔ অংশ দ্বারা একটী ধন ভাণ্ডার গঠিত হইয়া থাকে। এই ভাণ্ডার সমিতির ব্যক্তিগত প্রাপ্য না হইয়া সমিতির উন্নতিকল্পে রক্ষিত হয়। এই স্থায়ী ভাণ্ডার সমিতির মেরুদণ্ড স্বরূপ। যদি কখনও এরূপ গুরুতর অর্থক্লেশ উপস্থিত হয় যে, সে স্থলে সভ্যগণের নিকট সেই অর্থ সংগ্রহ করিতে হইলে কঠোরতা হইবে তাহা হইলে এই রক্ষিত ভাণ্ডার হইতে সেই অর্থ পূরণ করা হয়। রক্ষিত ভাণ্ডারের কলেবর পুষ্ট হইলে ঋণ গ্রহণ করিয়া মূলধন সঞ্চয়ের আবশ্যকতাও দূরীভূত হয়। রক্ষিত ভাণ্ডারের অর্থ প্রয়োজনাতিরিক্ত উদ্বৃত্ত হইলে তাহা হইতে

সভ্যগণের অনুমোদিত কোন প্রকার স্থানীয় হিতকর কার্য্যও করা যাইতে পারে।

৭। সভ্যগণের নৈতিক চরিত্র এবং সাংসারিক অবস্থার উন্নতি বিধান। সমিতির ঋণ, লাভের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হয় না। দরিদ্র এবং ইচ্ছুক ব্যক্তিকে কার্য্যক্ষম করা এবং তাহাকে মিতব্যয়ী করিয়া সমাজের উন্নতি বিধান কল্পেই ঋণ দান করা হয়। এমন অবস্থায় ঋণ প্রার্থীর ঋণ গ্রহণ আবশ্যক কিনা, ঋণ গ্রহীতা কোন হিতকর, এবং লাভ জনক কার্য্যের জন্য ঋণ প্রার্থনা করিতেছে কি না, ঋণ গ্রহীতার ঋণ পরিশোধের প্রবৃত্তি আছে কি না, ঋণ গ্রহীতা নির্দ্ধারিত সময় মধ্যে পরিশোধ করিতে পারিবে কি না, এ সকল বিষয়ে সভ্যগণ পুঙ্খা-নুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করেন এবং যে উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করা হয়, যদি সে উদ্দেশ্যে ব্যয়িত না হইয়া অন্যরূপে অর্থের অপব্যয় হয় তাহা হইলে ঋণ প্রদত্ত অর্থ তৎক্ষণাৎ আদায় করিয়া লওয়া হয়। ঋণ গ্রহীতার কার্য্যে এরূপ অনুসন্ধান ও বিশেষ লক্ষ্য রাখায় ঋণ গ্রহীতার হৃদয়ে, আত্মনির্ভরতা, মিতব্যয়িতা, যথা সময়ে অর্থের আদান প্রদান করা প্রভৃতি সৎগুণের উদ্রেক করিয়া, তাহার নৈতিক চরিত্রের ও সাংসারিক অবস্থার উন্নতি বিধান করে।

এখন এই ত্রিবিধ প্রণালী কোন কোন বিষয়ে পৃথক্ তাহাই আলোচ্য।

প্রথমতঃ এই ত্রিবিধ প্রণালীর মধ্যে অংশ সম্বন্ধে বিশেষ প্রভেদ আছে। দেশের সর্ব্বনিম্ন স্তরের দরিদ্রতম ব্যক্তির সাহায্যার্থী রাই-ফেজেন বলেন যে এবম্বিধ ব্যক্তিগণকে অর্থ প্রদানে অংশ গ্রহণ করিতে বলা প্রগল্‌ভতার পরিচায়ক। অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া কর্জ্জ লও, এই কথা নিতান্তই উপহাসাস্পদ।

শুল্‌জ্ বলেন, অংশ গ্রহণ প্রথা দ্বারাই সমিতির বিশেষ মঙ্গল

সাধিত হইবে। তাহার মতে সমিতিকে সঞ্চয়ের ভাণ্ডাররূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পরে ঋণদান কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য।

হাস মধ্যবর্ত্তী পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন। অংশ গ্রহণ তাঁহার মতে বিশেষ আপত্তিজনক নহে। তবে অংশ গ্রহণ প্রথায় তিনি সমিতির দায়িত্ব "লিমিটেড্" বা সীমাবদ্ধ করেন। রাইফেজেন প্রণালী দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, অংশ গ্রহণ প্রথা প্রচলিত না থাকিলেও সমিতি অচলা হয় না, এবং কোন অনিষ্টও ঘটে না, বরঞ্চ অংশ গ্রহণে শুল্জ্ সমিতি অনেক স্থলেই সাধারণ যৌথ ব্যবসায়ে বা ব্যাঙ্কে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি অংশ গ্রহণ প্রথা প্রচলিত থাকিলে অংশীদারগণ স্বার্থপর হয় ও অংশগত লাভের জন্য বিশেষ যত্নবান হইয়া ঋণ গ্রহীতার নিকট অধিক হারে সুদ আদায় করিতে চেষ্টা করে এবং সমিতির মূল উদ্দেশ্য পণ্ড করিয়া দেয়।

পার্থক্যের দ্বিতীয় কারণ ঋণ পরিশোধের কালনির্দ্ধারণ। রাই-ফজেন প্রণালীতে দরিদ্র ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থ ঋণ প্রদত্ত হয় বলিয়া ঋণ পরিশোধের কাল স্বল্প করা বিধেয় নহে। তাঁহার মতে এই সকল ব্যক্তি যাহাতে উপার্জ্জন করিয়া ঋণ পরিশোধ করিবার সুযোগ পায় সেইরূপ ঋণ পরিশোধের সময় নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য। ঋণ গ্রহণ করিয়া অত্যল্পকাল মধ্যে তাহা পরিশোধ করিতে বাধ্য হইলে অধমর্ণের দুর্দ্দশা পূর্ব্বাপেক্ষা ঘনীভূত হয়।

শুল্জ্ প্রণালীতে ঋণ পরিশোধের কাল সচরাচর ৩ মাস নির্দ্দিষ্ট এবং হাস এক বৎসর মধ্যে ঋণ পরিশোধ উপযুক্ত সময় বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু কার্য্যতঃ অন্য উপায়ে এই ত্রিবিধ প্রণালীই ঋণ পরিশোধ সম্বন্ধে সময়ের কতকটা আংশিক সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়াছে। রাইফেজেন প্রণালী অনুসারে ঋণ বেশী দিনের জন্য প্রদত্ত হইলে ও ঋণ গ্রহীতা কর্ত্তৃক অর্থের অপব্যবহার হইতে দেখিলে ৪ সপ্তাহের

নোটীস দিয়া উক্ত অর্থ আদায় করিয়া থাকে। শুল্‌জ্‌ সমিতি জামিন সবল থাকিলে, আবশ্যকমত প্রতি তিন মাসে ঋণ পরিশোধের কাল আরও বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। হাস সমিতিতেও আবশ্যকতা প্রতিপন্ন হইলে পরিশোধ কাল বর্দ্ধন করা হয়, সুতরাং যে কোন নিয়মে পরিচালিত সমিতি হইতে ঋণ গৃহীত হইলে ও ঋণ গ্রহীতাকে পরিশোধ কালের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না। নগরস্থ ব্যবসায়িগণ যাহারা একই অর্থ পুনঃ পুনঃ খাটাইয়া অত্যল্পকাল মধ্যে প্রচুর লভ্য সংগ্রহে সক্ষম, তাহারাই সচরাচর শুল্‌জ্‌ সমিতির পক্ষপাতী। এই জন্য নগরে বা উপনগরে এই সমিতির সংখ্যা বহুল। যে সকল কৃষক সম্প্রদায় অন্ততঃ এক বৎসরের ন্যূন সময়ে ব্যবহৃত অর্থের ফল হস্তগত করিতে পারে না তাহারাই রাইফেজেন প্রণালীর পক্ষপাতী।

তৃতীয় পার্থক্যের বিষয় কার্য্যক্ষেত্র। রাইফেজেন সমিতির কার্য্য ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ ও স্বল্পপরিসর। শুল্‌জ্‌ সমিতির কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত। উহা ঋণ গ্রহীতার বাসস্থানের দূরত্বাদূরত্বের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া কেবল তাহাদের জামিনের উৎকর্ষাপকর্ষের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। রাইফেজেন প্রবর্ত্তিত সমিতি সীমাবদ্ধ, ক্ষুদ্র পল্লীতে বা স্বল্প পরিধি বিশিষ্ট গ্রামে কার্য্যক্ষেত্র নির্দ্ধারিত করিয়া বিশেষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করিয়াছে। ইহাতে সভ্যগণ পরস্পরের অবস্থা সম্যকরূপে অবগত হইতে পারে ও পরস্পরের কার্য্য প্রণালী সতত অনুধাবন ও অনুসন্ধান করিতে পারে, এবং ইহাতে পরস্পর পরস্পরের সহানুভূতি, শুভাশুভ কার্য্যে সহায়তা, চরিত্র সংশোধন, সামাজিক, সাংসারিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন করিতে পারে। শুল্‌জের প্রবর্ত্তিত সমিতির কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত হওয়ায় সভ্যগণের মধ্যে উক্ত গুণ সমূহ পরিলক্ষিত হয় না এবং সমিতি ক্রমে কেবল স্বার্থচিন্তায় একটী ব্যবসায়ে পরিণত হইয়া যায়।

সমিতির গঠন প্রণালীতেও উপরোক্ত ত্রিবিধ প্রণালীর বিশেষ

প্রভেদ লক্ষিত হয়। জার্ম্মেণীর যাবতীয় রাইফেজেনসমিতি নিউড্ নগরস্থিত সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ও সেণ্ট্রাল ইউনিয়নের সহিত সংশ্লিষ্ট। এই জন্য এই সম্প্রদায়ের নেতাগণ এতজ্জাতীয় সমিতির যাবতীয় কার্য্যাবলীর ত্রুটী সংশোধনে ও ইহার শাসন সংরক্ষণে সমর্থ হয়। সংযুক্ত পল্লীসমিতি এই প্রণালীর মূল নীতির বিন্দুমাত্রও ব্যতিক্রম করিলে, সেই সমিতির প্রতিপত্তি লোপ ও সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের রেজিষ্টারী হইতে উহার নাম তুলিয়া দেওয়া হয়, এবং এই সমিতিকে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক হইতে আর অর্থ সাহায্য করা হয় না। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের সহিত সংযুক্ত পল্লী সমিতিতে আবশ্যক মত অর্থ বিভাগ করিয়া দিবার জন্য এক্ষণে জার্ম্মেণীতে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের অধীন আরও দ্বাদশটী প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

হাস সম্প্রদায়ের ২৩টী প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত আছে, এবং অতি অল্পদিন হইল ঐ গুলি একটী সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই প্রাদেশিক ব্যাঙ্কগুলি যদিও এখন সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের সহিত মিলিত, তথাপি ইহারা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের নিরপেক্ষতায় আপন আপন কার্য্য নির্ব্বাহে সক্ষম। রাইফেজেন প্রণালী অনুসারে স্থাপিত সমিতিগুলি যেরূপ সর্ব্বতোভাবে উহাদের কেন্দ্রস্থ ব্যাঙ্কের শাসনাধীন, সেইরূপ এইগুলি ইহাদের সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের শাসনাধীন নহে। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক কেবল উক্ত ২৩টী ব্যাঙ্কের সঞ্চিত অর্থের আদান প্রদান ও হিসাব নিকাশ করে। হাস সমিতিগুলি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের শাসনাধীন না থাকায় তাহাদের মূল নিয়মের অনেক ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।

শুল্‌জ্ প্রতিষ্ঠিত সমিতি কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যাঙ্কের সহিত আদান প্রদান না রাখিয়া আপনাদের সুবিধা অনুসারে যে কোন ব্যাঙ্কের সহিত আদান প্রদান করে। এই সকল সাধারণ ব্যাঙ্কের সহিত সমিতির আভ্যন্তরিক কার্য্যাবলীর কোন সম্পর্ক নাই।

পরিদর্শনে এবং ক্রটী সংশোধনে হাস সমিতি অপর সমিতিদ্বয়কে অনেক অংশে পরাভূত করিয়াছে। ডার্ম্মষ্টাড্ নগরে পরিদর্শকও সর্ব্ব-সাধারণকে সমিতির কার্য্য শিক্ষা দিবার জন্য একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বৎসরান্তে ভিন্ন ভিন্ন সমিতি, ডার্ম্মষ্টাড্ নগরে স্থাপিত উক্ত বিদ্যালয়ে আপন আপন হিসাব পত্র সহ বার্ষিক কার্য্যবিবরণী প্রেরণ করিয়া থাকে, এবং উহা পরীক্ষিত ও আবশ্যকমত সংশোধিত হইয়া পরিদর্শন মন্তব্য সহ পুনঃ প্রেরিত হয়। উক্ত বিদ্যালয় সমিতিগুলির কার্য্যপ্রণালীর প্রতি ও উহাদের আর্থিক অবস্থার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখে।

রাইফেজেন সম্প্রদায় মধ্যে প্রত্যেক সমিতির হিসাব নিকাশ ও কার্য্যপ্রণালী পরিদর্শন করিবার নিমিত্ত একদল ভ্রমণকারী পরিদর্শক নিযুক্ত আছেন। উহারা প্রতি দুই বৎসরে অন্ততঃ একবার করিয়া প্রত্যেক সমিতি পরিদর্শন করিয়া থাকেন।

শুল্জ্ সম্প্রদায়ে রীতিমত পরিদর্শন প্রথা নাই। সমিতিগুলি আপনাদের কার্য্য আপনারাই পরীক্ষা করিয়া থাকে।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে মিঃ গুরলে জার্ম্মেনীর রাইফেজেন ও হাস্ প্রণালী পরিচালিত দুইটী সমিতি পরিদর্শন করিয়াছিলেন। এই সকল প্রণালীর কার্য্য প্রণালী সহজে বুঝিবার জন্য উহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

রাইফেজেন প্রবর্ত্তিত সমিতিটী রাইন নদীর তীরবর্ত্তী উইসেন্থার্গ গ্রামে অবস্থিত। উহা ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ১৫০০ মার্ক (মার্ক ৬০) মূলধনে প্রথম স্থাপিত হয়; এইক্ষণে উহা ৫০০ ০০০ মার্ক পর্য্যন্ত ঋণ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং উহার সংরক্ষিত ভাণ্ডারে বা রিজার্ভ ফণ্ডে ৭২০০০ মার্ক ও ঋণ পরিশোধের ভাণ্ডারে ৪৫০০০ মার্ক সঞ্চিত আছে। ১৯০৩সালে এই সমিতি ১৭০০০০০ মার্কের আদান

প্রদান করিয়াছে। এক ব্যক্তিকে জাহাজ ক্রয়ের জন্য ২৭০০০ মার্ক শতকরা ৪½ মার্ক সুদে ও দশ বৎসরের কিস্তিবন্দীতে ঋণ প্রদত্ত হইয়াছিল। ঋণ গ্রহীতা জাহাজ পরিচালনের লভ্যাংশ হইতে ইতি মধ্যেই ঋণের অধিকাংশ পরিশোধ করিয়াছে।

সমিতিতে অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া সভ্যগণকে শতকরা ৫ মার্ক হিসাবে ও অপরাপর লোককে শত করা ৩½ মার্ক হিসাবে সুদ প্রদত্ত হয়। সভ্যগণ সমিতি হইতে শতকরা ৪½ মার্ক সুদে অর্থ কর্জ্জ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সমিতির লভ্যের টাকা প্রথমতঃ সেভিং ব্যাঙ্কের হিসাবে জমা করা হয়, পরে সেক্রেটরী সভ্যগণের ব্যক্তিগত প্রাপ্য হিসাবে (খতিয়ান) জমা করেন। ইহাতে সভ্যগণের সুদ ও মূল অর্থ প্রত্যর্পণ করিতে কোন বিভ্রাট হয় না।

সেক্রেটরী মোট ৭ খানি রেজিষ্টরী রাখিয়া থাকেন। (১) সাধারণ সভার কার্য্যবিবরণ (২) কার্য্য নির্ব্বাহক সভার কার্য্য বিবরণ (৩) পরিদর্শক সভার কার্য্য বিবরণ (৪) ব্যক্তিগত হিসাব (খতিয়ান) (৫) সেভিং ব্যাঙ্ক বা লভ্যাংশের হিসাব (৬) ও (৭) দুইখানি সাধারণ হিসাব। কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সভ্যগণ সকলেই বিশেষ উৎসাহ ও যত্ন সহকারে নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন, এবং সকল সভ্যই সাধারণ সভায় যোগদান করিয়া থাকেন। অসীম দায়িত্ব প্রথাই যে উন্নতির প্রধান সোপান ইহা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন এবং তজ্জন্য কেহই সমিতির কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনে কোন প্রকার অবহেলা করেন না। সভ্য গ্রহণ ও বিশেষ বিবেচনা সহকারে হইয়া থাকে। সমিতির সেক্রেটরী একজন বর্দ্ধিষ্ণু কৃষক, তিনি উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত না হইলেও যে সামান্য রূপ লেখাপড়া জানেন তাহাতেই সমিতির যাবতীয় হিসাব পত্রের ও লেখাপড়ার কার্য্য স্বহস্তে বিশেষ পারদর্শিতার সহিত নির্ব্বাহ করেন।

হাস প্রবর্ত্তিত সমিতিটী ডার্ম্মষ্টাড্ নগরের নিকটবর্ত্তী অর্ব্বাক্ গ্রামে ২১ বৎসর হইল স্থাপিত হইয়াছে। এক্ষণে উহার সভ্য সংখ্যা ১৬০ জন, এবং উহার ৫০০০০০ মার্ক পর্য্যন্ত ঋণ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা আছে। সমিতি হইতে সাধারণতঃ প্রত্যেক সভ্য ৩০০০ মার্ক পর্য্যন্ত কর্জ্জ পাইতে পারেন, তবে বেশী প্রতিভূ হইলে, অর্থাৎ দুই জনের স্থলে ৪ জন জামিন দিতে পারিলে উহার দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থও কর্জ্জ পাইতে পারেন। সমিতির প্রেসিডেণ্ট একজন স্থানীয় বর্গমাষ্টার বা মণ্ডল, এবং সেক্রেটরী তত্রত্য স্কুলের হেডমাষ্টার। তাঁহাদের স্থানীয় অবস্থা এবং লোক চরিত্র বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান থাকায় কার্য্যে কোনরূপ গোলযোগ ঘটিতে পারে না। ডাইরেক্টার সভার নির্ব্বাচিত ৯ জন সভ্য দ্বারা সকল কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। সচরাচর বৎসরে ৪ বার ডাইরেক্টর সভার অধিবেশন হয়, উহাতে হিসাব পত্র এবং ঋণ গ্রহীতাগণের প্রতিভূর তালিকা পর্য্যালোচিত হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত বিশেষ বিশেষ ঋণ দানের নিমিত্ত অন্যান্য সময়ে ও ডাইরেক্টর সভা আহুত হইয়া থাকে। সভ্যগণের প্রতিভূর তালিকায় বর্ণমালা অনুসারে তাহাদের নাম এবং প্রত্যেককে কি পরিমাণ ঋণ প্রদান করিতে পারা যায় তাহা লিখিত আছে। প্রতি মাসে সেক্রেটরী মাসিক হিসাব প্রস্তুত করিয়া পরীক্ষার নিমিত্ত তাহা প্রেসিডেণ্টের নিকট উপস্থিত করিয়া থাকেন।

সভার কার্য্য বিবরণ বহি ব্যতীত নিম্নলিখিত আরও কয়েকটী বহি রক্ষিত হয়। (১) সভ্যগণের তালিকা—একটী তালিকা বর্ণমালা অনুসারে এবং আর একটী সভ্যগণের সমিতিতে যোগদানের তারিখ অনুসারে লিখিত। ইহাতে ডাইরেক্টর সভার প্রেসিডেণ্ট কার্য্যনির্ব্বাহক সভার প্রেসিডেণ্ট এবং সেক্রেটরীর নাম ও পারিশ্রমিকের পরিমাণও লিখিত আছে। ডাইরেক্টর সভার প্রেসিডেণ্ট ৫০ মার্ক, কার্য্য নির্ব্বাহক সভার প্রেসিডেণ্ট ২০০ মার্ক এবং সেক্রেটরী ৮০০

মার্ক হিসাবে পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। (২) আয়-ব্যয়ের বহি। ইহা দৃষ্টে সমিতির সভ্যগণ যে অবস্থাপন্ন কৃষক তদ্বিষয়ে গুর্‌লে মহোদয়ের প্রতীতি জন্মিয়াছে। (৩) সেভিং ব্যাঙ্কের বহি। ইহার হিসাব দৃষ্টে গুর্‌লে মহোদয় উপলব্ধি করিয়াছেন যে, সভ্যগণ তাহাদের গচ্ছিত অর্থের বাবদ ২০০০ মার্ক পর্য্যন্ত শতকরা ৪ মার্ক হারে এবং তদূর্দ্ধ অর্থের জন্য ৩২ মার্ক হারে সুদ পাইয়া থাকেন। (৪) নগদ এবং হুণ্ডীর হিসাব। ইহা সমিতির বুদ্ধিমত্তার বিশেষ পরিচায়ক। (৫) ঋণগ্রহীতা এবং প্রতিভূব্যক্তির তালিকা ও সূচীপত্র। এই খানি ও বর্ণমালা অনুসারে লিখিত এবং ইহা দ্বারা বিনা আয়াসে ঋণ-গ্রহীতা এবং তাহাদের প্রতিভূগণের অবস্থা সম্যক প্রত্যক্ষ হয়।

সপ্তম অধ্যায়।

ইতিবৃত্ত (ইটালী)।

পূর্ব্ব-গৌরববিচ্যুত ইটালীর অবস্থার সহিত এদেশের অবস্থার *সৌসাদৃশ্য থাকায় সেদেশে ঋণদান প্রণালী যেভাবে গৃহীত হইয়া* উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে তাহার ইতিবৃত্ত প্রকৃতই শিক্ষা-প্রদ বলিয়া উহার সবিস্তার বর্ণনা করা হইল। জার্ম্মেণীর মূল প্রণালীর অনুকরণ হইলেও ইটালীতে ইহা অনেক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে।

কুসীদজীবী গণের অত্যাচার প্রপীড়িত ইটালীর দুর্দ্দশা পরিদর্শনে লুজ্জাতী নামক এক মহাত্মা দেশ, কাল ও অবস্থার অনুরূপে ব্যাঙ্কি পপুলারী নামক পরস্পর সহায়তায় ঋণদান প্রণালী প্রচলিত করেন।

অসীম দায়িত্ব প্রথা ইটালীর পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, ইহা লুজ্জাতী মহোদয় পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এবং তজ্জন্য তিনি সীমাবদ্ধ দায়িত্ব প্রথাই অবলম্বন করেন। *অসীম দায়িত্ব প্রথা কাহাকে

বলে লোকে তাহা বুঝিত না। যাঁহারা বুঝিতেন তাঁহারাও নিম্নশ্রেণীস্থ অজ্ঞ দরিদ্রলোকের সহিত সম্মিলিত হইয়া অসীম দায়ীত্ব প্রথা গ্রহণে নিতান্তই অনিচ্ছুক ছিলেন। এদিকে আবার নিম্নশ্রেণীস্থ লোকের মধ্যে পরস্পর বিশ্বাস এবং ব্যবসায় বুদ্ধি না থাকায় তাহারা সমবেত প্রণালীতে কার্য্য করিতে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। এরূপ অবস্থায় এই উভয় সম্প্রদায়ের লোক লইয়া অসীম দায়িত্ব প্রথা প্রচলন কোন প্রকারেই শ্রেয়স্কর বোধ হয় নাই।

সমিতির মূলধন সংগ্রহে লুজ্জাতী মহোদয় বিশেষ নূতনত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। শুলজ্ সভ্যদিগকে অংশক্রয়ে বাধ্য করিতে এবং রাইফেজেন সভ্যদিগের যৌথ জামিনীতে বাহির হইতে ঋণগ্রহণে সমিতির মূলধন সংগ্রহ করেন। লুজ্জাতী মহোদয়ের প্রবর্ত্তিত প্রণালীতে সভ্যগণকে নির্দ্দিষ্ট মূল্যের একটী অংশ খরিদ করিতে হয়। সাধারণতঃ ঐ সকল অংশের মূল্য ১৬ হইতে ৩২ টাকা, এবং ঐ মূল্য ১০ দশ মাসে কিস্তিবন্দী হিসাবে দেয়। অংশের মূল্য স্বল্প এবং দায়িত্ব সীমাবদ্ধ থাকায় সভ্যেরা একাধিক অংশ খরিদ করিতে পারেন। ইহা ব্যতীত সঞ্চিত অর্থ ও গচ্ছিত রাখিয়া মূলধন পরিপুষ্ট করিয়া থাকে।

ইহা ব্যতীত লুজ্জাতী মহোদয় অর্থ সংগ্রহের জন্য আর একটী প্রথা আবিষ্কার করিয়া সমিতির ধনবানের বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছেন। সেইটী টাকা পরিশোধক অঙ্গীকার পত্রের বিনিময় প্রথা। এই অঙ্গীকার পত্র বা হুণ্ডীর বলে স্বল্প আয়াসে প্রভূত মূলধন সংগৃহীত হইয়া থাকে এবং আদান প্রদান কার্য্য ও সহজে সম্পন্ন হয়। লুজ্জাতী মহোদয় সাধুতারূপ প্রতিভূস্বজন ও তাহারই বন্ধক দ্বারা বাজারে এই সকল বিল বা হুণ্ডী মূল্যবান বিনিময় পত্রে পরিণত করিয়াছেন। সাধুতা দ্বারা বাজারে প্রতিপত্তি বা পসার স্থাপন করিতে পারিলে অর্থ সংগ্রহে কোন বিঘ্ন থাকে না। বাজারে সাধুতা দ্বারা পসার

স্থাপন করিবার জন্য লুজ্জাতী মহোদয় নিম্নলিখিত তিনটী নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়াছেন।

১। বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক সভ্য নির্ব্বাচন। যে ব্যক্তির সাধুতা সম্বন্ধে নাম মাত্রও সন্দেহ নাই, এইরূপ লোক ভিন্ন সভ্যরূপে গৃহীত হয় না, কারণ এইরূপ লোকের জন্য জামিন হইতেও কোন আশঙ্কা নাই।

২। দেনা পাওনার সংক্ষিপ্ত হিসাব প্রকাশ। স্বল্পকাল মধ্যে পুনঃ পুনঃ দেনা পাওনার যথার্থ ও সংক্ষিপ্ত হিসাব সাধারণে প্রকাশ করা হয়, তজ্জন্য সমিতির আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

৩। স্বায়ত্ব শাসন প্রণালী। সভ্যগণের স্বার্থ সম্পূর্ণ সংরক্ষণার্থ সভ্যগণ দ্বারাই সমিতির যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। সমিতির উন্নতিতে পরস্পরের স্বার্থ সমান থাকায় সমিতির সকল কার্য্য বিনা পারিশ্রমিকে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে, এই জন্যই সমিতি বাজারে প্রবল প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। সুতরাং সাধারণের নিকট এইরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করায় ব্যাঙ্কী সমূহ দ্রুত গতিতে সংখ্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

প্রথম অবস্থায় মহাত্মা লুজ্জাতী ইটালীর কোন বিদ্যালয়ে সামান্য বেতনে অর্থনীতি শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। দেশের দুরবস্থা ও জর্ম্মণ প্রতিবেশী শুলজের কার্য্য প্রণালী অনুধাবন করিয়া ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ২৩ বৎসর বয়সে জনসাধারণের ব্যাঙ্ক এবং পসার বিস্তৃতি সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন, এবং সর্ব্বপ্রথম মিলান নগরে ব্যাঙ্কী পপুলারী নামক ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। মোট ২৮ পাউণ্ড মূলধনে ঐ ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে লুজ্জাতী মহোদয় অবিশ্রান্ত ভাবে দেশময় তৎপ্রবর্ত্তিত অনুষ্ঠানের কার্য্যপ্রণালী শিক্ষাদান ও তাহ

উপকারিতা জন সাধারণে প্রচার করিতে লাগিলেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের বিবরণীতে দেখা গিয়াছে যে ঐ বৎসর ঐ সকল ব্যাঙ্কী পপুলারীতে সর্ব্বমোট সভ্যসংখ্যা ১৬০০০ ছিল এবং ৭২০০০০০০ পাউণ্ড আদান প্রদান হইয়াছিল। ১৮৮৭ সালের বিবরণীতে পাওয়া যায় যে ঐ সময় মধ্যে ইটালীতে ৫৪১ টীর ও অধিক ব্যাঙ্কী স্থাপিত ছিল এবং সভ্য সংখ্যা ৩১৮৯৭৯ এর অধিক ছিল। এই সম্বন্ধে বক্তব্য যে মহাত্মা লুজ্জাতীর ব্যাঙ্কী পপুলারীর শীঘ্র প্রসার ও প্রচার কার্য্যে সুহৃদ-সমিতি নামক একটী সমিতি বিশেষ সহকারী হইয়াছিল। সুহৃদ সমিতির সভ্যগণ গৃহে গৃহে গমন করিয়া মহাত্মা লুজ্জাতীর প্রণালীর উপকারিতা ও কার্যকারিতা বুঝাইয়া দিয়া জনসাধারণকে প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

ব্যাঙ্কী পপুলারী একদিকে জনসাধারণ পরিচালিত সেভিংস ব্যাঙ্ক বা সঞ্চয় ভাণ্ডার রূপে এবং অপরদিকে দেশস্থ অর্থশালিগণের স্থাপিত যৌথ ব্যাঙ্কের অব্যবহৃত অর্থ কার্য্যকর বিষয়ে নিয়োজক, সুতরাং ইহা দ্বারা জন সাধারণ এবং মূলধনিগণ উভয়েই সমভাবে লাভবান হইতেছে।

প্রতি বৎসর সমুদয় সভ্যগণের একটী সাধারণ সভার অধিবেশন হইয়া স্কণ্টো নামক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হয়। সমিতির সমুদয় সভ্যের সংখ্যা অনুসারে ১৮ হইতে ১৪০ জন সভ্য স্কণ্টোর সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। স্কণ্টো সভা আপনার সভাপতি, ধনরক্ষক এবং হিসাব রক্ষক নির্ব্বাচন করেন। সমগ্র সমিতির মধ্যে এই তিন জনেই নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি পাইয়া থাকেন। ঋণ প্রার্থিগণের আবেদন এই স্কণ্টো সভা কর্ত্তৃক গৃহীত হয় এবং প্রার্থীকে কি পরিমাণ ঋণ প্রদত্ত হইবে তাহার পরিমাণ নিরূপিত হইয়া থাকে। ইহারা যে সময় সভ্য পদে নিযুক্ত থাকেন, সে সময় সমিতি হইতে ঋণ গ্রহণেও বঞ্চিত হন। এই সভাতে সমিতির সমুদয় সভ্যের একটী তালিকা প্রস্তুত হয়।

প্রত্যেক সভ্যের চরিত্র, অবস্থা প্রভৃতি যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় বিশেষ ভাবে অনুসন্ধানের পর এই তালিকায় সন্নিবেশিত হয় এবং প্রতি তিন মাসে উহা পুনঃ পরীক্ষিত এবং আবশ্যক মত সংশোধিত হইয়া থাকে। যদি কোন সভ্য এই তালিকার নির্দ্ধারিত পরিমাণ হইতে অতিরিক্ত অর্থ প্রার্থনা করে তবে তাহার প্রার্থনা উক্ত সভা কর্ত্তৃক পুনর্বিচারিত হয় এবং অতিরিক্ত ঋণদান সভ্যগণের অভিমত হইলে অন্যপ্রকার জামিন গ্রহণে তাহাকে ঐ অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা হয়।

উপরোক্ত সভা ব্যতীত এই সমিতির নির্ব্বাচন প্রণালী দ্বারা গঠিত একটী কার্য্য নির্ব্বাহক সভা আছে। সমিতিব মোট সভ্য সংখ্যার অনুপাতে এই সভার ও সভ্য সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই সভার সভ্যগণের স্থিতি কাল দুই বৎসর। এক সময়েই সমুদয় সভ্য নূতন হইলে কার্য্য প্রণালীর বিপর্য্যয় ঘটিতে পারে এই জন্য প্রতি বৎসর অর্দ্ধেক সভ্য মাত্র অবসর গ্রহণ করেন, এবং তাহাদের স্থলে নূতন সভ্য নির্ব্বাচিত হয়, এবং পুরাতন ও নূতন সভ্যগণ মিলিত হইয়া বর্ত্তমান বৎসরের কার্য্য সম্পাদন করেন। সমিতির দৈনন্দিন কার্য্য পরিচালন নিমিত্ত কার্য্য নির্ব্বাহক সভ্য হইতে ৩ জন অথবা ৫ জন সভ্য নিযুক্ত হয়, এবং ইহাঁরা পর্য্যায়-ক্রমে এক এক সপ্তাহের দৈনিক কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

ব্যাঙ্কী পপুলারীর উল্লেখ যোগ্য একটী লোক-হিতকর রীতির প্রচলন আছে। ইহাতে কেবল মাত্র পরোপকারার্থে বিশ্বাসের উপর ঋণদান করা হয়। প্রতিবৎসর একটী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ এই উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র ভাণ্ডারে রক্ষিত হয় এবং সাধারণ সভার অনুমতি ক্রমে এই রক্ষিত ভাণ্ডার হইতে বিশেষ দুর্দ্দশাপন্ন ব্যক্তিগণকে বিনা সুদে ব্যবসায় বা দোকান স্থাপন জন্য অর্থ কর্জ্জ দেওয়া হয়। এই প্রকার অল্প পরি-

মাণ ঋণ প্রাপ্ত হইয়া বহু লোক নিজ অবস্থার উন্নতি করতঃ ব্যাঙ্কের সভ্য শ্রেণী ভুক্ত হইতে সমর্থ হইয়াছে।

সাধারণ হিতার্থে কার্য্যতৎপরতা এই সমিতির আর একটী প্রধান গুণ। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি ও জল-প্লাবন প্রভৃতি আকস্মিক দুর্ঘটনা কালে ব্যাঙ্কী পপুলারী গভর্ণমেণ্ট বা সহৃদয় অর্থশালী ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তাহাদের প্রদত্ত সাহায্য উপযুক্তরূপে দুর্দ্দশাপন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া অনেক সময় কার্য্যতৎপরতা ও পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

ব্যাঙ্কী পপুলারী নগরবাসী, ব্যবসায়ী ও দোকানদারেরই উপযোগী। ইহা পল্লীবাসী কৃষকগণের উপকার করিতে সমর্থ হয় নাই, কারণ ইহার প্রদত্ত ঋণ স্বল্পকাল মধ্যেই পরিশোধ করিতে হয়। লুজ্জাত্তী মহোদয়ের প্রতিষ্ঠিত সমিতি পল্লীবাসী কৃষকগণের দুঃখ আপনোদনে কৃতকার্য্য না হওয়ায় তদীয় সহযোগী ডাক্তার উলেম্বার্গ রাইফেজেন প্রবর্ত্তিত কৃষি ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠায় তৎপর হন।

তৎকালে পল্লীবাসী কৃষকের ও মধ্যবিত্ত লোকের দুর্গতির পরিসীমা ছিল না। বড় বড় ভূম্যাধিকারীগণ বিদেশবাসী ছিলেন, তাহাদের কর্ম্ম-চারিরাই জমিদারী রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। প্রজার প্রতি স্বয়ং ভূম্যা-ধিকারীর মমতা থাকিতে পারে কিন্তু কর্ম্মচারীর নিকট এইরূপ মমতার আশা দুরাশা মাত্র। কর্ম্মচারীগণ অত্যন্ত কঠোরতার সহিত খাজানা ও তৎসঙ্গে নানাবিধ আবওয়াব অবাধে আদায় করিত। দেশের ভূমি দুর্ব্বল, কর্ষণযন্ত্র ও তৎপ্রণালী আদিম কালানুসৃত ও অনুন্নত, এবং উপযুক্ত সারের অভাব থাকায় ভূমি হইতে শস্য সামান্যই উৎপন্ন হইত। আবার শ্রমজীবীর দৈনিক বেতনও অতি অল্প ছিল, সুতরাং কৃষক ও শ্রমজীবীকে সর্ব্বদাই উত্তমর্ণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত। সে সময় উত্তমর্ণের প্রতি যে অত্যাচার হইত তাহা বর্ণনাতীত। ১৮৮৩

খৃষ্টাব্দে দেশের এই দুর্দ্দশার সময় চতুর্ব্বিংশতি বর্ষীয় যুবক ডাক্তার উলেম্বার্গ লোরিগিয়া নামক স্বগ্রামে একটী সমিতি স্থাপনে যত্নবান হইলেন, কিন্তু জনসাধারণ তাহাতে যোগদান করিল না। তাঁহার নিজের মুখেই প্রকাশ যে প্রস্তাবের অভিনবত্ব, লোক চরিত্রের বিশেষত্ব, পরস্পর অবিশ্বাস, হিংসা, দলাদলি, অজ্ঞতা এবং ঔদাসীন্য তাহার অনুষ্ঠানের প্রধান অন্তরায় হইয়া পদে পদে তাঁহার কার্য্যে বাধা দিতে লাগিল। সহৃদয় উলেম্বার্গ বিচলিত হইবার লোক ছিলেন না। সম্পূর্ণ সহায়হীন হইয়াও অবিশ্রান্ত পরিশ্রম সহকারে বহু গবেষণা ও তর্কবিতর্কের পর ৩২জন সভ্য ও ১২০০ পাউণ্ড মূলধন সংগ্রহে সমিতি স্থাপন করিলেন। সুখের বিষয় এই যে স্বল্পকাল মধ্যেই জনসাধারণ উহার উপকারীতা উপলব্ধি করিতে পারিল। ১৮৯২ অব্দের বিবরণী পাঠে অবগত হওয়া যায় যে ডাক্তার উলেম্বার্গ প্রচলিত প্রণালীতে ৬৬টী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল

ডাক্তার উলেম্বার্গ রাইফেজেন প্রণালীর সকল নিয়ম গুলিই তদীয় সমিতিতে গ্রহণ করিয়াছেন। কেবল রাইফেজেন প্রণালীতে ঋণপ্রদত্ত অর্থের অপব্যবহারে ৪ সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যাহারের যে বিধি আছে কেবল সেইটীই পরিত্যক্ত হইয়াছিল। ইহার ঋণ পরিশোধের কাল ' মাস নির্দ্ধারিত। ৩ মাস গতে ঋণ পরিশোধে অক্ষম হইলে ঋণ গ্রহীতাকে পুনঃ মঞ্জুরী লইতে হয়। উহার ঋণ মেয়াদি এবং ব্যবহার দোষ ঘটিলে মেয়াদ বর্দ্ধিত হইবার সম্ভাবনা নাই এই জ্ঞান সকলেরই হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকায় কেহই ঋণপ্রাপ্ত অর্থের অপব্যবহারে সাহসী হয় না।

ডাক্তার উলেম্বার্গ কেবল গ্রাম্য-ঋণ-দান-সমিতি স্থাপন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি প্যাডুয়া নগরে একটী সেণ্ট্রাল কমিটি স্থাপন করিয়াছেন। এই কমিটি বিভিন্ন সমিতির কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করেন

এবং "গ্রাম্য-ঋণ-দান-অনুষ্ঠান" নামে এক খাঁনি মাসিক পত্রিকা প্রচার করিয়া তৎসংশ্লিষ্ট সমুদয় সমিতির মাসিক আয় ব্যয় এবং অবস্থা জনসাধারণে প্রকাশ করেন।

মইঞা লুজ্জাতী সেণ্ট্রাল কমিটীর ন্যায় কোন অনুষ্ঠান এতদিন করেন নাই। তিনি এক্ষণ ইটালী রাজ্যে প্রধান মন্ত্রীরপদে প্রতিষ্ঠিত এবং গুরুতর রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেও সেণ্ট্রাল কমিটী সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি রহিয়াছে এবং সম্ভবত শীঘ্রই তিনি বিভিন্ন ব্যাঙ্কী পপুলারীর শাসন সংরক্ষণের জন্য কোন বিশেষ উপায় উদ্ভাবন করিবেন।

গুরলে মহোদয় ইটালী ভ্রমণ কালে ক্রিমিয়ার নিকটবর্ত্তী সানবার্‌-ডিনো গ্রামে লুজ্জাতীর নিয়ম পরিচালিত একটী সমিতি পরিদর্শন করিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। এই সমিতিটী দ্বাদশ বর্ষ পূর্ব্বে স্থাপিত। অধুনা ইহা বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। পশু পক্ষী ক্রয় করতঃ প্রতিপালন ও পরিপুষ্ট করিয়া বিক্রয়, দ্রাক্ষা চাষের উৎকর্ষ সাধন, কৃত্রিম সার ও নবোদ্ভাবিত কৃষি যন্ত্রাদি ক্রয় বিক্রয়ের জন্য এই সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। ইহাকে দেনা পাওনার জন্য আজ পর্য্যন্ত কখনও আদালতের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয় নাই। সেই গ্রামের বারবাগ্‌লিও নামা একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি স্বয়ং ৩০০০০০ লাইয়র মূলধন দ্বারা এই সমিতি স্থাপন করেন। এক্ষণে মূলধনের সমস্ত অর্থ পরিশোধ হইয়া সমিতির রক্ষিত ভাণ্ডারে ১১০০০ লাইয়র সঞ্চিত হইয়াছে। সমিতি হইতে সভ্যদিগকে গচ্ছিত অর্থের জন্য শতকরা ৩ লাইয়র হারে সুদ প্রদত্ত হয় এবং অর্থ কর্জ্জ দিয়া ঋণ গ্রহীতাগণের নিকট হইতে বার্ষিক শতকরা ৫ লাইয়র হারে সুদ আদায় হয়। সমিতি হইতে সভ্যগণকে সচরাচর ১০০ হইতে ২৫০ লাইয়র ঋণদান করা হয়। পূর্ব্বে ধারে কিম্বা কিস্তিবন্দী হিসাবে মূল্য দিবার চুক্তিতে ন্যায্য মূল্য

অপেক্ষা বহুগুণ বৃদ্ধি মূল্যে দ্রব্যাদি ক্রয় করিত, কিন্তু এক্ষণে সমিতির সাহায্যে ন্যায্য মূল্য দিয়া পাইকারী দরে দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া সকলেই লাভবান হইতেছে। মাসিক দুইবার করিয়া এই সমিতির কার্য্য নির্ব্বাহক সভার অধিবেশন হয় এবং প্রত্যেক সভাতেই সভ্যগণ নিয়মিত রূপে উপস্থিত থাকেন। যদি কোন সভ্য বিনা কারণে বা বিনা অনুমতিতে সভায় উপস্থিত না হন তবে তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট অর্থদণ্ড দিতে হয়।

মিলান্ নগরে মহাত্মা লুজ্জাতীর মুঃ কন্টিনিনি নামক লেপ্টেনেণ্ট্ ঐ সময়ে গুরলে মহোদয়কে শকট চালক দিগের একটী সমিতি প্রদর্শন করাইয়া তাঁহাকে বিস্মিত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে শকটচালকগণ কিস্তিবন্দী হিসাবে শকট ও অশ্ব ক্রয় করিয়া ব্যবসায় করিত। যদি কোন ক্রমে একটী নির্দ্দিষ্ট কিস্তি খিলাপ হইত তবে বিক্রেতা, শকট ও অশ্ব উভয়ই পুনরধিকার করিয়া লইত। ইহাতে অনেক সময়েই শকট চালকেরা সম্পত্তির অধিকাংশ মূল্য পরিশোধ করিয়াও সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইত। শকটচালকগণের এই প্রকার দুরবস্থা দর্শনে বিক্ষুব্ধচিত্ত মুঃ কন্টিনিনি শতকরা ৪ লাইয়র হারে বার্ষিক সুদে ২৫০০০ লাইয়র ঋণগ্রহণ দ্বারা মূলধন সৃজন ও তদ্বারা এই সমিতি গঠন করেন।

অধুনা এই সমিতি রক্ষিত তহবিলে ২২৫০ লাইয়র সঞ্চয় এবং ১০০ অশ্ব ও ১০০ শকট ক্রয় করিতে সমর্থ হইয়াছে। শকটচালকগণের অবস্থা এক্ষণ এমন উন্নত হইয়াছে যে, পূর্ব্বে যাহারা বহুকষ্টে একখানি শকট ও একটী অশ্ব নিজস্ব করিতে পারে নাই এখন তাহাদের কাহারও একখানি উৎকৃষ্ট শকট ও এক এক জোড়া অশ্বের অভাব নাই। এক ব্যক্তি সমিতির সাহায্যে ৪০ খানি শকট এবং ৫৭ টী অশ্বের অধিকারী হইয়াছে। সভ্য শ্রেণিভুক্ত কোন ব্যক্তির শকট বা অশ্বের প্রয়োজন হইলে সমিতি তাহাকে উপযুক্ত কর্জ্জদান করে। সভ্যকে

শকট ও অশ্বের মূল্যের উপর বার্ষিক শত করা ৫ লাইয়র হারে সুদ হিসাবে সমস্ত অর্থের জন্য ৬ মাস ম্যাদে একখানি প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিয়া দিয়া প্রতি সপ্তাহে ৭ লাইয়র করিয়া ঋণ পরিশোধ করিতে হয়। ৬ মাস এইরূপে শেষ হইয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহার জন্য পুনরায় ৬ মাস ম্যাদে প্রতিজ্ঞা পত্র পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে হয় এবং যতদিনে সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ না হয় ততদিন পর্য্যায়ক্রমে পূর্ব্বোক্ত নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়। পরস্পর বিশেষ ভাবে পরিচিত না হইলে কোন শকট চালক সমিতির সভ্যরূপে গৃহীত হয় না।

জার্ম্মেণী পরস্পর সহায়তাকারী প্রণালীর জন্মভূমি। কিন্তু ইহা যে ইটালীর মৃত্তিকায় রোপিত হইয়া অচিরে সুফল প্রদান করিয়াছে, লুজ্জাত্তী মহোদয়ের ব্যাঙ্কী পপুলারী বা পল্লী সমিতি তাহাব জলন্ত দৃষ্টান্ত।

ইটালীর তাৎকালীক অবস্থা অতিশয় শোচনীয় ছিল। ইতিহাস-কীর্ত্তিত পূর্ব্বগৌরববিচ্যুত, বহুকাল যাবত পরজাতিপীড়িত, দরিদ্র এবং গুরুতরঋণভারাক্রান্ত ইটালীর অধিবাসীগণ অনিচ্ছা সত্বেও রাজাদেশে যুদ্ধকালে সৈন্যদলে কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়া জীবন্মৃত অবস্থায় বাস করিতেছিল। অশিক্ষিত, সর্ব্ব বিষয়ে সন্ধিগ্ধচিত্ত, পূর্ব্ব প্রচলিত প্রথার পরিবর্ত্তন দর্শনে বিপদাশঙ্কিত ইটালীবাসী সহসা চলিত রীতির কোন প্রকার পরিবর্ত্তনের উদ্যোগ দেখিলেই ভীত ও বিচলিত হইত। অধিবাসীগণের মধ্যে অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর কৃষি-জীবী বা শ্রমজীবী ছিল। সে সময় ব্যাঙ্ক বা বাণিজ্য বিষয়ক শিক্ষা একেবারেই প্রচলিত ছিল না। ইটালীর সে সময়ের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে পরস্পরসাহায্যদানসমিতি সৃজন অসম্ভব প্রতিপন্ন হইবারই কথা। এইরূপ অসম্ভব ব্যাপারকে কতিপয় মহাপুরুষ সম্ভবপর করিয়া চিন্তাশীল কার্লাইলের "সর্ব্বপ্রকার মহৎ কার্য্যই প্রারম্ভে অসম্ভব বোধ হয়" এই উক্তির সত্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

পূর্ব্বে অপ্রতিহত ভাবে উচ্চহারে সুদ প্রচলিত থাকায় জনসাধারণ নিতান্ত ঘৃণিত অবস্থায় পতিত হইয়াছিল। এক্ষণে এই কল্যাণকর ঋণ দান ব্যবস্থায় দেশের আমূল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে। পাষাণ হৃদয় কুষিদজীবী দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। যে স্থানে কাসা বা পল্লীসমিতি স্থাপিত হইয়াছে তাহার চতুর্দ্দিকস্থ জনসাধারণের হৃদয়ে নৈতীক ও বিষয়বুদ্ধির শক্তি প্রতিভাত হইয়াছে। প্রতিবেশীর জীবনের উন্নত আদর্শ ও সাংসারিক উন্নতাবস্থার দৃষ্টান্তে হীনচরিত্র ও মাদকসেবীগণ নিজ নিজ চরিত্র সংশোধন করিয়া সম্ভ্রান্ত সভ্যশ্রেণীতে পরিগৃহীত হইয়াছে। ঋণ দান সম্বন্ধীয় তালিকায় দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে ঐ অর্থ কত প্রকার ফলপ্রদ বিষয়ে নিয়োজিত হইয়া তাহার কত সুফল উৎপাদন করিয়াছে। হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, ও পরদুঃখে আনন্দানুভব তিরোহিত হইয়াছে এবং তাহার পরিবর্ত্তে লোকের হৃদয়ে স্নেহ, সহানুভূতি, প্রীতিবন্ধন, সৎপরামর্শদান, পরোপকারীতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের উদ্রেক হইয়াছে।

সর্ব্বতোভাবে বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন দেশে শুল্‌জ ও রাইফেজেন প্রতিষ্ঠিত ঋণদান প্রণালী প্রবর্ত্তন যে দুঃসাধ্য নহে তাহা এই কয়েকটী উন্নত-হৃদয় স্বদেশানুরাগী মহানুভব ব্যক্তি দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। স্বদেশবাসীদিগের হিতসাধনে তাঁহাদের আসাধারণ চেষ্টা, অসীম উদ্যম, জীবনব্যাপী উৎসাহ ও অপরিমেয় অধ্যবসায়, ইটালীতে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে।

* ইটালীর তদানিন্তন গভর্ণমেণ্ট এই লোক হিতকর কার্য্যে কোন প্রকার সাহায্য করেন নাই, বরঞ্চ সমিতির নিকট হইতে ষ্ট্যাম্প ফি ইন্‌কম্‌ট্যাক্স প্রভৃতি আদায় করিয়া কঠোরতার পরিচয় দিয়াছেন।

অষ্টম অধ্যায়।

ইতিবৃত্ত (ইজিপ্ট)।

ইজিপ্টে প্রবর্ত্তিত কৃষিব্যাঙ্ক পরস্পরসহায়তায়ঋণদানসমিতির নিয়মে স্থাপিত না হইলেও তদ্দেশীয় ঋণগ্রহীতা কৃষকের সহিত এতদ্দেশীয় কৃষকগণের অবস্থাগত সাদৃশ্য থাকায় উহা আলোচ্য। উহা আমাদের দেশের তাগাবী গ্রাণ্টেরই প্রকারান্তর; তাহা হইতে কিছু বিশদ এবং উন্নত প্রণালী সম্মত। তাগাবী গ্রাণ্টের তুল্য ইজিপ্টে প্রদত্ত ঋণ, ফলপ্রদ কার্য্যে নিয়োগ এবং ঋণগ্রহীতার মিতব্যয়ীতা সম্বন্ধে শিক্ষা বা উৎসাহ প্রদানের কোন ব্যবস্থা নাই। আত্মনির্ভর, আত্মবিশ্বাস প্রভৃতি সদগুণের পরিপোষণ করা দূরে থাকুক এই সকল কৃষিব্যাঙ্কে লোককে আরও গভর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী করে।

গভর্ণমেণ্ট তথাকার কৃষিব্যাঙ্কের মূলধনের উপর শতকরা ৩৲ হিসাবে সুদ প্রদানের দায়ীত্ব গ্রহণ করিয়াছেন এবং ঋণ প্রদত্ত অর্থ সুদসহ কিস্তিবন্দী হিসাবে গবর্ণমেণ্ট নিজ কর্ম্মচারী দ্বারা আদায় করিয়া দেন। গভর্ণমেণ্ট এইরূপ দায়ীত্ব গ্রহণ করায় বহুল পরিমাণে মূলধন সংগৃহীত হইয়াছে। ঋণদানের হিসাব রক্ষা ও তৎসংশ্লিষ্ট অপরাপর কার্য্য ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত কতকগুলি বৃটীষ ইন্‌স্পেক্টার আছেন; তাঁহারা কার্য্য পরিদর্শন করেন এবং কৃষক-দিগকে ঋণ গ্রহণে উৎসাহিত করেন। ঋণপ্রার্থী রাইয়তকে মুদ্রিত ফারমে নিজ পরিচয়, তাহার হোল্ডিং বা জোতের জমি ও খাজানার পরিমাণ প্রভৃতি লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রামস্থ ওমদা বা মাতব্বরের নিকট আবেদন করিতে হয়। ওমদা আবেদনকারীর চরিত্র ও বিত্ত সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় পূর্ব্বোক্ত আবেদন পত্রে লিপিবদ্ধ এবং তাহাতে আবেদনকারীর উত্তরাধিকারী ও সরিকগণের সম্মতিসূচক

স্বাক্ষর গ্রহণ করিয়া গ্রাম্য সেটেল্‌মেণ্ট কর্ম্মচারী বা সারাকের নিকট প্রদান করে। সারাক সেটেল্‌মেণ্টের কাগজ পত্র হইতে আবেদনকারীর জোত সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া ডাকযোগে জেলার কালেক্টরের নিকট প্রেরণ করেন এবং তিনি উহা ব্যাঙ্কের স্থানীয় এজেণ্টকে প্রদান করেন। স্থানীয় এজেণ্ট রেজেষ্টারী আফিসে আবেদনকারীর সম্পত্তি কোথাও বন্ধক আছে কিনা অনুসন্ধান করিয়া নিজ মতামত সহ ব্যাঙ্কে প্রেরণ করেন। তখন ঋণ দান ব্যাঙ্কের অভিপ্রেত হইলে ঋণগ্রহণ পত্র প্রস্তুত হয়। পরে রেজেষ্টরী আফিসের সুবিধা অনুসারে দলিল রেজেষ্টারী ও ঋণপ্রদানের স্থান ও সময় নির্দ্ধারিত ও বিজ্ঞাপিত হয়। নির্দ্ধারিত দিনে, নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাইয়তগণ, ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারী রেজিষ্ট্রার ও পরিদর্শন কর্ম্মচারী সমবেত হইয়া দলিল সম্পাদনে ঋণের অর্থ অর্পণ করতঃ রেজিষ্টারী কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন।

আদায় প্রণালী—স্থানীয় কর্ম্মচারীগণ প্রতি বৎসর আগষ্ট মাসে ঋণ গ্রহণকারীর নিকট হইতে প্রাপ্য সুদসহ কিস্তিবন্দীর টাকার একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়া তাহা গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগের কর্ম্মচারীর নিকট প্রেরণ করেন। রাজস্ব বিভাগ উহা কালেক্টরকে এবং তিনি উহা ওমদাকে দেন। সারাকগণ রাজস্ব আদায়ের সময় আদায়ী অর্থ হইতে প্রথমতঃ ব্যাঙ্কের প্রাপ্য উশুল দিয়া পরে বক্রী অর্থ রাজস্ব হিসাবে জমা করেন। রাজস্ব অনাদায় থাকিলে গভর্ণমেণ্ট নিজ শক্তি পরিচালন করেন। সারাককে ব্যাঙ্ক পক্ষে অর্থ আদায়ের জন্য ব্যাঙ্ক হইতে শতকরা অর্দ্ধ মুদ্রা হারে কমিশন প্রদত্ত হয়।

ব্যাঙ্ক প্রদত্ত ঋণ সাধারণতঃ দুইটী শ্রেণীভুক্ত। একটী ১৫ মাসের পরিশোধচুক্তিবিশিষ্ট এবং অপরটী ১০ বৎসরের পরিশোধচুক্তি বিশিষ্ট। সমর্থ হইলে অধমর্ণ উহা চুক্তি কালের পূর্ব্বেও পরিশোধ করিতে

পারে। প্রথম শ্রেণীর ঋণের হার শতকরা ৬ মুদ্রা। দ্বিতীয় শ্রেণীর ঋণের উপর শতকরা ৯ হিসাবে সুদ ধার্য্য হয় এবং ঋণীকে প্রতিবৎসর সুদ ও ঋণের ১/১০ অংশ পরিশোধ করিতে হয়।

ইজিপ্ট প্রদেশে কুষিদজীবীরা সচরাচর শতকরা ১৫ মুদ্রা হারে সুদ গ্রহণ করে। ব্যাঙ্ক দ্বারা এই প্রকারে কুষিদজীবীগণ ঋণদান ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়াতে দলবদ্ধ হইয়া প্রতিহিংসার্থে ইজিপ্টের প্রধান পণ্য তুলার দর প্রচুর পরিমাণে কমাইয়া দিয়াছে। রাইয়তগণ তুলা প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয় দ্বারা ঋণ পরিশোধের ও খাজানা প্রদানের অর্থ সংগ্রহ করে। তৎকালে তাহাদিগের দ্রব্যাদি উক্ত কুষিদজীবীগণের নির্দ্ধারিত স্বল্প মূল্যে বিক্রয় ভিন্ন উপায়ান্তর নাই।

রাইয়তগণ যাহাতে কুষিদজীবীগণের উৎপীড়নে স্বল্পমূল্যে তাহাদিগের কৃষিজাত দ্রব্যাদি বিক্রয়ে বাধ্য হইয়া ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তজ্জন্য ব্যাঙ্ক স্থানে স্থানে মালের গুদাম স্থাপিত করিয়াছে। রাইয়তগণ স্বীয় স্বীয় দ্রব্যাদির যথার্থ মূল্য না পাইলে ব্যাঙ্কের ঋণ পরিশোধের অর্থ প্রদানের পরিবর্ত্তে প্রতিভূ স্বরূপ এই সকল গুদামে তাহাদের কৃষিজাত দ্রব্যাদি গচ্ছিত করে। ব্যাঙ্ক সেই সময়ের প্রচলিত মূল্যের উপর শতকরা ৭৫ হারে উক্ত গচ্ছিত দ্রব্যের মূল্য নিরূপণ করিয়া থাকেন। সে সময় উহারা এইরূপে সামগ্রী গচ্ছিত রাখিয়া পরে সময় মত তাহাদিগের দ্রব্যাদি যথার্থ মূল্যে বিক্রয় করিতে সমর্থ হয়। আশা করা যায় ইহা দ্বারা অচিরে রাইয়তগণ নীচপ্রবৃত্তিকুষিদজীবীগণের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবে।

মিঃ গুরলে ইজিপ্ট প্রদেশস্থ ব্যাঙ্ক প্রদর্শন করিয়াছেন এবং উহা ইজিপ্টের অশেষ উন্নতি সাধনে সমর্থ হইয়াছে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ইজিপ্টের কৃষিব্যাঙ্ক ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম স্থাপিত হইয়া সেই বৎসরেই ২৪৫০ ব্যক্তিকে ২১৫০০ পাউণ্ড ঋণ

প্রদানে সক্ষম হইয়াছিল। ১৯০৩ সালে ৭৮৯১১ টী ঋণ প্রদত্ত হইয়াছে। ১৯০৪ সালে ব্যাঙ্কের তহবিলে ৫০০০০০০ পাউণ্ড মূলধন দৃষ্ট হয়।

নবম অধ্যায়।

ইতিবৃত্ত (মান্দ্রাজ)।

দেশে একতা, আত্মবিশ্বাস, আত্মনির্ভর প্রভৃতি সদগুণের অভাব ও কোন অভিনব বিষয়ে জনসাধারণের অনুৎসাহ লক্ষ্য করিয়া অনেকে মনে করিতে পারেন এদেশে সমবেতসাহায্যমণ্ডলী সৃজন অসম্ভব। কিন্তু যাহারা ভারতের মান্দ্রাজ অঞ্চলের "নিধি" নামক সমিতি গুলির বিষয় অবগত আছেন তাহারা এরূপ ভাবিবেন না।

পরস্পর সাহায্য দানের জন্য মান্দ্রাজ অঞ্চলে কতকগুলি সমিতি আছে। ঐ সমিতি গুলি নিধি নামে অভিহিত। কতকগুলি লোক একত্রিত হইয়া একটি সমিতি গঠন করে এবং আইনানুসারে উহা রেজিষ্টরী করা হয়। সমিতির সভ্যগণকে একটী নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত মাসিক চাঁদা প্রদান করিতে হয়। এই নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইলে সমিতি তুলিয়া দেওয়া হয় এবং সমিতির লভ্যাংশ সভ্যগণ তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া লন। সমিতি যত কাল স্থায়ী হয়, সেই সময় মধ্যে সভ্যগণ সমিতি হইতে অর্থ কর্জ্জ পাইয়া থাকেন। এই কর্জ্জ গৃহীত অর্থ সুদ সমেত মাসিক নিয়মে পরিশোধ করিতে হয়।

ইহার ঐতিহাসিক তথ্য পর্য্যালোচনায় জানা যায় যে মান্দ্রাজ প্রদেশস্থ "কুত্তচিৎ" প্রণালী অবলম্বনে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরস্পর বিশ্বাস, একতা এবং সাধুতা কুত্তচিৎপ্রণালীর মূল ভিত্তি। কুত্তচিৎপ্রণালীর বহুল বিস্তার দেখিয়া প্রতীয়মান হয় যে মান্দ্রাজবাসীর

মধ্যে বিশ্বাস, একতা ও সাধুতার বিশেষ অভাব নাই ; ইহা মান্দ্রাজ বাসীর পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। কুত্তচিতের কার্য্যপ্রণালী এইরূপ। কয়েকজন লোক, যেমন ৫০ জন ব্যক্তি ঐক্য হইয়া প্রত্যেক মাসে ১৲ করিয়া ৫০ মাস পর্য্যন্ত চাঁদা দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। মাসিক সংগৃহীত অর্থ দ্বারা স্থর্ত্তী খেলার নিয়মানুসারে গুটিকাপাত করা হয়। গুটিকাপাতে অর্থ যাহার প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হয় তাহাকেই উক্ত ৫০৲ টাকা প্রদত্ত হয়। এই প্রকার ক্রমান্বয়ে সাহায্যপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম রহিতে ৫০ মাস স্থর্ত্তী খেলা হয় এবং মাসিক ১৲ হিসাবে দিয়া ৫০ মাসে ৫০ জনে প্রত্যেকেই ৫০৲ টাকা প্রাপ্ত হইলেই মণ্ডলীর কার্য্য সমাপ্ত হয়। স্থর্ত্তী খেলার কিঞ্চিৎ সংস্পর্শ থাকিলেও ইহা দ্বারা কেবল কোন্ ব্যক্তি অগ্রে এবং কোন্ ব্যক্তি পরে সাহায্য পাইবে তাহাই নির্দ্ধারিত হয়। এক একটী করিয়া ৫০৲ টাকা সঞ্চয় করিতে বহু দিন লাগিত, কিন্তু কুত্তচিৎ প্রণালী দ্বারা প্রত্যেকেই উক্ত পরিমাণ অর্থ এক কালীন প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয়, এবং তদ্দ্বারা আবশ্যক মত ভূমি খরিদ, গৃহ নির্ম্মাণ, বিপনি সংস্থাপন প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়।

ইহার দ্বিতীয় অবস্থা—প্রবর্ত্তকগণ নিজেরা বিশেষরূপে লাভবান হইতে সমুৎসুক হইয়া ক্রমশঃ স্থর্ত্তী খেলার নিয়ম পরিহার পূর্ব্বক নীলামের অবতারণা করিলেন। সাহায্য প্রার্থীর মধ্যে যে মাসে যাহার ডাক্ সর্ব্বাপেক্ষা কম হয়, সেই মাসে সেই ব্যক্তিই সাহায্য পায়। অর্থাৎ সাধারণ নিয়মানুসারে প্রত্যেক ব্যক্তিরই ৫০৲ টাকা পাইবার কথা, কিন্তু শীঘ্র পাইবার জন্য আপনার "গরজ" অনুসারে কেহ বা ৪৫৲ টাকা কেহ বা ৪০৲ টাকা নীলামে ডাকে, এবং সেই ব্যক্তির নিকট মাসিক ১৲ টাকা হিসাবে মোট ৫০৲ টাকা দিবার চুক্তিতে প্রতিজ্ঞাপত্র গ্রহণ করিয়া নীলামের ডাক্ পরিমাণ অর্থ প্রদত্ত হয় এবং উক্ত ৫৲ কি ১০৲ টাকা সমিতির লাভ্যাংশে পরিণত হয়। দুর্ভাগ্য ক্রমে

নেতাগণের হৃদয়ে অর্থ লালসা প্রবল হইল এবং তাহারা খরচা, কমিশন প্রভৃতি উল্লেখে সভ্যগণের অর্থ আত্মসাৎ করিতে লাগিলেন এবং নানা প্রকার প্রতারণা আরম্ভ করিলেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে রাইফেজেন, শুল্জ্ প্রমুখ মহাত্মারা যে সময় জার্ম্মেনীতে জন সাধারণের অভাব বিমোচনের উপায় নির্দ্দেশ করিতেছিলেন, মান্দ্রাজেও ঠিক সেই সময় ঋণ প্রপীড়িত কতকগুলি গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী ও সম্ভ্রান্ত লোক মিলিত হইয়া "নিধি" নামক সমিতি স্থাপন করেন। নিধির নিয়মাবলী পর্য্যালোচনা করিলে উহা ইংলণ্ডের বিল্ডিং সোসাইটির আদর্শে গঠিত বলিয়া সহজেই অনুমিত হয়।

উদ্দেশ্য—পূর্ব্বকৃত ঋণ জাল হইতে মুক্তি লাভ, উচ্চ সুদে ঋণ গ্রহণ নিবারণ, বিবাহাদি কার্য্যের ব্যয়সঙ্কুলন, ভূমিক্রয়, গৃহ নির্ম্মাণ ও মেরামত প্রভৃতি নানাবিধ সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য পরস্পর সাহায্য প্রদানের উদ্দেশ্যে নিধি সংস্থাপিত হয়।

প্রণালী—মান্দ্রাজের নিধিসমূহ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। কতকগুলি স্থায়ী ও কতকগুলি অস্থায়ী। স্থানানুসারে ইহার গঠন প্রণালীও বিভিন্ন, কিন্তু সকলেরই মূল সূত্র প্রায় একইরূপ। প্রত্যেক সমিতিই সাধারণতঃ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অংশের দ্বারা গঠিত হয় এবং সভ্যগণ মাসিক চাঁদা দ্বারা নির্দ্দিষ্টকাল মধ্যে নিজ অংশের সম্পূর্ণ টাকা প্রদান করেন এবং নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তে প্রদত্ত অর্থ মুনাফাসহ পুনঃ প্রাপ্ত হন। অস্থায়ী নিধির কার্য্য এইখানেই সমাপ্ত হয় কিন্তু স্থায়ী নিধিতে পুনঃ পুনঃ সভ্য বা অংশ গ্রহণ প্রথা প্রবর্ত্তিত থাকায়, পর্য্যায়ক্রমে উহার কার্য্য চলিতে থাকে এবং যে অংশ পরিপক্ক হইয়াছে অর্থাৎ যাহার সমস্ত টাকা ক্রমান্বয়ে প্রদত্ত, তাহাই কেবল উঠিয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে সকল নিধিই প্রায় স্থায়ী সমিতিরূপে পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

সাধারণতঃ নিধি হইতে সভ্যগণকেই ঋণ প্রদান সাহায্য করা হয়. কিন্তু সময় সময় উপযুক্ত বোধ হইলে অপেক্ষাকৃত উচ্চহারে সুদে বাহিরের লোককেও ঋণ প্রদান করা হইয়া থাকে। সাধারণ থত, স্থাবর অথবা অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধক দ্বারা কর্জ্জ প্রদত্ত হয়। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের গণনায় মান্দ্রাজ প্রদেশে ১৪০টী নিধি সমিতি বর্ত্তমান দেখা গিয়াছিল।

নিধির সভ্যগণের মধ্যে ব্যবসায়ী এবং চাকুরি-জীবীর সংখ্যাই অত্যন্ত অধিক। প্রথমতঃ ৫।৭ জন ব্যক্তি মিলিত হইয়া এইরূপ একটী সমিতি স্থাপনের বিজ্ঞাপন প্রচার করেন ও প্রারম্ভিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নিজ অংশের দেয় অর্থ এক কালীন জমা দেন। পরে একটী প্রকাশ্য সভা আহ্বান করিয়া সমবেত ব্যক্তি সকলকে নিধির উদ্দেশ্য ও কার্য্য প্রণালী বুঝাইয়া দেন এবং যাহারা সভ্য হইতে ইচ্ছা করেন তাহাদের নাম তালিকাভুক্ত করেন। এই সভাতে বা পরবর্ত্তী কোন সভায় ডিরেক্টার সেক্রেটরী ও অপরাপর কর্ম্মচারী নির্ব্বাচিত হয়। প্রায়শঃ উদ্যোগকারিরাই ঐ সকল পদে বরিত হইয়া থাকে, এবং সাধারণ সভাই সকল কার্য্যের পরিচালক হইলেও নির্ব্বাচিত পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মচারীগণ বিশেষতঃ সেক্রেটারীই সমিতির যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করেন। ডিরেক্টর ও কর্ম্মচারীরা সকলেই বেতন বা কমিশন পাইয়া থাকেন। সমিতির হিসাব পত্র দেশীয় এবং স্থান বিশেষে পাশ্চাত্য প্রণালীতে রক্ষিত হয়। বৎসরান্তে এক হিসাব-পরীক্ষক হিসাব পত্র পরীক্ষা করেন। ইহাতে রিজার্ভ ফণ্ড বা রক্ষিত তহবিলের ব্যবস্থাও আছে, কিন্তু তাহা কেবল নাম মাত্র এবং তাহার অর্থ দেব মন্দির প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি উৎসবে ব্যয়িত হইয়া থাকে। নিধিতে ২৫৲ টাকা হইতে ৫০০০৲ টাকা গচ্ছিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট হারে সুদ প্রদত্ত হয়, এবং তদ্দ্বারা ঋণ দান প্রভৃতি কার্য্য চলিয়া থাকে।

এই অর্থ কোন কোন স্থানে প্রার্থনা মাত্রই এবং কোন কোন স্থানে এক পক্ষ হইতে একমাসের নোটীশে প্রত্যর্পিত হয়।

বৎসরান্তে হিসাব নিকাশ সহ প্রত্যেক নিধির বার্ষিক বিবরণী প্রকাশিত হইয়া প্রত্যেক সভ্যের নিকট এক এক খণ্ড প্রতিলিপি প্রেরিত হয় কিন্তু উহা এত জটিল ও অসম্পূর্ণ যে সকল সভ্য উহা বুঝিতেই পারেন না।

ঋণপ্রদত্তঅর্থ ওয়াদা বা নিরূপিত সময়ে প্রত্যর্পণ করিতে অক্ষম হইলে ঋণ গ্রহীতা হইতে দণ্ডস্বরূপ টাকা প্রতি মাসিক অর্দ্ধ আনা হইতে দুই আনা পর্য্যন্ত সুদ আদায় করা হয়। কোন সভ্য গচ্ছিত টাকা নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে তুলিয়া লইলে তাহাকে উক্ত অর্থের প্রাপ্য সুদ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। কোন ঋণগ্রহীতা কিস্তিবন্দী হিসাবে ঋণ পরিশোধের চুক্তি করিয়া পরে সমগ্র ঋণ নির্দ্দিষ্ট কালের পূর্ব্বে এক কালীন প্রদান করিলে তাহার নিকট হইতে অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়। পূর্ব্বোক্ত নীলামের প্রণালীতেও লাভ করা হয়। ইহা ব্যতীত প্রাবেশিক ফিও আছে।

লভ্যাংশ বিতরণ প্রণালীও বড় রহস্য জনক। ইহা কেবল ডিরেক্টার প্রভৃতি কর্ম্মচারীগণের অর্থ গৃধ্নুতার পরিচায়ক। ডিরেক্টার ও কর্ম্মচারীগণ সমিতির প্রত্যেক অধিবেশনে উপস্থিতির জন্য সমিতি হইতে ফি গ্রহণ করেন এবং লভ্যাংশের ⅓ হইতে ½ পর্য্যন্ত সমিতির মুনাফার অংশ গ্রহণ করেন। বক্রী মুনাফা অন্যান্য সভ্যেরা পাইয়া থাকেন। এইক্ষণে ইহার মধ্যে নানা প্রকার পাপ প্রবেশ করিয়া নিধির মহৎ উদ্দেশ্য বিফল করিতেছে। প্রাথমিক উদ্যোগকারীরা যেরূপ লোকের মঙ্গল কল্পে ন্যায়পরায়ণতা ও সাধুতা অবলম্বনে ইহার প্রবর্ত্তন ও পরিচালন করিয়াছিলেন সেই ভাবে পরিচালিত হইলে আজ নিধির এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিত না।৯

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মাদ্রাজের নিধির অনুকরণে বঙ্গদেশের রংপুর, নদীয়া, পাবনা, বাঁকুড়া, মেদনীপুর, প্রভৃতি জেলায় কতকগুলি পরস্পরসাহায্যদানসমিতি স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু পরিচালকগণের স্বার্থপরতায় উহা প্রতারণায় পর্য্যবসিত হইয়া ধ্বংশ প্রাপ্ত হইয়াছে।

দশম অধ্যায়।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ও সেণ্ট্রাল সমিতি

অবস্থানুসারে পরস্পর সহায়তায় ঋণদানের পল্লী সমিতি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে একটী সেণ্ট্রাল বা কেন্দ্র ভাণ্ডার ও একটী সেণ্ট্রাল সমিতি বা কেন্দ্র সমিতি স্থাপন নিতান্ত আবশ্যক। কেন্দ্রাধিপতি ও রাশিচক্র স্থিত গ্রহগণ যেরূপ পরস্পর পরস্পরের অবলম্বনে এবং সহায়তায় স্ব স্ব কর্ম্ম সম্পাদন করে, তদ্রূপ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ও সেণ্ট্রাল সমিতি পরস্পারের অবলম্বনে ও সহায়তায় স্ব স্ব কর্ম্ম সুচারু রূপে সম্পাদন করিতে সমর্থ হইবে।

"টাকার বাজারের" সহিত সমিতি গুলির সম্বন্ধ স্থাপনে এই সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক এক মহান্ সেতু স্বরূপ। ইহা অবলম্বন করিয়া টাকার বাজার ও ভিন্ন ভিন্ন সমিতি সমূহে অর্থাগম সুলভ হইবে। পল্লী সমিতির সংগৃহীত অর্থে সম্যক অভাব পূরণ করিতে কখনই সক্ষম হইবে না। এমন অবস্থায় স্বল্প সুদে অপর স্থান হইতে ঋণ গ্রহণ করা ব্যতীরেকে গত্যন্তর নাই, কিন্তু অন্যস্থানে ঋণলাভের সমিতির প্রতিপত্তি কোথায়? বঙ্গদেশে অর্থের অভাব নাই, বড় বড় জমীদার আছেন, কত ধনী আছেন, যৌথব্যবসায় যুক্ত ব্যাঙ্কেরও অভাব নাই। কিন্তু একটী ক্ষুদ্র সমিতিকে বিশ্বাস করিয়া তাহারা কেন

স্বল্প সুদে ঋণ দান করিবেন ? এই প্রশ্নের সমাধানে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার সম্যক প্রয়োজন। পাশ্চাত্য অর্থ নীতি বিশারদগণ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া ক্ষুদ্র সমিতি গুলির অর্থাগম সুলভ করিয়াছেন। ক্ষুদ্র সমিতির কার্য্যপ্রণালী সুনিয়মে ও সুচারু রূপে পরিচালিত হইতেছে, সমিতির সভ্যগণ নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন, এবং সভ্যগণ সমিতির ঋণ পরিশোধ করিতে সম্পূর্ণ রূপে সক্ষম, এই গুলি সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিলে সমিতির জন্য যে টাকার বাজারের দ্বার উন্মুক্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রত্যেক সমিতিকে নিরাপদ ও স্থায়ী অর্থ প্রয়োগ যোগ্য অনুষ্ঠানে পরিণত করিতে হইলে অন্যান্য দেশে যে সকল উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে আমাদের দেশেও সেই সকল উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা তাহার একটী উপায়।

গ্রাম্য সমিতির মধ্যে কোন সমিতির অর্থ উদ্বৃত্ত অথবা অর্থাভাব হইলে তাহার সমতা রক্ষা করিতে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কই সমর্থ। ইহা উক্ত উদ্বৃত্ত অব্যবহৃত অর্থ, অর্থাভাবগ্রস্থ সমিতিতে প্রদান পূর্ব্বক অর্থকে কার্য্যকরী এবং উভয়বিধ সমিতিকেই লাভবান করিয়া থাকে। প্রত্যেক পল্লী-সমিতি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের সহিত সংযুক্ত থাকিবে এবং সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের সহিত প্রত্যেক সমিতির একটী করিয়া চলিত হিসাব থাকিবে। সভ্যগণের প্রতিপত্তি অনুসারে প্রত্যেক পল্লী-সমিতির ঋণ গ্রহণ ক্ষমতার সীমা নির্দ্দিষ্ট হইবে এবং সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক সেই পরিমাণ অর্থ সেই সমিতিকে নির্দ্দিষ্ট সুদে প্রদান করিবে।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের স্থায়ীত্ব ও প্রতিপত্তি পল্লী-সমিতির উন্নতি সাপেক্ষ, সুতরাং গভর্ণমেণ্ট নিয়োজিত কর্ম্মচারী দ্বারা পল্লী-সমিতির পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধারণ অপেক্ষা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের পরিদর্শন সমধিক কার্য্যকরী হইবে, এবং তদ্বারা পল্লী-সমিতিগুলিও অধিক শক্তি-

সম্পন্ন ও উন্নত হইবে। অধিকন্তু নূতন নূতন সমিতি স্থাপনে ও অর্থাভাব হেতু সমিতির অকাল পতন নিবারণে ও সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের উপকারীতা পদে পদে অনুভূত হইবে।

মিঃ গুরলে মহোদয় জার্ম্মেনীর নিউএড্‌ নগর স্থিত সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের কার্য্য প্রণালী সন্দর্শন করিয়া উহার যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের কার্য্যকারীতা সম্যক্‌ উপলব্ধি হইবে।

তিনি বলিয়াছেন, রাইফেজেন প্রারম্ভেই একটী সমিতি স্থাপনের আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছিলেন, কারণ গ্রাম্য সমিতির মূলধন সংগ্রহ ক্ষমতা অত্যল্প, কিন্তু অর্থের আবশ্যকতা অত্যধিক। অর্থের অভাব হইলে দেশব্যাপী মহাজনগণের উচ্চস্থদে ঋণ দান প্রথার গতিরোধ করা সমিতির সাধ্যাতীত। প্রথম প্রথম পল্লী সমিতি সমূহ যৌথপ্রণালীপরিচালিত স্থানীয় ব্যাঙ্কের সহিত একটী বন্দোবস্ত করিয়া অর্থ কর্জ্জ লইত, কিন্তু ঐ সকল ব্যাঙ্ক আপন আপন স্বার্থ বিষয়ে অধিকতর মনযোগী হওয়ায় সমিতিগুলি প্রকৃত ফল লাভে কৃতকার্য্য হয় নাই। এই সকল অসুবিধা পর্য্যালোচনা করিয়া রাইফেজেন ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে রাইন নদীর তীরবর্ত্তী নিউএড্‌ নগরে একটী সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ও একটী সেণ্ট্রাল সমিতি স্থাপন করেন এবং যে সকল সমিতি এই সেণ্ট্রাল সমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক নিজের পরিদর্শনাদি কার্য্য সম্পাদনে স্বীকৃত এবং বাধ্য হইবে, সেই গুলি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের অংশীদার হইতে পারিবে ও ঋণ গ্রহণে সমর্থ হইবে এই নিয়ম স্থির করিলেন।

এই সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক যৌথ ব্যবসায় বিধানে স্থাপিত। ইহার অংশ-জাত মূলধন প্রথমতঃ ২৫০০০০ মার্ক ছিল এইক্ষণ ১০০০০০০০ মার্ক হইয়াছে। ১৯০৪ সালের এপ্রিল মাসের বিবরণীতে দেখা যায় যে ঐ

সময়ে জার্ম্মেণীর ৩৭৫৪টী সমিতি ঐ ব্যাঙ্ক হইতে ৮৩৫১০০০ মার্ক ঋণ প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের প্রত্যেক অংশের মূল্য ১০০০ মার্ক। এই সকল অংশ বাজারে ক্রয় বিক্রয় হয় না, কিন্তু ব্যাঙ্কের অনুমতি লইয়া হস্তান্তর করা চলে। সমিতি সমূহই ব্যাঙ্কের একমাত্র অংশীদার। অতএব ব্যবসায়ে যাহা লভ্য হয় তাহা অংশমত সমিতিরই প্রাপ্য।

বিভিন্ন সমিতির সহিত সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের যাবতীয় আদান প্রদান শাখা ব্যাঙ্কের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক শাখা-ব্যাঙ্ক তৎসংযুক্ত প্রত্যেক সমিতির সভ্যগণের সম্পত্তির একটী মোট আয় নির্দ্ধারণ করেন এবং নির্দ্ধারিত আয় হইতে এক দশমাংশ বাদ দিয়া অবশিষ্ট অর্থ সেই সমিতির ঋণগ্রহণক্ষমতা বলিয়া ধার্য্য হয় এবং প্রত্যেক ৫০০০ মার্কের জন্য সমিতিকে এক একটী অংশ খরিদ করিতে বাধ্য করা হয়। প্রতি বৎসরই এই তালিকা পুনঃ পরীক্ষিত হইয়া থাকে। বৎসরান্তে প্রত্যেক পল্লী-সমিতির আর্থিক অবস্থার তালিকা প্রস্তুত হইয়া সমিতিতে প্রেরিত হয়।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের সহিত প্রত্যেক শাখা-ব্যাঙ্কের চলিত আদান প্রদান হিসাব আছে এবং আদান প্রদান কার্য্যসমূহ টেলিগ্রামের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। অর্থের প্রয়োজন হইলে শাখা-ব্যাঙ্ক সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে টেলিগ্রাম দ্বারা অভাব জ্ঞাপন করিলেই সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক উহা মঞ্জুর করিয়া রাজকীয় প্রাশিয়ান ব্যাঙ্কের উপর অর্থ প্রদানের আদেশ দিয়া থাকেন। শাখা ব্যাঙ্কের উদ্বৃত্ত অর্থও উক্ত প্রাশিয়ান ব্যাঙ্কে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের অনুকূলে জমা রাখা হয়। শাখা-ব্যাঙ্ক প্রত্যহই দৈনন্দিন আয় ব্যয়ের বিবরণ এবং মাসান্তে জ্ঞাতব্য সমুদয় বিবরণ সহ আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে প্রেরণ করেন। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক এই শাখা ব্যাঙ্কগুলির শাসন ও সংরক্ষণ করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীত পরিদর্শকগণ নিয়মিতরূপে নির্দ্দিষ্ট সময়ে পরিদর্শন করিয়া থাকেন।

গবর্ণমেণ্ট সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের সাহায্যার্থ শতকরা ৩ মার্ক সুদে ৯০০০০০০ মার্ক প্রদানের জন্য প্রাশিয়ান ব্যাঙ্কের প্রতি আদেশ দিয়াছেন, এবং উক্ত ব্যাঙ্কও সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ককে প্রচলিত সুদে আবশ্যক মত অর্থগ্রহণ করিবার অধিকার দিয়াছেন।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের কার্য্যনির্ব্বাহ প্রণালী তিন ভাগে বিভক্ত। (১) সাধারণ সভা, (২) ডাইরেক্টর সভা (৩) কার্য্যনির্ব্বাহক সভা।

সাধারণ সভা—প্রত্যেক অংশীদারপল্লীসমিতি হইতে এক এক জন প্রতিনিধি লইয়া সাধারণ সভা গঠিত হয়, এবং অংশ অনুপাতে প্রতিনিধিগণ এক বা ততোধিক ভোট প্রদান করিতে পারেন। সচরাচর প্রতি ছয় মাস অন্তর ইহার অধিবেশনের নিয়ম, কিন্তু কার্য্যনির্ব্বাহক সভা, ডাইরেক্টর সভা অথবা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অংশীদার সমিতি সমূহের প্রার্থনায় অন্য সময়েও সাধারণ সভার বিশেষ অধিবেশন হইয়া থাকে। সাধারণ সভা হইতেই ডাইরেক্টরগণ নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। ইহাদের কার্য্যকাল একাদিক্রমে পাঁচ বৎসর। উদ্বৃত্ত অর্থ কার্য্যকরী করিবার উপায় ও অংশগত লভ্যের হার এবং নিয়মাবলী ও তাহার আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তন সাধারণ সভা কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া থাকে।

ডাইরেক্টর সভা—এই সভার সভ্যের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট নাই, তবে ঐ সংখ্যা তিন দ্বারা বিভাজ্য হওয়া আবশ্যক। বর্ত্তমানে ৩৬ জন ডাইরেক্টর নিযুক্ত আছেন। ডাইরেক্টার সভা নিজেদের মধ্য হইতে এক জনকে চেয়ারম্যান ও অপর দুই জনকে প্রথম ও দ্বিতীয় ডিপুটী চেয়ারম্যান নিযুক্ত করেন। প্রতি জেলায় আর একটী বেইরাট বা উপদেষ্টা সভা গঠিত হয় এবং উপদেষ্টা সভায় আলোচিত না হইলে কোন বিষয় ডাইরেক্টর সভায় গৃহীত হয় না।

ডাইরেক্টার সভাই সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি। এই সভাই

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের সমুদয় কার্য্যের বন্দোবস্ত করেন। সভ্য গ্রহণ ও আবশ্যক হইলে সভ্য পরিবর্জ্জন এই সভা দ্বারাই হইয়া থাকে। এই সভাই ঋণের আবেদন গ্রহণ, ঋণ প্রদান এবং সমিতির হিসাব পরীক্ষা করেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঋণ পরিশোধ হইল কিনা এবং সাধারণ সভার আদেশ সকল প্রতিপালিত হইল কিনা তৎপক্ষেও ডাইরেক্টারসভাকেই বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়।

ডাইরেক্টারসভা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ডাইরেক্টার জেনারেল এবং শাখা সমিতির ম্যানেজীং ডাইরেক্টারগণ দ্বারা কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত হয়। এই সভাকে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের হিসাব পত্র রাখিতে ও ডাইরেক্টারসভা প্রদত্ত আদেশ প্রতিপালন করিতে হয়। সাধারণ ও ডাইরেক্টারসভার করণীয় নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ব্যতীত ব্যাঙ্কের হিসাব পত্র এবং অন্যবিধ যাবতীয় কার্য্য এই সভাকে করিতে হয়।

যে যে উপায়ে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের মূলধন সংগৃহীত হয় নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল।

(১) অংশ বিক্রয় (২) গচ্ছিত অর্থ (৩) কমিশন এবং ওয়াশিল বাকীর সুদ (৪) অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বণ্ড ও ডিবেঞ্চার।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের সংগৃহীত অর্থ সাধারণতঃ নিম্ন লিখিত প্রকারে ব্যবহৃত হয়। ১। ব্যাঙ্কের সহিত সংশ্লিষ্ট সমিতিকে ঋণদান ২। শাখা ব্যাঙ্ক সমূহে অর্থদান ৩। বিল ডিস্কাউণ্ট অর্থাৎ বাটা বাদ দিয়া ঋণ প্রদান ৪। গভর্ণমেণ্ট অথবা গভর্ণমেণ্টের অনুমোদিত মিউনিসিপালিটী প্রভৃতি সাধারণ সমিতির ঋণের অঙ্গীকার পত্র ক্রয়। ৫। কার্য্যনির্ব্বাহের ব্যয় ও অংশগত লভ্য প্রদান। অংশীদারগণকে অংশের জন্য কোন ক্রমেই বার্ষিক শতকরা ৪ মার্কের অধিক সুদ প্রদত্ত হয় না। মোট লভ্যের $\frac{১}{১০}$ অংশ রক্ষিত ভাণ্ডারে রাখিয়া অপ-

রাংশ হইতে শতকরা ৪ মার্ক হিসাবে সভ্যদিগকে দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাও পুনরায় রক্ষিত ভাণ্ডারে জমা হয়।

একাদশ অধ্যায়

শস্যগোলা।

এ পর্য্যন্ত কেবল নগদ অর্থ আদান প্রদানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া পরস্পর সহায়তায় ঋণদান সমিতি স্থাপনের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুতঃ এবম্বিধ প্রণালীর কার্য্যক্ষেত্র অসীম এবং নানা ভাবে নানা অবস্থায় ইহার বিধান সমূহ প্রযুক্ত হইয়া কার্য্যকরী হইতে পারে। এক্ষণ-শস্য সম্বন্ধে ইহার প্রয়োগ প্রণালী আলোচনা করিব।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বঙ্গদেশের অধিবাসী ও ঋণবিষয়ক আলোচনায় নগদ অর্থের পরিবর্ত্তে শস্য কর্জ্জ দেওয়ার বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে। শস্যের দ্বারা আদান প্রদান প্রথাটী আদিমকাল হইতে প্রচলিত। পল্লীগ্রামস্থ সাধারণ কৃষকগণের পক্ষে ইহা বিশেষ সুবিধাজনক এখনও অনেক স্থানে, যেখানের অধিবাসিগণ আধুনিক সভ্যতার সংমিশ্রণে আসে নাই তথায় ভৃত্য ও কৃষাণের বেতন ও মজুরী এবং তৈল লবণ প্রভৃতি সাংসারিক নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রীর মূল্য নগদ অর্থের পরিবর্ত্তে শস্যের দ্বারা প্রদত্ত হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে এইরূপ আদান প্রদানই স্বাভাবিক। নগদ অর্থ বিনিময়ের সহজ উপায় মাত্র।

পূর্ব্বোক্ত অধ্যায়ে কর্জ্জ প্রদত্ত শস্যের সুদের পরিমাণ ও পরিশোধ প্রণালীও সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। নগদ অর্থে যে ঋণ প্রদত্ত হয় মাসিক হিসাব অনুসারে তাহার সুদ প্রদত্ত হইয়া থাকে; কিন্তু শস্য কর্জ্জ গ্রহণে সময়ের অল্পাধিক্য অনুসারে সুদের ন্যূনাধিক্য নাই।

এই ঋণ যত অল্পদিনের জন্যই গৃহীত হউক না কেন, নূতন শস্য উৎপন্ন হইলেই তাহা সোয়া গুণ কিম্বা দেড়গুণ হিসাবে পরিশোধ করিতে হয়। সুতরাং এই ব্যবসায়ে এত লাভ যে দুই হইতে চারি বৎসর মধ্যেই মূলধন সুদসহ দ্বিগুণ হয়।

অবশ্য এই উচ্চহার সুদের দুই একটী ন্যায় সঙ্গত কারণ আছে। প্রথমতঃ শস্য গোলায় বহুদিন সঞ্চিত থাকায় একে তো স্বভাবতই নষ্ট হয়, আবার ইন্দুর ও নানা প্রকার কীটের উপদ্রবে প্রচুর পরিমাণে ক্ষতি হইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ কর্জ্জপ্রদত্ত শস্যের পরিমাণ প্রায়ই অল্প হয়, তজ্জন্য খুচরা দ্রব্য বিক্রয়ের ন্যায় ঋণদাতা বেশী লভ্য না পাইলে সহজে শস্য কর্জ্জ দিতে স্বীকার পায় না।

বিশেষতঃ সাধারণ মহাজনের নিকট হইতে শস্যের কর্জ্জ গ্রহণ ঋণ-গ্রহীতার এবং দেশের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকর। এই ব্যবসায়ে মহাজন ক্রমশঃ প্রচুর শস্য সঞ্চয় করিয়া অধিকতর লাভবান হইবার জন্য উহা স্থানান্তরে বিক্রয় করে। এই জন্য প্রচুর শস্য স্থানান্তরিত হওয়াতে পর বৎসর চাষ আবাদের সময় উহা দুর্মূল্য হইয়া উঠে। দুর্ব্বৎসরের কথা দূরে থাকুক, প্রায় সকল বৎসরই শস্য দুষ্প্রাপ্য হয়। আবার শস্য কর্জ্জদাতা মহাজনগণ, শস্য সুদের সাহায্যে ক্রমে ক্রমে প্রচুর শস্য সঞ্চয়ে বিশেষ ক্ষমতাশালী হয়। এইরূপে উহাদের মধ্যে কেহ নিকটবর্ত্তী অপরাপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শস্য কর্জ্জদাতাগণকে প্রতিযোগিতায় পরাভব করিয়া ব্যবসায়ে একায়ত্ততা স্থাপন করে এবং কর্জ্জগ্রহীতাকে স্বীয় নির্দ্ধারিত উচ্চ সুদে আবদ্ধ করিয়া নিগৃহীত করে। সুতরাং সাধারণ শস্যকর্জ্জদাতাগণকে অবসর দিয়া শস্যগোলার সংস্থাপন নিশ্চয়ই হিতকর এবং কর্ত্তব্য।

পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই এইরূপ অবস্থা। এক সময়ে ইটালী, স্পেন প্রভৃতি দেশে শস্য কর্জ্জ সুদের হার অত্যন্ত অত্যাচারমূলক হইয়া

উঠিয়াছিল এবং সেই জন্য তদ্দেশীয় গভর্ণমেণ্ট এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইটালীতে মণ্টীফ্রুমেণ্টারী বা শস্যগোলা স্থাপিত হয় এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে উহা বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। ১৮৭৮ সালে ইটালীতে ১৯৬৫ সংখ্যক শস্যগোলা স্থাপিত ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান সময়ে পরিচালকগণের অন্যায় লোভে এবং অমনযোগিতায় ইটালীর মণ্টীফ্রুমেণ্টারী সমধিক অপকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে। কৃষকদিগের উপস্থিত চাষ আবাদের ব্যয় সংকুলনার্থ ও তাহাদিগের সাময়িক ভরণ পোষণের নিমিত্ত শস্য কর্জ্জ দিবার উদ্দেশ্যে ইটালীর শস্যভাণ্ডার স্থাপিত হয়। স্থানীয় কমিউনেল সভার (এতদ্দেশীয় মিউনিসিপাল বোর্ড) সভ্যগণ দ্বারা ইহা পরিচালিত এবং জেলার কর্ত্তৃপক্ষগণ দ্বারা ইহা পর্য্যবেক্ষিত হইত। শস্য প্রদানে কৃষকদিগকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া মণ্টীফ্রুমেণ্টারী ইটালীর অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছিল।

স্পেনে ও পজিটস্ বা শস্যভাণ্ডার পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় এবং ঐ শতাব্দীতেই ঐ দেশে ১২০০০ পজিটস্ সংস্থাপিত হইয়াছিল। ইহার অধিকাংশই খৃষ্টীয় ধর্ম্মাধিকরণের অধ্যক্ষদিগের দ্বারা সংস্থাপিত হইয়াছিল। কতকগুলি গভর্ণমেণ্টও সংস্থাপন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে স্পেনের পজিটস্ বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। এই সকল ভাণ্ডারে সুবৎসরে শস্য সঞ্চিত হইয়া দুর্ব্বৎসরে তাহা দুর্ভিক্ষপীড়িত জনসাধারণের মধ্যে বিতরিত হইত। ভাণ্ডারে প্রচুর পরিমাণে শস্য সঞ্চিত থাকিলে দেশে শস্যের মূল্যের হঠাৎ হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিতে পারে না। কৃষকগণকে চাষ ও আবাদের সময় শস্য কর্জ্জ দিয়া শস্যোৎপাদন সময়ে সুদ সহ নবজাত শস্য গৃহীত হইয়া থাকে। অনেক স্থলে অপরিমিত শস্য সঞ্চয় অসুবিধা জনক বোধ হওয়াতে নির্দ্দিষ্ট

কতক পরিমাণ শস্য বিক্রয় করিয়া ফেলা হয়, এবং এই বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা শস্যগোলার সঙ্গে সঙ্গে ধনভাণ্ডারও সংস্থাপিত হইয়া থাকে। স্পেন রাজ্যে গ্রামে গ্রামে আমাদের দেশের পঞ্চায়েত সভার ন্যায় গ্রাম্য সভা আছে এবং ঐ সকল গ্রাম্য সভা দ্বারাই শস্যগোলার কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। প্রতিবৎসর আবাদের সময় শস্য কর্জ্জ দেওয়া হয় এবং নূতন শস্য উৎপাদনের সময় চুক্তিমত শস্য বা অর্থের দ্বারা ঐ ঋণ পরিশোধিত হয়। গ্রাম্যসভা এই সকল গোলার শস্য আদান প্রদানের যে হিসাব রাখেন তাহা অত্যন্ত সরল ও সহজবোধ্য। শস্যসঞ্চয়ের পরিমাণ বহি (ষ্টক্‌বুক্‌) এবং ঋণস্বীকার বহি বা হাতচিঠা, এই দুই খানি পুস্তকের দ্বারাই সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। কর্জ্জ গ্রহীতার নিকট কোন প্রকার খত লওয়া হয় না এবং নিজ জামিন ভিন্ন অপর কোন জামিনও গ্রহণ করা হয় না। শস্যের আবাদের কাল হইতে উহার উৎপত্তি কাল পর্য্যন্ত শস্যের উপর শতকরা ৪॥০ হারে সুদ গৃহীত হয়। প্রত্যেক গ্রাম্যসমিতিকে তাহার ব্যয় সংকুলানার্থ মোট লভ্যের ⅙ অংশ প্রদত্ত হয় এবং অবশিষ্ট লভ্য সুদের হার সুলভ করণোদ্দেশ্যে মূলভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়। শাসন সংরক্ষণের জন্য এই সকল সমিতি জেলা সমিতির কর্তৃত্বাধীনে অবস্থিত। প্রত্যেক জেলার প্রধান রাজকীয় কর্ম্মচারী, স্থানীয় কৃষিবিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী, কৃষিসভার দুইজন সভ্য এবং প্রধান প্রধান ৫০ জন ভূম্যাধিকারীর নির্ব্বাচিত দুই জন যোগ্য সভ্য দ্বারা এই জেলাসমিতি গঠিত হয়। সভ্যগণ সকলেই অবৈতনিক। নিয়মাবলীর কোনরূপ পরিবর্ত্তন বা ঋণ পরিশোধের সময় বৃদ্ধি আবশ্যক হইলে জেলাসমিতিই সেই সম্বন্ধে মীমাংসা করিয়া থাকেন।

বঙ্গদেশেও যে এইরূপ শস্যগোলার সৃষ্টি না হইয়াছে এমন নহে। ঢাকা জেলার যাইটগড়, তেওঁথার স্বদেশহিতৈষী, ;সুপ্রসিদ্ধ জমীদার

শ্রীযুক্ত রায় পার্ব্বতীশঙ্কর চৌধুরী মহোদয় প্রথম দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত জয়গঞ্জ নামক স্থানে ১২৯৯ সনে, তৎপর স্বগ্রামে ও নিকটবর্ত্তী গ্রামে ১৩০৫ সনে ধর্ম্মগোলা নামে কয়েকটী শস্যগোলা স্থাপন করিয়া দেশে এই প্রকার অনুষ্ঠানের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রায় চৌধুরী মহাশয় প্রথমতঃ লক্ষ্মীগোলা নাম প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন কিন্তু হিন্দু দেবীর নাম সংযুক্ত বলিয়া হিন্দু ব্যতীত অপর জাতির নিকট গৃহীত না হইতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি উহা সর্ব্বজাতিগ্রহণযোগ্য ধর্ম্মগোলা নাম দিয়াছেন। ধর্ম্মগোলা নাম সকলের পক্ষেই সমান ও ভক্তিভাজন সুতরাং নামকরণ সার্থক হইয়াছে।

বঙ্গদেশে ধান্যের মাহাজনী ব্যবসায় বহুকাল হইতে প্রচলিত থাকিলেও তাহার মূলধন একজন মহাজন দ্বারা নিযুক্ত হওয়াতে ঐ মহাজনের উদরপোষণ ব্যতীত পরিণামে প্রজাদিগের বিশেষ সুবিধা হইত না। প্রজাগণ যখন বেশী অভাবে পড়িত মহাজন তৎকালে তাহার সুদের হার সমধিক বৃদ্ধি করিয়া লইত। এই জন্য গ্রামস্থ সমস্ত লোকের যৌথ শস্যে গোলা স্থাপিত হইলে গ্রামস্থ সকলের অমতে সুদের হার বৃদ্ধি হইতে পারিবে না এবং গোলার ধান্য কেহই স্থানান্তরিত অথবা বিক্রয় করিতে পারিবে না এবং গোলার ধান্য কালে প্রয়োজনাতিরিক্ত বৃদ্ধি হইলে কতকাংশ বিক্রয় দ্বারা গ্রামের পানীয় জল অথবা উপস্থিত অভাব মোচন হইতে পারিবে, এই উদ্দেশ্যে সতন্ত্র প্রণালীতে এই সমস্ত ধর্ম্মগোলা সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহার সংস্থাপন ও পরিচালন প্রণালী পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বিবৃত হইবে।

এই প্রকার শস্যগোলার উপকারিতা সন্দর্শন করিয়া সাঁওতাল পরগণার ডিপুটী কমিসনর তথায় শস্যগোলা স্থাপনে বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। ইতিমধ্যেই কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের অধীনস্থ কয়েকটী

এষ্টেটে এবং খাসমহলে শস্যগোলা স্থাপিত হইয়া বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছে। ঐ অঞ্চলে ৫০ খানি গ্রাম লইয়া এক একটী বাংলা ঘর নির্ম্মিত হইয়াছে এবং এই বাংলার গোলা হইতে শস্য কর্জ্জ দেওয়া হইতেছে। একজন কানুনগুহ কিম্বা অভিজ্ঞ কর্ম্মচারী নিরূপিত দিনে বাংলায় উপস্থিত হইয়া শস্য কর্জ্জ দিয়া থাকেন। কর্জ্জ দিবার নিমিত্ত গোলায় একমণ ও সোয়ামণ শস্যধারণযোগ্য দুইটী বাক্স আছে। বৎসরের যে কোন সময়ে ছোট বাক্সের এক বাক্স শস্য কর্জ্জ লইবে। ফশল অর্থাৎ নূতন শস্য উৎপত্তির সময় বড় বাক্সের এক বাক্স শস্যদ্বারা উহা পরিশোধ করিতে হয়। খাস মহলের অন্তর্গত এষ্টেট্ সমূহে এই প্রণালী চিরস্থায়ী হওয়া সম্ভব, কিন্তু কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্ এষ্টেটে চিরস্থায়ী ফলের আশা অত্যন্ত কম; কারণ কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কর্তৃত্ব মুক্ত হইয়া জমীদারগণের হাতে পড়িলে তাঁহারা শস্য গোলা রাখিবেন কিনা কে বলিতে পারে। এই আশঙ্কায় উক্ত ডেপুটী কমিসনর মহোদয় রক্ষিত ভাণ্ডার স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। শস্য কর্জ্জ দিয়া এক্ষণ দেড়িসুদ আদায় হইতেছে এবং এই সুদের অর্দ্ধেক শস্য রক্ষিত ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইতেছে। কালে এই রক্ষিত ভাণ্ডার পরিপুষ্ট হইলে শস্যগোলার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকিবে না এবং ক্রমশঃ শস্যগোলা অপরের সাহায্য নিরপেক্ষ হইতে পারিবে।

সাঁওতাল পরগণার ডেপুটী কমিশনর শস্যগোলায় পরস্পর সহায়তায় ঋণদান সম্বন্ধীয় আইন প্রয়োগ করিবার একটী সুন্দর পন্থা আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি ডামিন গ্রামে যে শস্যগোলা স্থাপন করিয়াছেন তাহা হইতে ঐ স্থানের চতুর্দ্দিকস্থ বহু সংখ্যক গ্রামের অধিবাসগণকে শস্য কর্জ্জ দেওয়া হয়। কিন্তু গ্রামের অধিবাসিগণ কর্তৃক পূর্ব্ব বৎসরের গৃহীত শস্য সম্পূর্ণ পরিশোধ না হইলে সেই গ্রামের কোন ব্যক্তিকেই আর নূতন ঋণ প্রদত্ত হয় না। এই জন্য

প্রত্যেক গ্রামের অধিবাসিগণ বিশেষ সচেষ্ট ও যত্নবান হইয়া আপনাদের গ্রামের পূর্ব্ব গৃহীত সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ করিয়া থাকে। ইহাতে বোধ হয় বাংলার গোলা সমূহ যদি গ্রামস্থ ব্যক্তি বিশেষের সহিত আদান প্রদান না করিয়া গ্রামে গ্রামে সমিতি স্থাপন করিয়া সেই সকল গ্রাম্য সমিতির সহিত আদান প্রদান করে তাহা হইলে বাংলার গোলার কার্য্য অনেক পরিমাণে সহজ হয় এবং ক্ষতির সম্ভাবনা আদৌ থাকে না। এই প্রণালী অবলম্বনে বাংলার শস্যগোলা সমূহ সেণ্ট্রাল শস্য-ভাণ্ডার ও গ্রাম্য সমিতিগুলি শাখা গোলায় পরিণত হইবে। গ্রাম্য শাখা সমিতিগুলি সেণ্ট্রাল শস্যগোলার শাসনাধীনে থাকিয়া সেণ্ট্রাল শস্যগোলা হইতে আবশ্যকমত কর্জ্জ গ্রহণান্তব আপন আপন গ্রাম্য গোলা ঘরে রাখিয়া আপনাদের দায়িত্বে সভ্যগণ মধ্যে শস্যের আদান প্রদান করিবে। সেণ্ট্রাল গোলা হইতে যে শস্য গৃহীত হইবে শাখা সমিতিকে তাহার সইয়া হিসাবে পরিশোধ করিতে হইবে এবং শাখা সমিতি হইতে সভ্যগণ যে শস্য কর্জ্জ পাইবে তাহাদিগকে তাহা দেড়ি সুদে পরিশোধ করিতে হইবে। শাখা সমিতিগুলি এইরূপে মুনফার শস্য রাখিয়া একটী রক্ষিত ভাণ্ডার পরিপুষ্ট করিবে এবং যতদিন সেণ্ট্রাল শস্যগোলার সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া কার্য্য করিতে সমর্থ না হয় ততদিন সুদের হার এইরূপ রাখিয়া কার্য্য করিবে। ইহা বলা বাহুল্য যে পরস্পর সহযোগিতায় ঋণদান সম্বন্ধীয় বিধান অনুসারে গ্রাম্য শস্য গোলা রেজিষ্টারী হইতে পারিবে।

কলিকাতার সুবিখ্যাত উদার-হৃদয় ধনাঢ্য বণিক্ মিঃ ডি, এম, হ্যামিণ্টন মহোদয় শস্যগোলা স্থাপন সম্বন্ধে অনুকূলমত প্রকাশ করিয়া শ্রীযুক্ত রায় পার্ব্বতী শঙ্কর চৌধুরী মহাশয়ের ধর্ম্মগোলা স্থাপনে অগ্রসর হইয়াছেন এবং সেই কার্য্যে ২০০০০ টাকা দান করিয়াছেন। তিনি প্রথমতঃ গ্রামবাসিগণকে, পরে জমীদারগণকে গ্রামে গ্রামে ধর্ম্মগোলার

ভিত্তি স্থাপন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ইহাদের দ্বারা না হইলে তিনি স্থানে স্থানে সেণ্ট্রাল শস্যগোলা স্থাপন করিয়া তাহা হইতে মূলধন গ্রহণে গ্রাম্য গোলা স্থাপন প্রস্তাব করেন। কিন্তু নানা কারণে সেণ্ট্রাল শস্যগোলা স্থাপন বর্ত্তমানে সম্ভবপর নহে বলিয়া হ্যামিণ্টন মহোদয় একশত গ্রামের প্রতি গ্রামে একশত বা ততোধিক মণ শস্য প্রদান করিয়া ধর্ম্মগোলা স্থাপন করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। তবে এই বিষয়ে বক্তব্য এই যে গ্রামবাসিগণের প্রাণপণ চেষ্টায় গ্রাম হইতেই সংগৃহীত শস্যে যে গোলা স্থাপিত হইবে তাহার স্থায়িত্ব ও উন্নতি অন্য উপায়ে প্রতিষ্ঠিত গোলা অপেক্ষা অনেক অধিক।

নগদ অর্থের সমিতি স্থাপন অপেক্ষা শস্যগোলা স্থাপন সমধিক সহজসাধ্য বিবেচনা করিয়া অধুনা গভর্ণমেণ্ট শস্যগোলা স্থাপনে অধিক-মনোযোগী হইয়াছেন এবং তদুপযুক্ত নিয়মাবলী প্রকাশ করিয়াছেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

পার্ব্বতীশঙ্কর ধর্ম্মগোলা।

* * ধর্ম্ম-গোলা সংস্থাপন প্রণালী ও পরিচালন সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রায় চৌধুরী মহোদয়ের প্রকাশিত নিয়মাবলী নিম্নে লিখিত হইতেছে। ইহা হইতে ধর্ম্ম-গোলার উদ্দেশ্য ও উপকারীতা পরিষ্কাররূপে প্রতীয়-মান হইবে।

১। একটী অথবা কয়েকটী নিকটস্থ গ্রামের জন্য একটী ধর্ম্ম-গোলা স্থাপিত হইতে পারে।

---

* * রায় চৌধুরী মহাশয়ের প্রচারিত নিয়মাবলীর মূল সূত্রের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া দুই একটি অপরিষ্ফুট স্থলে ভাষার পরিবর্ত্তন বা নূতন কথা সংযোজিত হইয়াছে।

২। স্থানীয় জমীদার, স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তি অথবা গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী গ্রামবাসিগণের একটী প্রকাশ্য সভা আহ্বান পূর্ব্বক ধর্ম্ম-গোলার আবশ্যকতা ও উপকারিতা বুঝাইয়া দিয়া ধর্ম্মগোলার সাধারণ নিয়ম পাঠ করিবেন।

৩। যদি উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে অধিকসংখ্যক ব্যক্তি ধর্ম্ম-গোলা স্থাপন অভিপ্রেত মনে করেন তবে তাহারা আপনাদের মধ্যে পাঁচ জন পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েতের মধ্যে এক জনকে গোলাদার বা গোলাধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন। গোলাদার পঞ্চায়েত সভার সভাপতি হইবেন এবং তাঁহাকেই ধর্ম্মগোলার হিসাবে পত্র ও লেখা পড়ার কার্য্য করিতে হইবে। গোলাদার ভিন্ন অপর পঞ্চায়েতগণ কোন বেতন বা পারিতোষিক পাইবেন না।

৪। ধর্ম্ম-গোলা স্থাপন বিরোধী, ধর্ম্ম-গোলায় চাঁদা দিতে অনিচ্ছুক, মদ্যপায়ী, ব্যাধিগ্রস্ত, চৌর্য্যাদি অপরাধে শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ পঞ্চায়েত নিযুক্ত হইতে পারিবে না। সাধুপ্রকৃতি, ধর্ম্মভীরু, কর্ম্মঠ এবং গ্রামস্থ অধিবাসিবর্গের সম্মানভাজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণ হইতে পঞ্চায়েত মনোনীত হইবে।

৫। পঞ্চায়েতগণ নিযুক্ত হইয়া গ্রামস্থ অধিবাসিগণের এবং তাহা-দের কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণের একটী তালিকা প্রস্তুত করিবেন।

৬। পঞ্চায়েত নিযুক্ত হইবার এক সপ্তাহ মধ্যে পঞ্চায়েতগণ গ্রামবাসিগণের একটী সভা আহ্বান করিয়া ঐ তালিকা পাঠ পূর্ব্বক তাহা আবশ্যকমত সংশোধন করিয়া সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে তাহা গ্রহণ করিবেন। তালিকাভুক্ত অধিবাসীগণ বিঘা প্রতি কি হারে ধান্য ধর্ম্ম-গোলায় দান করিবেন সেই বিষয় আলোচনা করিয়া হার স্থির করিবেন। যদি কেহ সেই হারে ধান্য দানে আপত্তি করেন তবে তিনি মোট কি পরিমাণ ধান্য দিবেন তাহার একটা নিষ্পত্তি করিবেন। ধান্য দানের

সাধারণ হার বিঘা প্রতি ১০ সেরের অধিক না হয়। যদি গ্রামের অধিবাসিগণের জমীর পরিমাণ নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে প্রত্যেক অধিবাসীর অবস্থা ও সংস্থান বিবেচনা করিয়া দেয় ধান্যের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইবে কি পরিমাণ ধান্য চাঁদায় সংগ্রহ হইবে ইহা স্থির হইলে মনকরা কত সুদে চাঁদাদাতাগণকে ও যাহারা চাঁদা দিবে না তাহাদিগকে, ধান্য কর্জ্জ দেওয়া হইবে তাহার হার নির্দ্দিষ্ট হইবে। এই হার সেই অঞ্চলে প্রচলিত হার অপেক্ষা বেশী হইবে না এবং চাঁদাদাতাগণের পক্ষে মণকরা ১৫ সের ও অপর ব্যক্তি গণের পক্ষে মণকরা ২০ সেরের অধিক না হয়। গোলাঘর স্থাপনের জন্য অগ্নি, চুরি প্রভৃতি উপদ্রবের আশঙ্কাশূন্য একটী যথাসম্ভব নিরাপদ স্থান এই সভাতেই স্থিরীকৃত হইবে।

৭। এই সভায় নির্দ্ধারিত সুদের হার তিন বৎসর মধ্যে কোনরূপ পরিবর্ত্তন করা চলিবে না। তিন বৎসর পরে অধিবাসীগণের অবস্থা ও আবশ্যকতা অনুসারে সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া সুদের হার পরিবর্ত্তন হইতে পারিবে।

৮। ৬ষ্ঠ নিয়ম অনুসারে ধান্যগোলা স্থাপন অভিপ্রেত হইলে চাঁদার তালিকা, সুদের হার ইত্যাদি সম্বলিত সভার কার্য্য বিবরণ গ্রামের জমীদারের নিকট পাঠাইতে হইবে।

৯। জমীদারকে গোলাঘর নির্ম্মাণের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য অনুরোধ করা হইবে এবং তিনি তাহাতে অস্বীকৃত হইলে গ্রামবাসিগণ পুনরায় একত্র হইয়া গোলাঘরের জন্য চাঁদা তুলিবেন। যতদিন গোলাঘর নির্ম্মিত না হয় ততদিন সংগৃহীত ধান্য কোন পঞ্চায়েত কিম্বা সম্পত্তিশালী গ্রামবাসির গৃহে রাখিবেন।

১০। গোলাঘর দুইটী শক্ত তালা দ্বারা আবদ্ধ করিতে হইবে। ইহার একটী চাবি গোলাদারের হাতে এবং অপর চাবি অন্য চারি

পঞ্চায়েতের মধ্যে এক জনের হাতে থাকিবে। সঞ্চিত শস্যের জিম্মার জন্য গোলাদার দায়ী থাকিবেন, কিন্তু অপর পঞ্চায়েতগণ গোলার জন্য গ্রামবাসিগণের নিকট দায়ী থাকিবেন।

১১। গোলাঘরের একটী প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বীজ বপনেব জন্য উৎকৃষ্ট তাজা শস্য রক্ষিত হইবে।

১২। পঞ্চায়েতগণ কোন প্রকার জুলুম না করিয়া প্রত্যেক অধিবাসী হইতে অঙ্গীকৃত ধান্য আদায় করিবেন এবং অবস্থা বিশেষে উহা ২।৩ কিস্তিতে লইবেন। যাহারা ধান্য দিতে অনিচ্ছুক তাহাদের নিকট তাৎকালিক ধান্যের মূল্য গ্রহণ কবিয়া অবিলম্বে ধান্য ক্রয় করিবেন কারণ বিলম্ব হইলে দরেব তারতম্য হইতে পারে।

১৩। প্রথম বৎসরে চাঁদা দ্বারা সংগৃহীত ধান্যের পরিমাণ যদি নিতান্ত কম হয় তাহা হইলে পর বৎসর ফসলের সময় পুনরায় সভা আহ্বান করিয়া চাঁদা সংগ্রহ আবশ্যক। বিগত বৎসরের চাঁদার ধান্য অনাদায়ী থাকিলে তাহাও এই নূতন ফসলের সময় আদায় করিতে যত্নবান হইতে হইবে।

১৪। গোলাদার আমদানী খাতায় প্রত্যেক চাঁদাদাতার নাম, পিতার নাম, বাসস্থান এবং চাঁদা প্রদত্ত শস্যের পরিমাণ লিখিবেন।

১৫। গ্রামস্থ প্রত্যেক ব্যক্তি ধর্ম্মগোলা সম্বন্ধীয় যে কোন সভায় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন। কিন্তু কোন বিষয়ে মতামত দেওয়া আবশ্যক হইলে কেবলমাত্র চাঁদাদাতাগণ অথবা তাঁহাদের উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিগণের 'ভোট' দিবার ক্ষমতা থাকিবে।

১৬। ধর্ম্মগোলায় নিম্নলিখিত খাতা ও হিসাব বহি থাকিবে। খাতাগুলিতে কিছু লিখিবার পূর্ব্বে পর্য্যায়ক্রমে পত্রাঙ্ক দিতে হইবে এবং আবশ্যকমত সূচীপত্র করিতে হইবে।

১।০ ইতিহাস খাতা।

২। নিয়মাবলী খাতা।

৩। আমদানি খাতা।

৪। জমাখরচ খাতা।

৫। হাতচিঠা বা চেক বহি।

৬। খতিয়ান খাতা।

৭। নিকাশী খাতা।

৮। মন্তব্য খাতা।

(১) ইতিহাস খাতা—এই খাতায় যিনি ধর্ম্মগোলা স্থাপন প্রস্তাব করিলেন, তাঁহার নাম, গ্রাম অথবা গ্রাম সমূহের নাম এবং সভার কার্য্য বিবরণ লিপিবদ্ধ হইবে। ইহা ব্যতীত পঞ্চায়েতগণের বিবেচনা অনুসারে ধর্ম্মগোলার ইতিহাস সম্বন্ধীয় যে কোন বিবরণ লিখিত হইতে পারিবে।

(২) নিয়মাবলী খাতা—ইহাতে ধর্ম্মগোলা সম্বন্ধীয় যাবতীয় নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ থাকিবে। এই সকল নিয়মের কোন পরিবর্ত্তন ঘটিলে যথানিয়মে তাহাও লিখিত হইবে।

(৩) আমদানি খাতা—এই খাতায় প্রত্যেক চাঁদাদাতার নাম, পিতার নাম, নিবাস, চাঁদাপ্রাপ্ত ধান্যের পরিমাণ লিপিবদ্ধ থাকিবে। ইহাতে সংগৃহীত ধান্যের মোট পরিমাণ, তাহার মোট সুদ বা "বাড", সংগ্রহের ব্যয় গোলাধ্যক্ষের এবং রক্ষকের বেতন, গোলাঘর মেরামতের ব্যয় ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক যাবতীয় ব্যয় লিখিতে হইবে। বৎসরান্তে মোট আয় ব্যয়ের অঙ্ক কথায় লিখিয়া পঞ্চায়েতগণ স্বাক্ষর করিবেন এবং পরবর্ত্তী বৎসরে তাহার জের টানিয়া নূতন খাতা খুলিবেন।

(৪) জমাখরচ খাতা—ধান্য কর্জ্জগ্রহীতাগণের নাম, কর্জ্জপ্রদত্ত ধান্যের পরিমাণ এই খাতায় লিখিত হইবে। খরচের দিকে প্রত্যেক

দফা কথায় লিখিয়া গোলাদারের এবং সম্ভবপর হইলে একজন পঞ্চায়েতের সংক্ষিপ্ত স্বাক্ষর হইবে।

(৫) হাতচিঠা খাতা - এই খাতায় কর্জ্জগ্রহিতাকে স্বহস্তে ধর্ম্ম-গোলার সহিত আদান প্রদানের হিসাব লিখিতে হইবে। কর্জ্জগ্রহীতা স্বহস্তে লিখিতে অক্ষম হইলে তাহার কোন আত্মীয় অথবা বন্ধু দ্বারা উহা লেখাইতে হইবে এবং প্রত্যেক দফায় কর্জ্জগ্রহীতার স্বাক্ষর অথবা নিশান সহি লইবে। হাতচিঠার উপরিভাগে ডাইন দিকে যথারীতি কর্জ্জগ্রহীতার স্বাক্ষর থাকিবে।

(৬) খতিয়ান খাতা—এই খাতার পাতার শিরোভাগে কর্জ্জ গ্রহীতার নাম লিখিয়া আদান প্রদানের তারিখ অনুসারে কর্জ্জ দেওয়া ধান্যের পরিমাণ ও উশুলের পরিমাণ লিখিয়া মোট টানিতে হইবে। পঞ্চায়েতগণের বিবেচনায় হাতচিঠা খাতা এই সম্বন্ধে যথেষ্ট হইলে এই খাতা রাখা আবশ্যক হইবে না।

(৭) নিকাশী খাতা—বৎসরান্তে হিসাবনিকাশ পরীক্ষা করিয়া পঞ্চায়েতগণ এই খাতাব চুম্বকে হিসাব প্রস্তুত করিবেন। বাৎসরিক সভায় উপস্থিত হইয়া গ্রামবাসিগণ যে মন্তব্য করিবেন তাহাও এই খাতায় রক্ষিত হইবে। প্রতি বৎসর এই খাতা নূতন না করিয়া ইহাতে কয়েক বৎসরের হিসাব নিকাশ লিখিত হইবে।

(৮) মন্তব্য খাতা—জমীদার, তদীয় কর্ম্মচারী, গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী এবং ধর্ম্মগোলা বিষয়ে আগ্রহপরায়ণ কোন মহোদয় ধর্ম্মগোলা পরিদর্শন করিয়া যে অভিমত প্রকাশ করেন তিনি ইচ্ছা করিলে তাহা এই খাতায় লিপিবদ্ধ করিবেন।

১৭। গ্রামবাসিগণের সভাকে সাধারণ সভা বলা যাইবে। এই সভারই হাতে সর্ব্ব বিষয়ের চূড়ান্ত কর্ত্তৃত্বের ভার থাকিবে। ধর্ম্মগোলার অপর যে কোন কার্য্য সকল পঞ্চায়েতগণ অথবা অন্ততঃ দুইজন মিলিত

হইয়া করিবেন। মতভেদ হইলে ৩ জন অথবা পাঁচ জনে মিলিয়া করিবেন।

১৮। গ্রামস্থ কোন ব্যক্তি যথার্থ অভাবে পড়িলে যে কোন পঞ্চায়েতের নিকট কর্জ্জ প্রার্থনা করিবে।

১৯। সমুদয় পঞ্চায়েত অথবা দুই বা ততোধিক পঞ্চায়েত প্রার্থীর অভাব যথার্থ কি না ও প্রার্থীর পরিশোধ ক্ষমতা অনুসন্ধান করিবেন এবং আবশ্যক বোধ করিলে প্রার্থীর কোন আত্মীয় কিম্বা বন্ধু দ্বারা জামিন দিতে বলিবেন। ইহাতে সন্তুষ্ট হইলে তাঁহারা তাহাকে কর্জ্জ-দান মঞ্জুর করিবেন।

২০। অভাব মোচনের নিমিত্ত ঠিক যে পরিমাণ ধান্য আবশ্যক তদতিরিক্ত ধান্য বা যে পরিমাণ ধান্য দিলে অপর ব্যক্তিগণের ধান্য প্রাপ্তির বাধা জন্মিবে এমন পরিমাণ ধান্য কাহাকেও কর্জ্জ দেওয়া হইবে না।

২১। গোলাদার কাহাকে কর্জ্জদান করিবার পূর্ব্বে অন্ততঃ এক-জন পঞ্চায়েতের সহিত পরামর্শ করিবেন। মতভেদ স্থলে ১৭ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিবেন।

২২। উপরোক্ত ২০ কিম্বা ২১ নিয়মের ব্যতিক্রম করিলে, যে কোন গ্রামবাসী সমুদায় গ্রামবাসিগণের সভা আহ্বান করিয়া অবস্থানুসারে গোলাদারের দণ্ড করিবেন কিম্বা তাহাকে পদচ্যুত করিবেন।

২৩। জমাখরচ খাতায় গোলাদার কর্জ্জগ্রহীতার নাম ও পিতার নাম ও কর্জ্জগৃহীত ধান্যের পরিমাণ লিখিয়া তাহার মোট করিবেন এবং মোট সংখ্যা কথায় লিখিবেন।

২৪। কর্জ্জ গ্রহণ করিবার পরবর্ত্তী ফসলের সময় কর্জ্জগৃহীত ধান্য সুদ সমেত আদায় করিতে হইবে। খাতককে ধান্য গোলায় পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।

২৫। জমাখরচের খাতায় জমার ধারে খাতকের নাম কর্জ্জ পরিশোধের তারিখ ও পরিশোধিত ধান্যের পরিমাণ, ধান্য পরিশোধ প্রাপ্তি মাত্র লিখিবেন এবং তৎক্ষণাৎ তাহা হাতচিঠা ভুক্ত করিয়া কর্জ্জগ্রহীতার স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন।

২৬। যদি কোন বৎসর খাতক সম্পূর্ণ ধান্য পরিশোধ করিতে না পারে তবে বিশেষ কোন কারণ না থাকিলে তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক বাকী ধান্য আসলে পরিণত করিয়া নূতন কর্জ্জরূপে গণ্য হইবে।

২৭। গ্রামবাসিগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে—চাঁদাদাতা এবং যাঁহারা চাঁদা দিতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক। চাঁদাদাতৃগণের এবং তাহাদের বংশধরের কর্জ্জ প্রার্থনা অগ্রগণ্য হইবে। যে গ্রামের বা গ্রাম সমূহের জন্য ধর্ম্মগোলা স্থাপিত হইয়াছে সেই গ্রামের অধিবাসী নহে এমন কোন ব্যক্তিকে ধর্ম্মগোলা হইতে শস্য কর্জ্জ দেওয়া হইবে না।

২৮। কোন খাতক সম্পূর্ণ ধান্য এক বৎসরে দিতে অক্ষম হইলে সুদ ও মূল ধান্য একত্র করিয়া চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ ধার্য্য হইবে।

২৯। শতকরা ৯০ জন খাতকের দেনা যাহাতে প্রতি বৎসর সম্পূর্ণ আদায় হয়, পঞ্চায়েতগণকে সে বিষয়ে যত্নবান থাকিতে হইবে। ইহার অতিরিক্ত অনাদায়ী থাকিলে তজ্জন্য পঞ্চায়েতগণ দায়ী থাকিবেন।

৩০। দুই বৎসরের অধিক সময় কাহার নিকট কর্জ্জ রাখা যাইবে না, তবে উপর্য্যুপরি দুই বৎসর অজন্মা হইলে দুই বৎসরের অতিরিক্ত কাল কর্জ্জ পরিশোধ স্থগিত রাখা যাইতে পারিবে।

৩১। কেহ ধর্ম্মগোলার সহিত আদান প্রদানে কোন অনাচার করিলে তাহাকে ৩ বৎসর পর্য্যন্ত কর্জ্জগ্রহণে বঞ্চিত রাখা যাইতে পারিবে।

৩২। ধর্ম্মগোলার একটী রক্ষিত ভাণ্ডার থাকিবে। গোলায়

১০০০০ মণ ধান্য সঞ্চিত হইলে পঞ্চায়েতগণ ৭৫০ মণের অধিক ধান্য কর্জ্জ প্রদান করিবেন না। বাকী ২৫০ মণ রক্ষিত ভাণ্ডারে মজুত রাখিবেন। এই রূপে পর্য্যায়ক্রমে প্রতি বৎসর ২৫০ মণ ধান্য রক্ষিত ভাণ্ডারে সঞ্চয় করিতে হইবে এবং যতদিন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অজন্মা বা দুর্ভিক্ষ বৎসরে সমুদয় গ্রামবাসীর ৬ মাস কাল আহারের উপযুক্ত ধান্য সংস্থান না হয়, ততদিন ঐ নিয়মে চলিতে হইবে।

৩৩। ধান্য পুরাতন হইয়া খারাপ হওয়া নিবারণ করিবার জন্য পঞ্চায়েতগণ আবশ্যকমত পুরাতন ধান্য পরিবর্ত্তন দিয়া নূতন ধান্য সংগ্রহ করিবেন।

৩৪। যে কোন ব্যক্তি পুরাতন ধান্যের সহিত নূতন ধান্য পরিবর্ত্তন করিতে পারেন, কিন্তু তজ্জন্য তাঁহাকে মণকরা ২ সের ধান্য ধর্ম্মগোলায় দিতে হইবে।

৩৫। কোন প্রকার ব্যবসায় করার জন্য কাহাকেও ধর্ম্মগোলা হইতে ধান কর্জ্জ দেওয়া হইবে না এবং যদি কাহাকেও এই নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিতে দেখা যায়, তবে তাহার নিকট কর্জ্জ প্রদত্ত ধান্য, অবিলম্বে পরিশোধ লইয়া ৩ বৎসর কাল ধর্ম্মগোলা হইতে তাহার কর্জ্জ গ্রহণ বন্ধ করা যাইবে এবং তাহাকে কোন সামাজিক দণ্ড প্রদান করা হইবে। কেবল মাত্র আহারাদির এবং বীজ ধান্যের অভাব পূরণ করিবার জন্য কর্জ্জ প্রদত্ত হইবে। ইহা ভিন্ন অপর কোন অভাব পূরণের নিমিত্ত ঋণ দেওয়া যাইতে পারিবে কিনা গ্রামবাসিগণ সভায় তাহা স্থির করিবেন।

৩৬। বৎসরান্তে পঞ্চায়েতগণ গোলার সমুদয় ধান্য তিন জন সম্ভ্রান্ত গ্রামবাসির সমক্ষে পরিমাপ করিয়া তাহাদের হস্তলিখিত ও স্বাক্ষরযুক্ত সার্টিফিকেট গ্রহণ করিবেন।

৩৭। ইহার পর পঞ্চায়েতগণ সম্পূর্ণ বৎসরের আদায় প্রদানের

বিবরণ, বৎসরের প্রারম্ভে সঞ্চিত ধান্যের পরিমাণ, ঋণপ্রদত্ত ধান্যের এবং তাহা আদায়ের পরিমাণ, সুদ আদায়ের পরিমাণ, অনাদায়ী আসল ধান্য এবং সুদের পরিমাণ, আদায়ের সম্ভাবনা অল্প এমন ধান্যের পরিমাণ, অপচয়ে ও ওজন বিভ্রাট প্রভৃতিতে যে কম্‌তি হয় তাহার পরিমাণ প্রভৃতি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিবরণী প্রস্তুত করিবেন।

৩৮। উক্ত বিবরণী প্রস্তুতের পর পঞ্চায়েতগণ সমুদয় গ্রামবাসিগণের সভা অহ্বান করিয়া উহা উপস্থিত করিবেন এবং বুঝাইয়া দিবেন।

৩৯। এই সভায় গ্রামবাসিগণ অতি সতর্কতার সহিত হিসাব পরীক্ষা করিবেন এবং আদায় অসম্ভব দেনা গুলি বিবেচনা পূর্ব্বক মাপ দিবেন। অপচয় হওয়া ধান্য সম্বন্ধে বিবেচনা পূর্ব্বক তাহাও মাপ দিবেন, কিন্তু অপচয়ের পরিমাণ অত্যন্ত অধিক হইলে এবং পঞ্চায়েতগণ তাহার সন্তোষজনক কারণ প্রদর্শন করিতে না পারিলে, পঞ্চায়েতগণকে দায়ী করিয়া তাহাদের নিকট হইতে উহা আদায়ের বন্দোবস্ত করিবেন। এই সকল কার্য্যের পর মজুত মোট ধান্যের পরিমাণ সভাস্থলে আমদানী খাতায় লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৪০। কোন পঞ্চায়েত গোলার তহবিল তছরূপ করিয়াছেন সপ্রমাণিত হইলে তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া, তৎস্থলে নূতন লোক মনোনীত করিতে হইবে এবং উক্ত তছরূপ করা সম্পত্তি সুদ সমেত আদায়ের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত সেই পঞ্চায়েতকে উপযুক্ত সামাজিক দণ্ড দেওয়া হইবে।

৪১। এই সভায় গোলাদারের বেতন অথবা পারিতোষিক স্থির হইবে। এই সমুদয় কার্য্যের পর সভ্যগণ বার্ষিক বিবরণী ও হিসাব মঞ্জুর করিবেন এবং উহাতে অন্ততঃ ১০ জন গ্রামবাসী সভ্য নাম স্বাক্ষর করিবেন।

৪২। চলিত বৎসরের মধ্যে কোন পঞ্চায়েতের মৃত্যু হইলে বা কোন কারণে কর্ম্মত্যাগ করিলে তাহার স্থানে অধিবাসিগণ নূতন এক জন পঞ্চায়েত মনোনীত করিবেন।

৪৩। পঞ্চায়েতগণের কার্য্যকাল এক বৎসর। বাৎসরিক সভায় পূর্ব্ব বৎসরের পঞ্চায়েতগণ পুনর্ব্বার মনোনীত হইতে পারেন অথবা অপর ব্যক্তি নূতন পঞ্চায়েত নিযুক্ত হইতে পারেন।

৪৪। কোন কারণে নূতন গোলাদার নিযুক্ত হইলে পুরাতন গোলাদার ৩ জন সম্ভ্রান্ত গ্রামবাসীর সমক্ষে নূতন ব্যক্তিকে গোলার চাবি বুঝাইয়া দিবেন।

৪৫। বাৎসরিক সভায় নিয়মাবলীর মধ্যে কোন নিয়ম পরিবর্ত্তিত, বর্জ্জিত অথবা নূতন নিয়ম সন্নিবেশিত হইতে পারিবে। বিশেষ কারণে এবং ৬।৭ ধারার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অধিক সংখ্যক সভ্যের মতানুযায়ী কর্জ্জ দিবার ধান্যের সুদের হার পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে।

৪৬। জমীদার অথবা তন্নিযুক্ত কর্ম্মচারী বৎসরের মধ্যে এক-বার ধর্ম্মগোলা পরিদর্শন ও হিসাব পত্র পরীক্ষা করিয়া মন্তব্যখাতায় তাঁহার মতামত এবং ধর্ম্মগোলার উন্নতিকল্পে বিশেষ কোন উপদেশ থাকিলে তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন।

৪৭। পঞ্চায়েতগণ জমীদার ও তন্নিযুক্ত কর্ম্মচারী এবং গভর্ণ-মেণ্ট কর্ম্মচারীগণকে ধর্ম্মগোলার খাতাপত্র পরীক্ষা করিতে দিবেন এবং পরিদর্শন কার্য্যের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা প্রদান করিবেন এবং পরীক্ষা ও পরিদর্শনের পর মন্তব্যখাতায় পরিদর্শককে তাঁহার অভিমত ও উপদেশ লিপিবদ্ধ করিতে অনুরোধ করিবেন।

৪৮। কোন ব্যক্তি ধর্ম্মগোলায় নগদ অর্থদান করিলে গোলাদার তাহা গ্রহণ করিবেন এবং তদ্দ্বারা গোলাঘর মেরামত ইত্যাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া তাহার হিসাব রাখিবেন।

৪৯। গোলাঘর নির্ম্মাণ ও মেরামত, বেড়া দেওয়া প্রভৃতি কার্য্যের মজুরী যথাসম্ভব ধান্যের দ্বারা প্রদত্ত হইবে; তবে স্থল বিশেষে নগদ অর্থের আবশ্যক হইলে পঞ্চায়েতগণ আবশ্যক অর্থের পরিমাণ ধান্য বিক্রয় করিতে পারিবেন।

৫০। গ্রামবাসিগণকে বিবাহ, জন্ম প্রভৃতি আনন্দ উৎসবে ধর্ম্ম-গোলায় দান করিবার জন্য উৎসাহ প্রদান করিতে হইবে।

৫১। ধর্ম্মগোলার নিকট যাতায়াত কালে অথবা ধর্ম্ম গোলায় উপস্থিত হইলে সকলকে ভক্তি পূর্ব্বক নমস্কার বা সেলাম করিতে হইবে।

৫২। ধর্ম্মগোলার ঘেরার মধ্যে কেহ মাদক দ্রব্য সেবন ও নীতি-বিগর্হিত কার্য্য করিলে তথা হইতে বিতাড়িত ও সামাজিক দণ্ড প্রাপ্ত হইবে।

৫৩। যে গ্রাম বা গ্রাম পুঞ্জে ধর্ম্মগোলা স্থাপিত হইবে, ধর্ম্মগোলা সেই সকল স্থানীয় অধিবাসিগণের যৌথ সম্পত্তি। গ্রামের অধিবাসিগণ কোন কালে ধর্ম্মগোলার ধান্য বা সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া আপনাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লইতে পারিবে না। যদি নদীর ভাঙ্গনে এবং ম্যালেরিয়া, মহামারী প্রভৃতি কারণে অধিবাসিগণ স্থানান্তরে যাইতে বাধ্য হয় তাহা হইলে ধর্ম্মগোলা তাহাদের নূতন আবাসের স্থলে তুলিয়া লইয়া যাইতে পারিবে। একাধিক স্থলে উঠিয়া গেলে ধর্ম্মগোলার সম্পত্তি যথোচিত বণ্টন হইবে। ইহা সম্ভবপর না হইলে ধর্ম্মগোলার ভার জমীদার বা এতদ্বিষয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি গ্রহণ করিয়া কোন নূতন গ্রামে উহা স্থাপন করিবেন অথবা কোন পূর্ব্বস্থাপিত ধর্ম্মগোলার সহিত সংযুক্ত করিয়া দিবেন। ইহাও অসম্ভব হইলে জমীদার অথবা উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ধর্ম্মগোলার সম্পত্তি কোন দেশহিতকর কার্য্যে নিয়োগ করিবেন।

রায় পার্ব্বতী শঙ্করের ধর্ম্মগোলার নিয়মাবলি পাঠ করিয়া যদি কেহ ঐরূপ সহজসাধ্য অথচ অশেষ কল্যাণকর সমিতি স্থাপনে প্রয়াসী হয়েন এই অভিপ্রায়ে উহা বিশদ ভাবে প্রকাশিত হইল। তবে কোন বিষয়ের সমালোচনা না হইলে উহার দোষগুণ বুঝিতে পারা যায় না, এই জন্য নিম্নে ধর্ম্মগোলার সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিলাম। উহার প্রতি কোনরূপ হেয়জ্ঞান করা উদ্দেশ্য নহে। এই দুর্ব্বৎসরে রায় চৌধুরী মহাশয়ের ধর্ম্মগোলা ৪টী তত্রত্য গ্রামবাসিগণকে ধান্য সরবরাহ করিয়া প্রকৃত উপকার সাধন করিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ এবং আসামের রেজিষ্টার, স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত কিরণ চন্দ্র দে মহোদয় বর্ত্তমান বৎসরে রায়চৌধুরী মহাশয়ের স্থাপিত চারিটি ধর্ম্মগোলা পরিদর্শন করিয়া অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। *

---

* শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে মহোদয় বর্ত্তমান বৎসরে তেঁওথা ও জয়গঞ্জের ধর্ম্মগোলা পরিদর্শন করিয়া বলিয়াছেন :—The Dharmagolas at Joygunj in Dinajpur and near Teota in Dacca are working successfully. ** These banks are not Co-operative in their character...They possess a charitable and religious character···The founder and patron of these four Dharmagolas, Rai Parbati Sanker Choudhury declined *to have them registered as Co-operative Credit societies under* S 29 of the Act. They are good and useful institutions in their own way and so I refrain from pressing the matter. ভাবার্থ—এই সকল ধর্ম্ম-গোলা সুচারুরূপে কার্য্য-সম্পন্ন করিতেছে। এই সকল গোলায় পরস্পর সহায়তার (আইন সঙ্গত) ভাব নাই এবং যাহারা চাঁদা দিয়াছে কিম্বা দেয় নাই উভয়বিধ লোককেই কর্জ্জ দেওয়া হইতেছে। ধর্ম্ম-গোলাগুলির একটী দাতব্য এবং ধর্ম্মভাব আছে এবং রায় পার্ব্বতীশঙ্কর চৌধুরী উহা আইন অনুসারে রেজেষ্টারী করতঃ ব্যবসায়ের ভাব আরোপ করিতে অসম্মত। ধর্ম্ম-গোলা চারিটী আপনাদের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যক্ষেত্রে কার্য্যকরী এবং উপকারী সুতরাং উহা রেজেষ্টারীর জন্য অধিক পীড়াপীড়ি অনাবশ্যক।

পরস্পর সহযোগিতায় ঋণদান সম্বন্ধীয় আইন প্রণয়ন কালে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এসোসিয়েসনের সেক্রেটারী স্বরূপ শ্রীযুক্ত রায় পার্ব্বতী শঙ্কর চৌধুরী মহাশয় ভারতগভর্ণমেণ্টকে একখানি সুদীর্ঘ পত্র প্রেরণ করেন। তাহাতে তিনি ধর্ম্মগোলা ও প্রস্তাবিত পবস্পব সহায়তায় ঋণদান প্রণালীর পার্থক্য, ধর্ম্মগোলা স্থাপন ও রেজেষ্টারী করণ, গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী দ্বারা তত্ত্বাবধারণ এবং ষ্ট্যাম্প ডিউটি হইতে অব্যাহতি লাভ সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। গভর্ণমেণ্ট ঐ সকল বিষয় সম্যক আলোচনা করিয়া প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে এই প্রকার প্রত্যেক বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্বন্ধে স্বতন্ত্র বিধান লিপিবদ্ধ করা অনাবশ্যক, কারণ এইরূপ লোক-হিতকর যাবতীয় অনুষ্ঠানে প্রস্তাবিত বিধান প্রযোজ্য। এই মন্তব্য কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য পরস্পর সহযোগিতায় ঋণদান সম্বন্ধীয় আইনে একটী বিশেষ ধারা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তাহার বলে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট প্রত্যেক স্থলে বিশেষ আজ্ঞাক্রমে যে কোন সমিতিকে আইন অনুসারে গ্রাম্য বা নাগরিক সমিতিস্বরূপে রেজেষ্টারী হইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

প্রকৃত-পক্ষে ধর্ম্মগোলা এবং পরস্পর সহযোগিতায় ঋণদান সমিতির মধ্যে গুরুতর প্রভেদ আছে। পরস্পর সহযোগিতায় ঋণদান সমিতিব কয়েকটী মূল বিষয়ে ধর্ম্মগোলার পার্থক্য থাকায় বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের প্রকাশিত ধর্ম্মগোলার আদর্শ নিয়মাবলীতে চৌধুরী মহাশয়ের নিয়ম গুলি প্রায়শঃ গৃহীত হয় নাই। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে কেবল মাত্র নামটী গৃহীত হইয়াছে। চৌধুরী মহাশয়ের ধর্ম্ম গোলার প্রণালী অনুসারে গোলা স্থাপনেব উপদেশ দিতে গিয়া মিঃ ডি, এম, হ্যামিণ্টন্ মহোদয় তাঁহার স্মারকলিপিতে কিঞ্চিৎ বিপন্ন ভাব প্রকাশ করিয়াছেন।

পরস্পর-সহযোগিতায়-ঋণদান-সমিতি সভ্যগণের গচ্ছিত অর্থ দ্বারা

এবং সভ্যগণের পসার বলে ঋণপ্রাপ্ত অর্থ দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া কেবল মাত্র সভ্যগণের উপকারার্থে নিয়োজিত হয় এবং সভ্যগণকে ব্যক্তিগত ও যৌথ সীমাবদ্ধ অথবা অসীম দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়।

ধর্ম্মগোলা প্রথমতঃ দাতব্য শস্যে স্থাপিত হয় এবং ক্রমে আদান প্রদানের স্বদে উহার মূলধন পরিপুষ্ট হয়। ধর্ম্মগোলাতে ব্যক্তিগত বা যৌথ কোনরূপ দায়িত্ব নাই এবং ক্ষতি হইলে কাহাকেও তাহা সহ্য করিতে হয় না। বিশেষতঃ উহা হইতে গ্রামের সর্ব্ববিধ লোকেরই অর্থাৎ যাহারা শস্য চাঁদা দেয় না তাহাদেরও সাহায্য করা হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে যে গ্রামবাসিগণের দান প্রদত্ত শস্য ব্যতীত ধর্ম্মগোলার শস্য ঋণ করিবার ক্ষমতা নাই, কারণ গ্রামবাসিগণ কেহই ঋণ পরিশোধের জন্য দায়ী নহে এবং ধর্ম্মগোলার নির্দ্দিষ্ট মালিক না থাকায় আদালতে নালিশ ও চলিতে পারে না। ঋণ আদায়ের উপায় না থাকিলে ঋণ পাওয়া অসম্ভব। আবার দেখা যায় যে দান প্রাপ্ত শস্যের পরিমাণ কখনই এত অধিক হইতে পারে না যে তদ্বারা অভাব-পতিত প্রত্যেক গ্রামবাসিরই সাহায্য করা যাইতে পারে। এই জন্য বিশেষ অভাব স্থলে এবং অন্যান্য গ্রামবাসিদের ঋণ প্রাপ্তির সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা করিয়া ঋণ দানের ব্যবস্থা হইয়াছে। সরল সর্ত্তে ও কম স্বদে সর্ব্ববিধ ন্যায্য অভাবকালে যদি ঋণ দান করা ধর্ম্মগোলার উদ্দেশ্য হয়, তবে তাহা ধর্ম্মগোলার দান প্রাপ্ত মূল ধনে সংকুলন হওয়া দুরূহ। এমন স্থলে প্রতি বৎসরই গ্রামবাসিগণের নিকট দান পাওয়া সম্ভব নহে এবং গ্রামবাসিগণের মধ্যে বহু ব্যক্তি ঋণ প্রাপ্তিতে বিমুখ হইলে গোলার ও স্থায়িত্ব সন্দেহজনক।

শ্রীযুক্ত ডি, এম, হ্যামিণ্টন্ মহোদয় ধর্ম্মগোলা স্থাপন, আইন অনু-সারে পরস্পর সহযোগিতায় ঋণদান সমিতি স্থাপনের আদি সোপান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ধর্ম্মগোলার সংগৃহীত ভাণ্ডার যথেষ্ট

হইবে না ভাবিয়া, তিনি ধর্ম্মগোলার জামিনেতে বাহিরের লোক হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন কিন্তু ঐ জামিনেতে লোকের বিশ্বাস হইবে না ও ধর্ম্মগোলার নামে নালিশ করিবার উপায় নাই বুঝিয়া উহা আইন অনুসারে রেজেষ্টারী করিতে এবং গ্রামবাসিগণকে পৃথক পৃথক ও সমবেত দায়িত্ব গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন।

বিশেষতঃ কেবল শস্যের দ্বারা ভাণ্ডার স্থাপিত হইলে লোকের সকল অভাব দূরীকরণে সমর্থ হইবে না। যে সকল খরচের জন্য সাধারণ লোকে কর্জ্জ গ্রহণ করে, তাহা আলোচনা করিলে দেখা যায়, গবাদিও কৃষিযন্ত্র ক্রয়, জমির উন্নতি সাধন, গৃহাদি নির্ম্মাণ ও সংস্কার, পূর্ব্বকৃত ঋণ পরিশোধ প্রভৃতি অধিকাংশ স্থলেই নগদ টাকারই আবশ্যক হয়। সুতরাং বীজধান্য ও খোরাকী ব্যতীত অন্য কার্য্যে শস্য কর্জ্জের প্রয়োজন কম। এই জন্য শস্যভাণ্ডারের সঙ্গে সঙ্গে নগদ অর্থের ভাণ্ডার থাকা ও আবশ্যক।

ইহা ব্যতীত বহুল পরিমাণ শস্য গোলায় রাখিতে হইলে উপযুক্ত গোলার নির্ম্মাণ করা আবশ্যক এবং তাহা বহুব্যয় সাপেক্ষ। অবৈতনিক গোলাদার ও কর্ম্মচারী দ্বারা ঐরূপ পরিমাণবহুল শস্যের রক্ষণাবেক্ষণ কার্য্য ও হিসাব পত্র রাখা সম্ভবপর বিবেচনা হয় না।

এই সকল বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে ধর্ম্মগোলাকে ঋণ গ্রহণে ভাণ্ডার পরিপুষ্ট করিবার ক্ষমতা দিতে হইবে এবং তাহা হইলেই সভ্যদিগকে অসীম বা সীমাবদ্ধ কোন এক প্রকার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে ও ঋণদান কেবল মাত্র সভ্যগণের মধ্যেই আবদ্ধ রাখিতে হইবে। এই প্রকার দায়িত্ব থাকিলেই ঋণপ্রাপ্তি ব্যতীত ধর্ম্মগোলার সভ্যগণ সুদের সর্ত্তে শস্য গচ্ছিত করিবে ও শস্য গচ্ছিত রাখিয়া নগদ টাকা কর্জ্জ লইবে। *

* গবর্ণমেণ্ট রিপোর্ট পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, আসাম, গৌরীপুরের সহৃদয়

বস্তুতঃ ব্যবসায় হিসাবে ধর্ম্ম-গোলার কোন গৌরব নাই এবং পরস্পর সহযোগিতায় ঋণদান সমিতির দ্বারা যে ব্যক্তিগত আত্মনির্ভরতা, পরিণামদর্শিতা, পরিমিতব্যয়িতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের শিক্ষা হয় ইহাতে তাহা ঘটিতে পারে না। কিন্তু এই সকল হেতুতেই রায় পার্ব্বতী শঙ্করের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মগোলার উপকারিতা কোন ক্রমেই উপেক্ষা করা যাইতে পারে না। তাঁহার উদ্ভাবিত ধর্ম্মগোলা পাশ্চাত্য প্রণালী-সম্ভূত সমিতি স্থাপন বিষয়ে লোকশিক্ষার যথার্থই প্রথম সোপান। ব্যক্তিগত দায়ীত্ব হীনতা বশতঃ এবং প্রকৃতিগত জ্ঞান, অনুরাগ ও দেশীয় শিক্ষাগুণে আমাদের দেশের লোক সহজেই ধর্ম্মগোলা স্থাপনে অগ্রসর হইবে। ইহার মূলধন দৃশ্যতঃ অনিশ্চিত, কারণ তাহা কেবল দানপ্রাপ্ত ধান্যের উপর নির্ভর করে কিন্তু কার্য্যতঃ ধর্ম্মগোলার মূলধন সংগ্রহই সহজসাধ্য। যে বৎসর বেশ ধান জন্মে সেই বৎসর প্রত্যেক কৃষক বা গৃহস্থের পক্ষে অবস্থানুসারে ধর্ম্মগোলার জন্য ১০।২০ সের ধান্য দান করা দুরূহ ব্যাপার নহে এবং একবার যৎসামান্য মূলধনে উহা প্রতিষ্ঠিত হইলে উহার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। গ্রামে গ্রামে ধর্ম্মগোলা স্থাপিত হইলে সাময়িক দুর্ভিক্ষের প্রকোপ নিবারিত হইবে। বিশেষতঃ দুর্ভিক্ষের সময় নগদ টাকার মূল্য কমিয়া যায় অর্থাৎ অন্য সময়ে সেই মূল্যে যত ধান ক্রয় করা যাইতে পারিত তাহা পারা যায় না কিন্তু ধান থাকিলে তাহা হইতে সকল সময় তুল্যরূপ উপকার পাওয়া যায়।*

---

* রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া আইন অনুসারে পরস্পর সহায়তায় শস্য-গোলা স্থাপনে বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন। তাঁহার উদ্যোগ প্রশংসা ও অনুকরণীয় যোগ্য।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

উপকার।

পরস্পরের সহায়তায় ঋণদান সমিতির ইতিবৃত্ত পাঠে যে শিক্ষা লাভ করা গেল সহজ উপলব্ধির জন্য তাহার স্থূল মর্ম্ম সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।

১। ন্যায় পরায়ণতা ও সাধুতা দ্বারা মূলধন সংগ্রহ সহজসাধ্য হয়।

২। কৃষক ও শ্রমজীবী স্বল্পসুদে ঋণগ্রহণে সমর্থ হইয়া কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে মিতব্যয়িতা শিক্ষা করিতে পারে।

৩। ঋণ গৃহীত অর্থ উপযুক্ত কার্য্যে প্রয়োগ হইল কিনা তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখিলে অপব্যয় নিবারণ, কার্য্য ফলপ্রদ এবং ঋণ পরিশোধ সহজ সাধ্য হয়।

৪। পরস্পর পরস্পরের চরিত্র ও অবস্থার প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিলে কোন প্রকার অসৎকার্য্য বা প্রতারণা সংঘটিত হয় না।

৫। নৈকট্য প্রযুক্ত ঋণ প্রার্থীকে দূর স্থানে গিয়া বিবিধ ক্লেশভোগ, ব্যয় বাহুল্য ও অসুবিধাজনক সর্ত্তে বাধ্য হইতে হয় না।

৬। চরিত্র ও অবস্থা বিশেষে পূর্ব্বগৃহীত ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করিয়া সাহায্য করা যাইতে পারে।

৭। বিনা পারিশ্রমিকে সমিতির কার্য্য সম্পাদনে ব্যয় লাঘব করা যাইতে পারে এবং তজ্জন্য সুদের হার কম হইতে পারে।

৮। সমিতির অর্থ সমিতির সভ্যগণের মধ্যেই বণ্টন হওয়ায় অর্থ স্থানান্তরিত হইতে পারে না।

৯। কৃষি এবং পণ্যজাত ক্রয় বিক্রয়ে দালাল বা মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়িগণ পূর্ব্বে যে লাভ গ্রহণ করিত, পরস্পর সাহায্যকারী ক্রয় বিক্রয় প্রণালীতে তাহা লোপ পাইয়া কৃষক ও শিল্পিগণই উহা পাইতে পারে।

১০। অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, জলপ্লাবন প্রভৃতি দুর্ঘটনায় গভর্ণমেণ্ট বা সহৃদয় অর্থশালী ব্যক্তিগণপ্রদত্ত সাহায্য উপযুক্তরূপে দুর্দ্দশাপন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া মহোপকার সাধন করিতে পারে।

১১। পরিমিতব্যয়, একতা, আত্মনির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাস শিক্ষা প্রদান করিতে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ হয়।

১২। সমিতির বুদ্ধিমান, চিন্তাশীল, পরিণামদর্শী, কার্য্য-তৎপর ও ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের শিক্ষায় এবং দৃষ্টান্তে লোকে শিক্ষিত ও বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া কৃষি ও শিল্প দ্বারা উন্নতি সাধনে সমর্থ হয়।

১৩। পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস স্থাপনে এবং নৈতিক চরিত্র গঠনে পরস্পরের বিবাদ বিসম্বাদ সালিশী দ্বারা মীমাংসা করিয়া লোককে আদালতের অশেষ যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়।

১৪। অবস্থার উন্নতি বিধানে হৃদয়ে শান্তি প্রদান পূর্ব্বক লোকের সাংসারিক সুখ সচ্ছন্দতার উৎকর্ষ সাধনে সমর্থ হইতে পারে।

১৫। সমিতির সভ্যগণের ব্যক্তিগত উচ্চ প্রবৃত্তি ও উৎকর্ষতা লাভ করিয়া জাতীয় জীবন সংগঠনে সমর্থ হয়।

১৬। পল্লীবাসির সাংসারিক সুখবৃদ্ধি ও উচ্চপ্রবৃত্তির পুষ্টি দ্বারা সমগ্র পল্লীর উন্নতি সাধিত হয়। জলাশয় খনন, পথ ও পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মাণ এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় অন্যান্য উন্নতিতে পল্লী সমৃদ্ধিশালী হয়।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

সমিতি স্থাপন।

গ্রন্থের প্রথম অংশেই বলা হইয়াছে যে, এই কৃষকবহুল দেশে কৃষকগণের এখন ঋণ গ্রহণ বিনা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ অসম্ভব এবং সহজে উপস্থিত ব্যয় নির্ব্বাহার্থ সাধারণ লোকেরও ঋণ গ্রহণ স্বভাব-ধর্ম্ম হইয়া পড়িয়াছে। ইহা প্রচলিত রাজস্ববিধান, দেশাচার, সামাজিক ক্রিয়া কলাপ, দুর্ব্বৎসর এবং বিবিধ প্রতিকূল অবস্থার তাড়নার ফল। এই দেশব্যাপী ঋণবাহুল্য দুরীভূত করিতে হইলে প্রথমতঃ যাহাতে সাধারণ লোক চিরাভ্যস্ত আলস্য ও ঔদাসীন্য পরিহার করে, কার্য্যদক্ষ, কার্য্যতৎপর হইতে এবং সময় ও অর্থের সদ্ব্যবহার করিতে পারে তাহাই করিতে হইবে। দেশাচার ও সামাজিক ক্রিয়া কলাপের ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে হইবে এবং কৃষি ও শিল্প কার্য্যের উন্নতি বিধানে সচেষ্ট হইতে হইবে।

এখন ভিন্ন ভিন্ন দেশের পরস্পর-সহায়তায়-ঋণ-দান প্রণালীর ইতি-হাস ও কার্য্যকারিণী শক্তি আলোচিত হইয়া ইহা স্বতঃই প্রতীয়মান হইতেছে যে, একমাত্র পরস্পর-সহযোগিতায়-ঋণদান সমিতি প্রতিষ্ঠায় সর্ব্ববিধ জাতীয় দুর্গতি বিদুরিত হইতে পারে। আবার এই সকল বিবিধ প্রণালীর মধ্যে রাইফেজেন প্রণালীই বিশেষ কার্য্যকর এবং আমাদের দেশের উপযুক্ত। তবে ইহা অবশ্য অবিকল অনুকরণীয় নহে। ইহাকে দেশ, কাল, ও পাত্র ভেদে দেশের উপযোগী করিয়া লইতে হইবে। বহুপরীক্ষিত মূল সূত্র গুলি সম্বন্ধে কোন পরিবর্ত্তন অনা-বশ্যক। সীমাবদ্ধ কার্য্যক্ষেত্র, অসীম দায়ীত্ব গ্রহণ, বিনা পারিশ্রমিকে কার্য্য সম্পাদন, বিশেষ বিবেচনার সহিত সভ্য নির্ব্বাচন বিধি, অংশগত

লাভ পরিহার এবং স্থায়ী সঞ্চিতভাণ্ডার স্থাপন প্রভৃতি প্রধান নিয়ম গুলি মূলতঃ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কেবল মাত্র সমিতি সংস্থাপন ও তাহার কার্য্য পরিচালন সম্বন্ধে কতকগুলি দেশোপযুক্ত পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু তাহাও গবেষণা দ্বারা কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বেই সম্পন্ন হইতে পারে না। কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে যে যে পরিবর্ত্তন আবশ্যক তাহা স্থিরীকৃত হইতে পারিবে। সুবিজ্ঞ আইন কর্ত্তাগণ এইজন্য পরস্পর-সহযোগিতায়-ঋণদান-আইনে কয়েকটী মাত্র মূল সূত্র বিধিবদ্ধ করিয়া সমিতির কার্য্য পরিচালনজন্য উপবিধি প্রণয়ন ব্যবস্থা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন।

এক্ষণে সমিতি স্থাপনে কি কি প্রতিবন্ধকতা এবং তাহা কি প্রকারে দূরীভূত হইতে পারে তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাইতেছে। এই সকল প্রতিবন্ধকতা প্রধানতঃ ৪ শ্রেণীতে বিভক্ত হইল।

১। জাতীয়-চরিত্র-গত বাধা।

২। আর্থিক প্রতিবন্ধকতা।

৩। আইন সম্বন্ধীয় বাধা।

৪। রাজকীয় প্রতিবন্ধকতা।

জাতীয় চরিত্র গত বাধা ;—

(ক) নেতার অভাব।

* জাতীয়-চরিত্রগত বাধার আলোচনায় নেতা ও উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবই সর্ব্বপ্রধান। দেশে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত সহৃদয়

---

* For the material progress and redemption of India lies to my mind primarily in industry, secondarily only in politics, and so much can be effected by the former that it has always seemed to me a matter of great regret that hitherto the progressive party has sacrificed its best endeavours and energy solely at the altar of the latter ** To the man who has to struggle year

মহাত্মার অসদ্ভাব নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহারা এতদিন যে পথ অনুসরণ করিতেছেন তাহা জাতীয় উন্নতির সাহায্যকারী নহে। দেশের যথার্থ উপকার করিতে হইলে কেবল মাত্র রাজনৈতিক মার্গ অনুসরণ করিলেই হইবে না; কারণ যে সকল ব্যক্তিকে সতত পরিবার-বর্গের এবং আপনার আহার চেষ্টায় বিব্রত থাকিতে হয়, তাহাদের পক্ষে যে কোন প্রকার রাজ্য-শাসন-প্রণালীর মধ্যে বাস করা তুল্য কথা। আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শাসননীতির উন্নতি অবশ্যম্ভাবিনী এবং এইরূপ উন্নতি সাধন করিতে হইলে দেশের সাধারণ লোকের বিশেষতঃ কৃষক ও শিল্পি-কুলের উন্নতিসাধন সর্ব্বাগ্রে দ্রষ্টব্য। এ বিষয়ে যদি সহৃদয় নেতৃগণ দৃষ্টিপাত করেন এবং পল্লীতে পল্লীতে হাটে হাটে ভ্রমণ করিয়া সমিতি স্থাপনের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা সাধারণ লোকের নিকট প্রতিপন্ন করেন, তাহা হইলে দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে।

ইটালীতে লুজ্জাতী-সমিতি স্থাপন আলোচনার সময় সুহৃদ সমিতির নামোল্লেখ করা হইয়াছে। সুহৃৎ-সমিতি স্বয়ং ঋণদান সমিতি নহে। পরোপকারই ইহাদের ব্রত। ঋণদান সমিতির উপকারিতা সর্ব্বত্র প্রচার করা এবং শিক্ষা উপদেশ দানে লোককে ঋণদান সমিতির সভ্যের উপযুক্ত করা ইহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এই সুহৃৎ-সমিতির কল্যাণেই ইটালীতে পরস্পর-সহায়তায়-ঋণদান-প্রণালী সহসা এত বিস্তৃত হইয়াছিল। স্কটলাণ্ড প্রভৃতি দেশে এইরূপ সুহৃদ্‌সমিতি এখন যে মহৎকার্য্য সাধন করিতেছেন তাহা যথার্থই শিক্ষাপ্রদ। ঐ সকল দেশের সামান্য লোকের মধ্যে মাদকসেবী এবং ক্রীড়াসক্ত

---

in year out in order to gain daily bread for his family and for himself, it matters little under what form of Government he lives. J, Hope—Simpson, Registrar. C. S. S. (U. P.)

ব্যক্তির সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। নিজ নিজ কার্য্য সমাধা করিয়া দিনান্তে গৃহে প্রত্যাগমন সময়ে সুরাপানে, জুয়াখেলায় বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিলাস দ্রব্য ক্রয়ে যে সকল ব্যক্তি উপার্জ্জিত অর্থের অপব্যয় করিত, সুহৃদ্ সমিতি তাহাদের চরিত্র সংশোধন করিয়া তাহাদের এবং সমাজের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। সুহৃদ্‌সমিতির স্বেচ্ছাসেবক সভ্যগণ উপযুক্ত সময়ে শ্রমজীবীর ও কৃষকগণের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহাদেব নিকট এক পেন্স কি দুই পেন্স যাহা পান সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রত্যেকের নামে জমা করেন এবং উহাদেব বিশেষ প্রয়োজনকালে প্রত্যর্পণ করিয়া তাহাদের কষ্ট দূর করেন। এইরূপে সঞ্চয়ের উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, এই সকল ব্যক্তি ক্রমশঃ মিতব্যয়ী হইতেছে এবং নবজীবন লাভে দ্বিগুণ উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া পরস্পর সহায়তার নানাবিধ সমিতি স্থাপন করিয়া উহাতে যোগদান করিতেছে।

শুল্‌জ্, রাইফেজেন, লুজ্জাতী, উলেম্বর্গ প্রভৃতি মহাত্মাগণ কেবল মাত্র ব্যক্তিগত চেষ্টায় অদম্য উৎসাহ ও কঠিন পরিশ্রমের দ্বারা এই কল্যাণকর অনুষ্ঠানের উপকারিতা জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিয়া ছিলেন। সুবিজ্ঞ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "লোকশিক্ষা" প্রবন্ধে বলিয়াছেন "সুশিক্ষিত যাহা বুঝেন অশিক্ষিতকে ডাকিয়া উহাব কিছু কিছু বুঝাইলেই লোক শিক্ষিত হয়। এই কথা বাঙ্গলার সর্ব্বত্র প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সুশিক্ষিত অশিক্ষিতের সহিত না মিশিলে তাহা ঘটিবে না। সুশিক্ষিতে ও অশিক্ষিতে সমবেদনা চাই। অশিক্ষিতের হৃদয় বুঝিয়া তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে হইবে।"

(খ) রক্ষণ শীলতা।

এই প্রচার কার্য্যে জাতীয় রক্ষণ শীলতা একটী প্রধান বিঘ্ন। যে দেশে প্রচলিত কার্য্য প্রণালীর বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তনে লোকে সন্দেহাকুল ও উদ্বিগ্ন হয় তথায় এই অভিনব প্রণালী স্থাপন সহজ সাধ্য নহে।

অবশ্য এইরূপ সন্দেহের যে কারণ না আছে তাহা নহে। শত শত বর্ষব্যাপী পরাধীনতা এবং তদানিন্তন রাজার অত্যাচারের ফলে মানুষ স্বভাবতঃই সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং তজ্জন্য সহজে নূতন কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে চাহে না। যাহা হউক মোগল, পাঠান, তুর্ক প্রভৃতি জাতির অর্থলুণ্ঠন ও পীড়ন এবং দস্যু তস্করের অত্যাচার ও অপহরণ এখন স্বপ্নাতীত ও দেশ শান্তিপূর্ণ। এখন সুশাসন ও সুশিক্ষার ফলে লোকচিত্তের ও পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব পর; কিন্তু এই পরিবর্ত্তন সমাজের নিম্নস্তর স্পর্শ করিতে বহু সময় ও চেষ্টার কার্য্য, তবে ইহা যে অসম্ভব এমন বিবেচনা হয় না। আমাদের দেশের জন সাধারণ পাশ্চাত্য দেশের জনসাধারণ হইতে অজ্ঞ ও নির্ব্বোধ নহে।* গুরলে মহোদয় ইয়ুরোপের নানা স্থানে ঋণদান সমিতির কার্য্যকারিতা পরিদর্শন করিয়া বলিতেছেন যে বিভিন্ন দেশে এই সকল সমিতি কিরূপ উন্নতি সাধন করিয়াছে তাহা দেখিয়া বঙ্গদেশে এইরূপ সমিতি প্রতিষ্ঠা ও তাহার কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে কোন অনতিক্রম্য বিঘ্ন দৃষ্ট হয় না।

(গ) বিশ্বাসের অভাব।

পরস্পর মধ্যে বিশ্বাসের অভাব এই শুভানুষ্ঠানের একটী প্রধান অন্তরায় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। যিনি দেশের পূর্ব্বতন অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়াছেন, তিনিই জানেন পূর্ব্বে আমাদের পরস্পর বিশ্বাস প্রবৃত্তি অতি প্রবলা ছিল। পূর্ব্বে রেজেষ্টারী করিবার

---

* I am so convinced of the necessity for this movement and so sure of ultimate success that I would count it an honour to be permitted to spend the rest of my service in helping it on. I have seen what the scheme has done for other countries and I see no insuperable obstacle to success. Letter from Mr. W. M. R. Gourlay to the Ho'nble Mr. L. Hare C. I. E.

প্রথা ছিল না এবং আইন আদালতেরও সংখ্যাধিক্য ছিল না। অবশ্য যদিও কাল মাহাত্ম্যে সেই বিশ্বাস প্রায়ই লোপ হইয়াছে কিন্তু বর্ত্তমান সমাজে এখনও উহার ক্ষীণালোক দৃষ্ট হয়। এখনও সমাজ-নেতার কথায় লোকের অনাস্থা ঘটে নাই এবং সমাজস্থ ব্যক্তিগণের নিকট ঘৃণিত, লাঞ্ছিত এবং অপমানিত হইবার ভয় রাজদণ্ড অপেক্ষাও অনেক বেশী। সমাজের বিরাগভাজন হইবার আশঙ্কায় কেহই বিশ্বাসঘাতক হইতে সাহস করে না। এই স্বভাবসিদ্ধ বিশ্বস্ততার বীজমাত্র লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে অবশ্যই সুফল লাভ হইবে।

(ঘ) সমবেত কার্য্যকরণে অক্ষমতা আর একটী বিঘ্ন।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে স্বার্থত্যাগের অভাবে সমবেত কার্য্য অনেক সময় দুরূহ হয়। "নিধির" বিবরণে দেখা গিয়াছে যে দরিদ্রের সামান্য উপকার করিতে গিয়া ও ডাইরেক্টর ও কেরাণীর বেতনে, আফিসের সরঞ্জামাদিতে বহু ব্যয় করা হইয়া থাকে। এদেশেও সর্ব্বদা দেখা যায়, একটী সামান্য পাঠাগার কি প্রদর্শনী কিম্বা দাতব্যশালা স্থাপিত হইলে, বাড়ী ভাড়ায়, কেরাণী ও ভৃত্য প্রভৃতিতে অনেক অযথা অর্থ নষ্ট হইয়া থাকে। আমেরিকা, ইউরোপ প্রভৃতি দেশে লোকে বিনা পারিশ্রমিকে কত মহৎ কার্য্য করে তাহা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। যাহা হউক বর্ত্তমান সময়ে এ বিষয়ে অনেকটা সুবিধা দেখা যাইতেছে এবং নিঃস্বার্থ ভাবে দেশের উপকারার্থে কার্য্য করিতে অনেকেই অগ্রসর হইতেছেন।

পল্লীগ্রামে উপযুক্ত লোকের অভাব হইবে বলিয়া অনেকে অনুমান করিয়াছেন। স্বদেশহিতৈষী শিক্ষিত পুরুষগণ একবার সমিতির প্রণালী বুঝাইয়া দিয়া সমিতি স্থাপিত করিয়া দিতে পারিলে, সমিতি পরিচালন সম্বন্ধে কোন বিঘ্ন দেখা যায়

না। * পল্লীগ্রামের মাতব্বর ব্যক্তিগণ চিরদিন সীমাবদ্ধ কার্য্যক্ষেত্রে অক্ষুণ্ণ শক্তিতে গ্রাম্য বিবাদ, গৃহ বিবাদ, জলস্বত্ব, ভূমিস্বত্ব প্রভৃতি নানাবিধ জটিল বিষয়ের মীমাংসা করিতেছেন। এই সকল গ্রাম্য মাতব্বর হইতে আজকাল পঞ্চায়েত নিযুক্ত হইতেছে এবং তাহাদের প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা এবং কার্য্যকারীতা শক্তি বৃদ্ধির জন্য অধুনা গভর্ণমেণ্ট অতিশয় যত্নবান্ হইতেছেন। ইহাঁদের দ্বারা সমিতি পরিচালন দুরূহ হইবে না।

(ঙ) মহাজন প্রদত্ত বাধা।

এইস্থলে আর একটী বিশেষ বিঘ্নের কথা উল্লেখযোগ্য। আমরা সাধারণ মহাজনদিগের জন্য চিন্তা করি না, কারণ তাহাদের সহিত সম্মুখ সংগ্রামই এই প্রণালীর অন্যতম উদ্দেশ্য। ভয় ভূস্বামী মহাজনকে। অনেক ভূস্বামীর কর্জ্জ তহবিল বা ধানের গোলা আছে। ইহারা প্রথমে প্রজাকে কর ভারে দরিদ্র করেন, পরে তাহাকে উচ্চ সুদে টাকা বা ধান কর্জ্জ দেন এবং এইরূপে ক্রমে তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করেন। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের রেজিষ্টার শ্রীযুত কিরণচন্দ্র দে মহোদয় এই প্রকার প্রতিবন্ধক বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছেন। † প্রতীকারার্থে এইমাত্র বক্তব্য যে, যেস্থানে এরূপ ভূস্বামী মহাজন আছেন,

---

* The Panchayat customs too which still survive in social matters in those provinces offer a better foundation and greater hope of success than Raiffeisen had at the beginning in the Westerwald.

Letter from Mr. W. R. Gourlay to the Hon'ble Mr. L. Hare C. I. E.

† The richer people are almost all money lenders and kept aloof from the societies when they did not actively oppose.

Report by Mr. K. C. De, Registrar Co-operative Credit Societies (1905-06).

প্রারম্ভে সেই স্থলে সমিতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা বা উদ্যোগ বিড়ম্বনা মাত্র। কালক্রমে কৃষকগণ যখন ইহার কার্য্যকারীতা বুঝিতে পারিবে, সেই সময় আপনা হইতেই তথায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইবে। দুঃখের বিষয় এরূপ ভূস্বামীর সংখ্যা অতীব বিরল। সহৃদয় ভূস্বামীগণ আপনাদের মধ্যে একটুকু আধিপত্য বিস্তার করিয়া পূর্ব্বোক্ত ভূস্বামী মহাজনের কার্য্যকলাপের প্রতি তীব্র দৃষ্টি করিলে অনেক মঙ্গল হইবে।

এই সকল জাতীয় প্রতিবন্ধক দূরীকরণে একমাত্র বল লোক শিক্ষা। অজ্ঞতাবশে আমরা এতদিন পরমুখাপেক্ষী হইয়াছিলাম এবং পরমুখাপেক্ষীতা আমাদের স্বাধীন চিন্তা, আত্মনির্ভর, আত্মমর্য্যাদা, পরস্পর সহানুভূতি প্রভৃতি সদ্‌গুণ বিনষ্ট করিয়া, আমাদিগকে অন্তঃসারশূন্য, হীনবল, বাক্‌সর্ব্বস্ব অধম জাতিতে পরিণত করিয়াছে। কিন্তু ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হয় যে, প্রকৃত ঋণদান সমিতি, দেশীয় জনসাধারণের উদ্যোগ, চেষ্টা ও অনুরাগ ভিন্ন কখনই স্থাপিত, পরিচালিত, এবং শ্রীবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে না। এইরূপ অনুষ্ঠান সর্ব্বতোভাবে আত্মশিক্ষা, আত্মনির্ভর এবং পরস্পর সহানুভূতি প্রভৃতি মানসিক শক্তির উপর নির্ভর করে সুতরাং ইহা স্বেচ্ছা প্রণোদিত এবং জাতীয় আভ্যন্তরিক উদ্দীপনা পূর্ণ হওয়া আবশ্যক।

কেবল প্রতিষ্ঠা, দেশ হিতৈষিণা মূলক শিক্ষা, একতা এবং বিশ্বস্ততার অভাবে আমরা পরমুখাপেক্ষী হইয়াছি। নিজের দুর্গতি নিজে দূর করিতে চেষ্টা না করিলে অন্য কেহই সেই দুরবস্থা ঘুচাইতে সক্ষম হয় না। আত্মনির্ভর ব্যতীত আন্তরিক ব্যাকুলতা জন্মে না, আন্তরিক ব্যাকুলতা না জন্মিলে উন্নতি হয় না। যখন বঙ্গের কৃষক, শ্রমজীবী ও সাধারণ লোকের যথার্থ দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে আঘাত লাগিবে, সেই সময় আমাদের স্বয়ংই তাহাদিগের দুঃখ-মোচনের জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে।

পাশ্চাত্য জাতীর ইতিহাস পাঠে পরস্পর সাহায্যদান সমিতির উপকারীতা সম্যক অদয়ঙ্গম হইয়াছে; এক্ষণে ইহা যাহাতে এদেশে সংস্থাপিত হইয়া জনসাধারণের দুর্গতি দূর করিতে সমর্থ হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। আমাদের অদয়ে স্বদেশানুরাগ জাগরিত হইলে ও একবার উদ্দেশ্যের মহত্ব অনুভব করিতে পারিলে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় আপনা হইতে আসিয়া আমাদিগকে কর্ম্মপথে অগ্রসর করিবে।

আমাদিগের বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, গভর্ণমেণ্ট স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া আমাদিগকে সাহায্য দানে প্রস্তুত হইয়াছেন এবং কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া প্রণালীসম্মত ঋণদান বিষয়ে শিক্ষা ও উৎসাহ প্রদান, প্রারম্ভিক বাধা বিঘ্ন দূরীকরণ, অর্থ সাহায্য এবং বিশেষ বিশেষ অধিকার প্রদান প্রভৃতির সুব্যবস্থা করিয়াছেন। শিক্ষার অভাব উপলব্ধি করিয়া গভর্ণমেণ্ট প্রত্যেক প্রদেশে লোক শিক্ষার জন্য একজন করিয়া রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত করিয়াছেন। বঙ্গদেশের বর্ত্তমান স্থায়ী রেজিষ্টার শ্রীযুক্ত গুরদে মহোদয় পাশ্চাত্য দেশে এ সম্বন্ধে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতালাভ করিয়া আসিয়াছেন কিন্তু একমাত্র তাঁহা দ্বারা সমগ্র দেশে কার্য্য সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর নহে। আমাদের স্বদেশবৎসল উন্নত-হৃদয় মহাত্মাগণের কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার সময় উপস্থিত। তাঁহাদিগকে ঋণদান সমিতির ইতিহাস আবশ্যকতা ও উপকারিতা সাধারণে প্রচার করিয়া জ্ঞান বিস্তার করিতে হইবে। আমাদের জনসাধারণের বর্ত্তমান দুরবস্থা যাহাতে নবোদ্ভাবিত প্রণালী অবলম্বনে দূরীভূত করা যায়, তাহার উপায় করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করিয়া অধিবাসিগণকে বুঝাইতে হইবে এবং যাহাতে তথায় সমিতি স্থাপিত হয় তদ্বিষয়ে সবিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। যাঁহারা দেশের উন্নতি সাধনে সমুৎসুক, তাঁহারা অগ্রসর হইয়া ধৈর্য্য, অধ্যবসায়,

দৃঢ়তা ও উৎসাহের সহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে অবশ্যই সুফললাভ হইবে এবং উদ্যোগী পুরুষগণ আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া ধন্য হইবেন।

আর্থিক প্রতিবন্ধকতা।—

অর্থই সকল কার্য্যের মূল। কিন্তু গ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষক ও শিল্পীকে নিঃস্বার্থভাবে অর্থ দিয়া কে তাহার ধনাগমের সহায় হইবে? সহরের বড় বড় ব্যাঙ্কে যথেষ্ট টাকা আছে, কিন্তু তাহারা পল্লী গ্রামের ক্ষুদ্র কৃষক বা শিল্পীকে কর্জ্জ দান করিতে অনিচ্ছুক। ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারী দ্বারা ঋণপ্রার্থীর অবস্থা অনুসন্ধান, কর্ম্মচারীর বেতন ও তাহার অনুসন্ধানে ভ্রান্তি এবং ছলনার আশঙ্কা, কৃষক ও শিল্পীর জামিনের অকর্ম্মণ্যতা, ক্ষুদ্র ঋণ আদায়ের কষ্ট এবং মোকদ্দমা হইলে আদালত ব্যয়, চুক্তিমত যথাসময়ে পরিশোধে অক্ষমতা দেখিয়া সহরের বড় বড় ব্যাঙ্ক দূরবাসী অজ্ঞাত চরিত্র কৃষক ও শিল্পীকে ঋণদানে অগ্রসর হইবে না।

কিন্তু যাহা বড় বড় ব্যাঙ্কের পক্ষে অসম্ভব, তাহা কেবল পল্লী ব্যাঙ্কের পক্ষে সম্ভব। বহু বৎসর ধরিয়া বড় বড় ব্যাঙ্ক যে কার্য্যে কৃত-কার্য্যতা লাভ করিতে পারে নাই, কয়েক বৎসর মধ্যে ইউরোপের পল্লী ব্যাঙ্ক তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়াছে। এখানে ঋণপ্রার্থীর অবস্থা অথবা ঋণ প্রাপ্ত অর্থ কি উপায়ে ব্যয় হইতেছে তাহা জানিবার অসুবিধা নাই। কোন প্রকার বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করিবার পূর্ব্বে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় এবং দোষী ব্যক্তিকে সামাজিক দণ্ড প্রদানে অপরাধ হইতে বিরত করা যাইতে পারে। নিতান্ত আবশ্যক হইলে নিকটস্থ আদালতের আশ্রয় লওয়া সহজ এবং ডিক্রীতে ঋণীর জমিজিরাত নিলাম হইলে গ্রামবাসিগণ ও ক্রয় করিতে সমুৎসুক।

এখন দেখা যাক কি কি উপায়ে সমিতির মূলধনের টাকা সংগ্রহ হইতে পারে।

১। সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্ত হওয়ার জন্য প্রবেশ ফী।

২। সমিতির সভ্যগণের গচ্ছিত রাখা টাকা।

৩। গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত ঋণের টাকা।

৪। সেণ্ট্রাল বা কেন্দ্র সমিতির প্রদত্ত টাকা।

৫। যাহারা সমিতির সভ্য নহে এই প্রকার ব্যক্তির প্রদত্ত ঋণের টাকা।

১। সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্ত হওয়ার জন্য প্রবেশ ফী। পরস্পর সহায়তায় ঋণদান সমিতির বিধান অনুসারে প্রত্যেক সভ্যকে নির্দিষ্ট হারে প্রবেশ ফী দিতে হয়। লোকের অবস্থা অনুসারে এই ফী সচরাচর চারি আনা হইতে এক টাকার মধ্যে হইয়া থাকে। যাহারা সমিতির সভ্য হয়, নগদ টাকা তাহাদের তত সচ্ছল নহে, সুতরাং প্রবেশ ফী হইতে অধিক অর্থ আশা করা যায় না। বিশেষত বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট এবং আসাম এবং পূর্ব্ববঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট, প্রবেশ ফীর সম্পূর্ণ টাকা রিজার্ভ ফণ্ড বা রক্ষিত তহবিলে জমা দিবার নিয়ম করিয়াছেন, অতএব সমিতির আদান প্রদান যোগ্য মূলধনে, এই টাকা ধর্ত্তব্য নহে। সমিতি স্থাপনের প্রারম্ভে ডাক টিকিট, কাগজ, কলম ইত্যাদি ষ্টেসনারি খরচ আবশ্যক। প্রবেশ ফীর কিছু টাকা এই কার্য্যে ব্যয় হইতে পারে।

২। সমিতির সভ্যগনের গচ্ছিত রাখা টাকা।—যাহারা সমিতির সভ্যশ্রেণিভুক্ত হইয়া সমিতি স্থাপন করিতে উদ্যত হইবে তাহাদের অধিকাংশেরই গচ্ছিত রাখিবার উপযুক্ত টাকা নাই। উহাদের মধ্যে দুই এক জনের কিছু টাকা থাকিলেও নিজের অর্থ এমন একটী অভিনব ব্যাপারে গচ্ছিত রাখিয়া তাহা হইতে কর্জ লইতে অগ্রসর হইবে না। বিশেষত দেশে ব্যাঙ্ক সমন্ধীয় শিক্ষার গুরুতর অভাব প্রযুক্ত কোন অর্থশালী ব্যক্তিই লাভের আশায় এই প্রকার কার্য্যে নিঃশঙ্কচিত্তে টাকা গচ্ছিত রাখিতে সাহস করিবে না। তবে সভ্যগণ যত টাকা

গচ্ছিত করিবেন, গভর্ণমেণ্ট ও তত টাকা সমিতির ভাণ্ডারে গচ্ছিত করিবেন এবং গচ্ছিত টাকার উপর নির্দ্দিষ্ট হারে সুদ পাওয়া যাইবে, এই সকল বিষয়, বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিলে, কোন কোন ব্যক্তি টাকা গচ্ছিত করিতে পারেন। সভ্যগণের গচ্ছিত টাকাই সমিতির যথার্থ মূলধন, অতএব এই প্রকারে প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ যাহাতে বেশী হয় তাহারই সমধিক চেষ্টা করিতে হইবে। বিশেষতঃ ইহাই সমিতির সভ্যগণের সেভিংস ব্যাঙ্ক এবং প্রত্যেক সভ্যই যাহাতে কিয়ৎ পরিমাণ টাকা গচ্ছিত রাখিয়া অসময়ের জন্য কিছু সঞ্চয় করিতে পারে, বক্ষ্যমাণ প্রণালীর তাহাই অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। এই গচ্ছিত টাকার সুদের হার সাধারণ সভায় নির্দ্দিষ্ট হইবে এবং কখন কি উপায়ে এই টাকা আবশ্যক মত বাহির করিতে পারা যাইবে তাহার ও নিয়মাবলী থাকিবে।

৩। গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত ঋণের টাকা।--প্রথমে গভর্ণমেণ্ট হইতে কি পরিমাণ টাকা, কি নিয়মে ঋণস্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা বর্ণনা করিয়া পরে তদবিষয়ে সমালোচনা করিব।

ভারত গভর্ণমেণ্ট নিয়ম করিয়াছেন, যে কোন সমিতি নিজের চেষ্টায় যত পঞ্চাশ টাকা স্থায়ী আমানত স্বরূপ সংগ্রহ করিতে পারেন, গভর্ণমেণ্ট সেই সমিতিকে তত পঞ্চাশ টাকা ঋণদান করিবেন। এই হিসাবে গভর্ণমেণ্ট উর্দ্ধ সংখ্যায় দুই হাজার টাকা পর্য্যন্ত দিবেন। গভর্ণমেণ্টের ঋণ প্রদত্ত টাকার উপর প্রথম তিন বৎসর কোন সুদ দিতে হইবে না, পরে শতকরা বার্ষিক ৪ টাকা হার সুদে দশ বৎসরের তুল্য কিস্তিবন্দীতে উহা পরিশোধ করিতে হইবে।* ভারত গভর্ণমেণ্ট

* But such advances will have a value beyond their mere use as capital, since they will be an earnest of the reality of the interest taken by Government in the movement......They there-

াদের মন্তব্যে আরও প্রকাশ করিয়াছেন যে গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত অর্থ ন রূপে ব্যবহৃত হওয়া ব্যতীত উহা এবম্বিধ অনুষ্ঠানে গভর্ণমেণ্টের ও আগ্রহাতিশয্যের একটী জাজ্বল্য নিদর্শন হইবে এবং এই প্রকার সাহায্যের ব্যবস্থায় মিতব্যয়, স্বাবলম্বন প্রভৃতি উচ্চ প্রবৃত্তিগুলি দের মনে স্বতঃই আবির্ভূত ও পরিস্ফুট হইবে।

গভর্ণমেণ্ট যে প্রণালীতে অর্থ সাহায্য করিতেছেন তাহা উত্তম ও উহা এতদ্দেশে প্রথম অবস্থায় সম্যক্ উপযোগী নহে। মেণ্টের নিকট সাহায্য প্রাপ্ত হইতে হইলে প্রথমে সভ্যগণকে অর্থ গচ্ছিত করিতে হইবে এই নিয়মের কথঞ্চিত পরিবর্ত্তন শুক। সমিতি স্থাপন করিবার জন্য যদি গভর্ণমেণ্ট সভ্য সংখ্যা ও স্থ অবস্থা বিবেচনা করিয়া নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা কর্জ্জ দেন তাহা । সমিতি স্থাপন কার্য্যে আশু সাফল্য লাভ করা যাইতে পারে। াবির ঋণের টাকা গভর্ণমেণ্ট কেবলমাত্র ঋণগ্রহীতার জামিনিতে থাকেন। সমিতিকে ঋণ দিবার পূর্ব্বেও সেইরূপ জামিন সম্বন্ধে শষ তদন্ত করিয়া টাকা দিতে পারেন এবং এমন নিয়ম করিতে ন যে সমিতির সভ্যগণকে সমিতি স্থাপনের ৪।৫ বৎসর মধ্যে মেণ্ট প্রদত্ত টাকার পরিমাণ টাকা, গচ্ছিত করিতে হইবে, নচেৎ তর লোপ সাধন করিয়া, গভর্ণমেণ্ট, ঋণ প্রদত্ত অর্থ প্রত্যুপগ্রহণ বন। বিশেষতঃ গভর্ণমেণ্টের টাকা দ্বারা সমিতি স্থাপনের আর সুবিধা এই যে, লোকে গভর্ণমেণ্টের ঋণপ্রদত্ত টাকা অতি সতর্কতার । ব্যবহার করিয়া থাকে, কারণ গভর্ণমেণ্ট নিজ প্রাপ্য টাকা রি উপায়ে সার্টিফিকেট দ্বারা আদায় করিতে পারেন।

---

anction advances to such societies to be made in even fifties ipees, which will be free of interest during the first three after the registration of any society. Govt. of India, Resolu- No, 1-63-3 of the 29th April 1904.

বঙ্গদেশে কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রারম্ভিক উদ্যোগ সম্বন্ধে উপায় নিদ্ধারণ করিবার জন্য নিয়োজিত হইয়া শ্রীযুক্ত পি, সি, লায়ন মহোদয় যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও তিনি প্রথম অবস্থায় সভ্যগণকে অর্থ গচ্ছিত করিতে হইবে, পরে গভর্ণমেণ্ট টাকা কর্জ্জ দিবেন এমন কোন নিয়ম না করিয়া, গভর্ণমেণ্ট হইতে প্রথম অবস্থাতেই সমিতি স্থাপন উপযোগী টাকা কর্জ্জ দিয়া স্থানে স্থানে সমিতি স্থাপন উচিত বোধ করিয়াছেন। তিনি যথার্থই বলিয়াছেন যে সমিতি স্থাপন করিয়া কার্য্য পরীক্ষা দ্বারা সমিতির উপকারিতা লোককে দেখাইয়া না দিলে সফলতার *কোনও সম্ভাবনা নাই এবং লোকের আপনার সাধারণ বুদ্ধিবলে ব্যবসায় বুদ্ধি জন্মিবে আশা না করিয়া স্থাপিত সমিতি দ্বারা কি প্রকারে লোকের স্বার্থসিদ্ধি ও উপকার হইতে পারে তাহা দেখাইয়া ব্যবসায় বুদ্ধি সমুৎপন্ন করাই সঙ্গত।

গত ২৮শে মার্চ্চ তারিখের ভারত গভর্ণমেণ্টের বজেট আলোচনায় মহামান্য শ্রীযুক্ত দ্বারভাঙ্গার মহারাজ বাহাদুর, সমিতি স্থাপনের জন্য ভারত গভর্ণমেণ্টকে উদ্বৃত্ত অর্থ হইতে স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের হস্তে

---

* I believe that the only means by which we can hope to spread a knowledge of the advantages of Co-operative banking and gain the experience necessary, to enable us to guide it, is to establish experimental Credit Societies in rural tracts in all parts of India and to conduct them patiently under careful supervision. Until the people have much practical examples placed before them, little good will be done by the dissemination of tons of literature and we must trust to their self interest to spur their intelligence, rather than leave it to their intelligence to rouse their natural commercial instincts

Mr. P C. Lyon, Special Officer in connection with the initiation of Agricultural Banks in Bengal.

বাৎসরিক কয়েক লক্ষ করিয়া টাকা দিয়া, অবস্থানুসারে সমিতি স্থাপনে ব্যয় করিবার ক্ষমতা দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন।

গভর্ণমেণ্ট কৃত অর্থ সাহায্য দুই প্রকারে হইতে পারে।

( ) নগদ অর্থ সাহায্য।--ইহারও যে প্রকার ভেদ আছে, তাহা গভর্ণমেণ্ট যে উপায়ে সাহায্য দিতেছেন এবং গ্রন্থে যে উপায় উল্লিখিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিলেই অনুমিত হইবে।

(২) গ্যারাণ্টি বা মূলধনিগণকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের অঙ্গীকার।—ইজিপ্টের গভর্ণমেণ্ট এই প্রকার নিয়মে সাহায্য দান করিতেছেন। ভারতবর্ষেও রেল পথ বিস্তারে উৎসাহ বর্দ্ধন জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট এই প্রকার গ্যারাণ্টি বা ক্ষতিপূরণ করিয়া থাকেন। গভর্ণমেণ্ট যদি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক, জেলাব্যাঙ্ক কিম্বা জমিদার প্রভৃতি ধনশালী ব্যক্তিগণকে এই প্রকার ক্ষতিপূরণের অঙ্গীকার করেন, তাহা হইলে রাজধানীতে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক, জেলায় জেলায় শাখা ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইতে পারে এবং জমিদার ও অপর ধনশালী ব্যক্তিগণ সমিতি স্থাপনোপযোগী অর্থ-সাহায্য নিঃশঙ্কোচে করিতে পারেন। পূর্ব্বোক্ত বজেট আলোচনায় * মাননীয় শ্রীযুক্ত দ্বারভাঙ্গার মহারাজ বাহাদুরও এই প্রকার সাহায্যের পক্ষপাতী।

---

* Cultivators themselves have no the capital required to develope their holdings, and monied men are naturally chary of new ventures. But while, as Mr. Moreland says, it might be difficult for Government itself to directly finance the cultivators, can it not do something to encourage the monied men of the districts to venture a little in the way of financing the villagers? I dare say gentlemen could be found who would be willing to risk their capital if they have some sort of Government guarantee behind them.

Budget Debate—1906. The Maharaja of Dharbhanga's Speech.

৪। *সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ও ডিষ্ট্রিক্ট সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক বা জেলা ব্যাঙ্কের প্রদত্ত ঋণ।*—গ্রাম্য সমিতির অর্থ সাহায্যে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের কার্য্য-কারীতা বিশেষ উপযোগী। কিন্তু আমাদের দেশে অর্থনীতি শাস্ত্রের চর্চ্চা এবং শিক্ষা এত অল্প ও তৎকারণে মূলধনিগণের, কোন নূতন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে এত আশঙ্কা, যে সহজে এই বিষয়ে কিছু হওয়া অত্যন্ত দুরূহ।

মিঃ গুরলে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক স্থাপন সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা সময় সাপেক্ষ। কিন্তু ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই সমস্ত কার্য্য করিতে হইবে এবং ভবিষ্যতে কেবল পল্লী সমিতির অংশীদারীতেই সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তিনি আরও বলেন যে, যতদিন পাশ্চাত্য প্রণালী অনুসারে সম্পূর্ণ অঙ্গসৌষ্ঠব পূর্ণ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক স্থাপন সম্ভব না হয়, ততদিন অস্থায়ীভাবে রেজিষ্ট্রারই সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টার জেনারেলের পদ অধিকার করতঃ উহার আবশ্যক কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন। প্রথম অবস্থায় প্রত্যেক পল্লী সমিতি একাএক সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের সহিত আদান প্রদান করিবে এবং যতদিন পর্য্যন্ত নানাবিধ তত্ত্বাবধায়কশক্তি শিক্ষিত ও স্থাপিত না হয়, ততদিন রেজিষ্ট্রার তাঁহার ব্যক্তিগত জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া সেই সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। ভবিষ্যতে এমন আশা করা যায় যে প্রত্যেক জেলাতে এক একটী শাখা ব্যাঙ্ক সংস্থাপিত হইতে পারিবে।

শ্রীযুক্ত গুরলে মহোদয় আমাদের দেশে সমিতি স্থাপনের যে উপ-দেশ দিয়াছেন তাহা নিম্নে বিবৃত হইল। এই প্রকার প্রণালীই পাশ্চাত্য দেশের সমাজ বৰ্দ্ধন ও সমবেত শক্তিবৃদ্ধির একমাত্র কারণ এবং জাতীয় জীবন গঠনের, চিরস্থায়ী উন্নতি বিধানের ও রাজ সাহায্য নিরপেক্ষ সাহায্যদানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

এদেশের জন্য তিনি যে প্রণালী প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা এইরূপ।

গ্রামে গ্রামে সমিতি সংস্থাপিত হইলে তদুপরি একটী ইউনিয়ন বা জেলা সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। প্রত্যেক পল্লী সমিতি আপন আপন সভ্য হইতে দুইজন করিয়া প্রতিনিধি নির্ব্বাচন পূর্ব্বক জেলা সমিতিতে প্রেরণ করিবেন। জেলা সমিতি জেলার কেন্দ্রস্থানে একটী করিয়া ত্রৈমাসিক সভা আহ্বান করিবেন।

জেলা সমিতির উপর আবার বিভাগীয় সদরে প্রাদেশিক সমিতি স্থাপিত হইবে। জেলা সমিতি সমূহ নিজ নিজ সভ্য হইতে ৩ জন করিয়া সভ্য নির্ব্বাচন করিয়া প্রাদেশিক সমিতিতে পাঠাইবেন। প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন বৎসরে দুইবার করিয়া হইবে।

সর্ব্বোপরি রাজধানীতে একটী মহাসমিতি স্থাপিত হইবে এবং প্রাদেশিক সমিতি হইতে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণ বৎসরান্তে তথায় একবার সম্মিলিত হইয়া বাৎসরিক কার্য্যের আলোচনা করিবেন।

এইরূপে জেলা ব্যাঙ্ক, প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক ও রাজধানীস্থ সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইবে। শেষোক্ত ব্যাঙ্ক ও সমিতির কার্য্যকারীতা যথা-স্থানে বর্ণিত হইয়াছে।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ও সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইলে উহা জেলা ও প্রাদেশিক সমিতির কার্য্যপ্রণালী পরিদর্শনে সমর্থ হইবে। অতএব ক্রমশঃ গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর পরিদর্শন কার্য্য অনাবশ্যক হইবে। তখন গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী সমিতিগুলিকে নিয়ম মত রেজিষ্টরী ভুক্ত করিয়া এবং উহাদের কর্ত্তৃক সাধারণ বিধানগুলি সর্ব্বতোভাবে লক্ষিত হইতেছে কিনা কেবল ইহাই দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন।

রাজধানীর সেণ্ট্রাল সমিতির প্রেসিডেণ্টের প্রতি নূতন সমিতি স্থাপনে উৎসাহদান ও পরিদর্শন প্রভৃতি কার্য্যের ভার সম্যক প্রকারে

ন্যস্ত থাকিবে এবং সেণ্ট্রাল সমিতি দ্বারা সকল সমিতির হিসাব পরীক্ষিত হইয়া আয় ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রকাশিত হইবে।

ইউনাইটেড প্রভিন্সের খ্যাতনামা রেজিষ্টার মিঃ হোপ সিমসন অশেষ চেষ্টায়, সেখানে ইতিমধ্যেই ১৮টী ডিষ্ট্রিক্ট সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমিতি স্থাপনের পথ সুগম করিয়াছেন। তিনি বলেন গ্রাম্যসমিতির পক্ষে হিসাব রাখা, মূলধন সংগ্রহ করা এবং এক সমিতির মধ্যে বিভিন্ন জাতির সভ্য সমন্বয় করা, বড়ই কঠিন কার্য্য বিবেচনা করিয়া কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বেই সেণ্ট্রাল সমিতি স্থাপন করিয়া ঐ সকল গুরুতর সমস্যা সমাধানের উপায় স্থির করা হইয়াছিল এবং এক্ষণে কার্য্যতঃ সেই সকল সমস্যার সমাধান হইয়াছে। তাঁহার উদ্যোগে স্থাপিত সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক সমূহ গ্রাম্য সমিতির হিসাব পত্র রাখার বিশেষ সহায়তা করিতেছে এবং গ্রাম্য সমিতিকে মূলধন যোগাইতেছে।

আমাদের দেশেও প্রতি গ্রামে অশেষবিধ জাতির বাস। বিভিন্ন জাতি লইয়া একটী সমিতি গঠিত হইলে উচ্চ শ্রেণীর জাতির নিকট নিম্ন শ্রেণীর জাতির তুল্যরূপ ব্যবহার পাওয়া অসম্ভব। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতির সমিতিতে তিলি, বাগ্দী বা মুচিগণের স্থান পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু একটী সেণ্ট্রাল সমিতি থাকিলে, তাহার সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমিতিগুলি সংযুক্ত হইতে কোনও আপত্তি হইতে পারে না।

প্রত্যেক জাতির পল্লীসমিতি সেণ্ট্রাল সমিতির সহিত যোগদান করিয়া আপনাদের মধ্যে হইতে একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারেন। এই সকল প্রতিনিধি দ্বারা সেণ্ট্রাল সমিতি গঠিত হইলে, সেই সকল প্রতিনিধি সেণ্ট্রাল সমিতির উপবিধি অনুসারে নিজ নিজ গ্রাম্য-সমিতির দায়িত্ব বন্ধক দিয়া যৌথদায়িত্বে স্থানান্তর হইতে বহুল পরিমাণ টাকা কর্জ্জ লইয়া সমিতির মধ্যে বিতরণ করিতে পারেন। সম্প্রতি ইহাই

বক্তব্য যে, আত্মনির্ভরতা প্রভৃতির অনুশীলন যখন জাতীয় উন্নতির মূল কারণ, তখন আমাদের দেশের ধনবান ব্যক্তিগণকে এবং ভূস্বামিগণকে অগ্রসর হইয়া এই লোকহিতকর কার্য্যের শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইবে। এই সকল মহোদয়গণের মধ্যে কেহবা স্বেচ্ছা প্রণোদিত কেহ বা অনুরুদ্ধ কেহ বা রাজপ্রসাদাকাঙ্ক্ষী হইয়া নানা বিষয়ে চাঁদা প্রদানে বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় প্রভৃতি সৎকীর্ত্তির অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তাঁহারা দেশের কল্যাণ কল্পে, রাজধানীতে যদি একটী সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক এবং জেলায় জেলায় ডিষ্ট্রিক্ট সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক স্থাপনে অগ্রসর হন তাহা হইলে অনতিকাল মধ্যেই পল্লীসমিতির বহুল বিস্তার হইয়া দেশের অজ্ঞ কৃষক ও শিল্পিগণের মধ্যেও জাতীয় জীবনের অভ্যুত্থান হইবে। রাজধানী অপেক্ষা প্রতি জেলায় এক একটী জেলা ব্যাঙ্ক স্থাপিত করা বোধ হয় অপেক্ষাকৃত সহজ এবং উহা সহজেই পল্লীগ্রামের লোকের মধ্যে পরিচিত হইতে পারে। নদীয়া জেলা নিবাসী উদারহৃদয় জমিদার শ্রীযুক্ত বিপ্রদাস পাল চৌধুরী মহাশয় এই বিষয়ে অগ্রণী হইয়া ৫ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

জেলা বা রাজধানীর ব্যাঙ্ক স্থাপন প্রথম অবস্থায় বিশেষ লাভজনক হইবে বলিয়া বোধ হয় না কিন্তু উহা সতর্কতার সহিত পরিচালিত হইলে অচিরে যে লাভজনক হইবে তাহার কোনও সন্দেহ নাই।

বর্ত্তমান সময় নিম্নলিখিত উপায়ে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক ও জেলা ব্যাঙ্কের মূলধন সংগৃহীত হইতে পারে।

(১) অর্থশালী ব্যক্তিগণের এককালীন দান।

(২) অর্থশালী ব্যক্তিগণের গচ্ছিত অর্থ।

(৩) অংশ বিক্রয়।

(৪) গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত ঋণ।

১। যাঁহারা এককালীন দান করিবেন তাঁহাদের প্রদত্ত টাকা

প্রথমাবধিই সেণ্ট্রাল বা জেলা ব্যাঙ্কের নিজস্ব হইবে এবং উহা হইতে উৎপন্ন সম্পূর্ণ লভ্যাও সেণ্ট্রাল বা জেলা ব্যাঙ্কের থাকিবে।

২। অর্থশালী ব্যক্তিগণ তিন প্রকার সর্ত্তে ব্যাঙ্কে অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া সমিতির উপকার সাধন করিতে পারেন।

(১) বিনা সুদে গচ্ছিত।

(২) নির্দ্দিষ্ট কিস্তিবন্দীতে পরিশোধের সর্ত্তে গচ্ছিত।

(৩) প্রথমাবধিই নির্দ্দিষ্ট সুদে গচ্ছিত।

প্রথম ও দ্বিতীয় নিয়মে গচ্ছিত করিলে টাকা তুলিয়া লইবার অন্ততঃ ৬ মাস পূর্ব্বে নোটিস দিতে হইবে।

৩। অংশ ক্রয় ক্ষমতা কেবল পল্লীসমিতির মধ্যেই আবদ্ধ থাকা যুক্তিসিদ্ধ। এই নিয়ম অনুসারে সেণ্ট্রাল সমিতি নির্দ্দিষ্ট মূল্যে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক্ সেয়ার বা অংশপত্র বাহির করিবেন। অবশ্য প্রথম হইতেই পল্লীসমিতিকে অংশ ক্রয় করিতে বাধ্য করিলে চলিবে না; তবে এমন কতকগুলি প্রলোভন থাকা আবশ্যক যাহাতে পল্লীসমিতি উক্ত অংশ ক্রয় করিতে উৎসুক হয়।

৪। গভর্ণমেণ্ট যে নিয়মে গ্রাম্য সমিতিকে ঋণদান করিতেছেন সেই নিয়মে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে ঋণদান করা বিষয়ে কোন বিঘ্ন দেখা যায় না। ইউনাইটেড্ প্রভিন্সের গভর্ণমেণ্ট সেণ্ট্রাল সমিতিতে এই প্রকার অর্থ সাহায্য করিতেছেন।

বর্ত্তমান সময়ে রেজিষ্ট্রারকে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টার জেনা-রেল ও প্রেসিডেণ্টের পদে বরণ করিয়া সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের ভিত্তি স্থাপিত হইতে পারে। জেলার কালেক্টার, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান অথবা তদ্রূপ কোনও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিকে প্রেসিডেণ্ট করিয়া জেলা সমিতিরও ভিত্তি স্থাপন করা যাইতে পারে। এইরূপ কর্ত্তৃত্বাধীনে ব্যাঙ্ক স্থাপন করিলে কোনও প্রকার বিভ্রাট ঘটা অসম্ভব।

সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের গঠন প্রণালী গ্রাম্য সমিতির গঠন প্রণালীর অনুরূপ হইবে। অর্থাৎ যেমন বিভিন্ন ব্যক্তি লইয়া গ্রাম্য সমিতি গঠিত হয়, সেইরূপ বিভিন্ন সমিতির নির্ব্বাচিত সভ্য দ্বারা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক গঠিত হইবে। ইহা ব্যতীত যে সকল ব্যক্তি সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে অর্থ গচ্ছিত করিবেন তাঁহারাও ইহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে পারিবেন।

গ্রাম্য সমিতির নির্ব্বাচিত সভ্যগণ নিজ নিজ সমিতির প্রতিনিধিরূপে সেই সমিতির পক্ষে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের দেনার জন্য আবদ্ধ থাকিবেন। গ্রাম্য সমিতির উপবিধি অনুসারে তদীয় নির্ব্বাচিত সভ্যকে এই ক্ষমতা পরিচালনের ভার দিতে হইবে। যদিও এই প্রণালী অনুসারে বহুসংখ্যক গ্রাম্যসমিতি সংস্থাপিত থাকিলে তবে সেণ্ট্রাল সমিতি গঠিত হইবে বলিয়া বিবেচনা হয় কিন্তু কার্য্যতঃ অল্প সংখ্যক গ্রাম্য সমিতি থাকিলেও সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইতে পারে এবং পরে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের প্রদত্ত অর্থ সাহায্যে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম্য সমিতি স্থাপিত হইতে পারে।

প্রথমতঃ এই সকল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের প্রধান কার্য্য দুইটী। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ককে তাহার সহিত সংযুক্ত গ্রাম্য সমিতি গুলিকে নির্দ্দিষ্ট সুদের হারে আবশ্যকমত অর্থ কর্জ্জ দিতে হইবে এবং পরে নির্দ্দিষ্ট কালে, সুদসহ কর্জ্জ প্রদত্ত টাকা আদায় করিয়া, আপনার গৃহীত ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। মূলধনের টাকা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের নিজস্ব হইলে তাহা গভর্ণমেণ্ট সিকিউরিটী (কোম্পানীর কাগজ) বা অন্য কোনও সুবিধা জনক স্থলে রাখিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ সংযুক্ত সমিতিগুলির এবং তাহাদের সভ্যগণের হিসাব পত্র রাখিতে হইবে। সংযুক্ত সমিতি প্রত্যেক ঋণ প্রদানের ও ঋণ আদায়ের পর সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে হিসাব পাঠাইবে এবং তদ্দৃষ্টে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের হিসাব প্রস্তুত হইবে। সংযুক্ত সমিতিগুলির টাকা আদান

প্রদান কার্য্যে যে লাভ হইবে তৎসমুদয় সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে আমানত করিতে হইবে। সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক এই টাকা লইয়া তাহার অন্তত ½ পরিমাণ টাকা রিজার্ভ ফণ্ডে জমা দিবেন এবং অবশিষ্ট টাকা সংযুক্ত সমিতিকে যে টাকা কর্জ্জ প্রদত্ত হইবে, তাহার সুদের হার কমাইবার জন্য ব্যবহার করিবেন। রিজার্ভ ফণ্ডে ক্রমশঃ সেণ্ট্রাল সমিতির সর্ব্ববিধ দায়িত্বের ½ অংশ পরিমাণ টাকা জমা হইলে তখন আর রিজার্ভ ফণ্ডে টাকা না রাখিয়া কেবল সমিতিকে কর্জ্জ দেওয়ার সুদের হার কমাইতেই ব্যবহৃত হইবে। ডিষ্ট্রিক্ট সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের আফিস্ জেলায় অথবা অন্য কোনও সুগম্য মধ্যবর্ত্তী স্থানে স্থাপিত হইবে। চাষ আবাদের কালে ঋণ গ্রহণ আবশ্যক এবং শস্য উৎপন্নকালে ঋণের টাকা আদায়ের সময়; সুতরাং এই সময়ে সপ্তাহে একবার ও অন্য সময়ে মাসে একবার কি দুইবার ব্যাঙ্ক খোলা হইলেই চলিতে পারে। প্রতি বৎসর সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের একবার বার্ষিক অধিবেশন হইবে এবং ইহাতে সকল প্রতিনিধির উপস্থিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। এই সভায় সমস্ত বর্ষের হিসাব পরীক্ষিত হইবে, যে সকল দেনা আদায়ের কোনও সম্ভাবনা নাই তাহা বিবেচনা করিয়া মাপ দিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে, কোন সমিতিকে কি পরিমাণ অর্থ কর্জ্জ প্রদান করা হইবে তাহা নির্ণয় করা হইবে এবং আগামী বৎসরের জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত ও কার্য্য নির্ব্বাহক সভা গঠিত করিতে হইবে।

যে নিয়মে গ্রাম্য সমিতি রেজিষ্টরী হইয়া থাকে সেণ্ট্রাল সমিতিও সেই নিয়মে পরস্পরেরসহায়তায়ঋণদানআইন অনুসারে বিনা খরচে রেজিষ্টরী হইবে।

৫। যাহারা সমিতির সভ্য নহে এই প্রকার ব্যক্তির প্রদত্ত ঋণের টাকা।

মহাজন জমিদার অথবা অপর কোন অর্থশালী ব্যক্তির নিকট

গ্রাম্য সমিতি টাকা কৰ্জ্জ লইতে পারেন, তবে এই প্রকার কর্জ্জ লইবার নিমিত্ত রেজিষ্ট্রারের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে। বর্ত্তমান অবস্থায় সাধারণ মহাজন হইতে টাকা কর্জ্জ পাওয়া অত্যন্ত দুরূহ; কারণ গ্রাম্য সমিতি স্থাপন তাহাদের ব্যবসায়ের ক্ষতিকারক। তবে সহৃদয় জমীদার ও অন্যান্য দয়াবান সম্পত্তিশালী ব্যক্তিগণ এই বিষয়ে যে মুক্ত-হস্ত হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এই প্রকার ঋণ অবশ্য অধিক সময়ের জন্য দিতে হইবে এবং কোন বিশেষ কারণে তৎপূর্ব্বেই প্রত্যাপগ্রহণ করিতে হইলে অন্ততঃ এক বৎসর পূর্ব্বে জানাইতে হইবে। গভর্ণমেণ্ট যে নিয়মে সমিতিকে ঋণ দিতেছেন তাহারই অনুসরণ বাঞ্ছনীয়।

আইন সম্বন্ধীয় প্রতিবন্ধকতা।—

ভারতবর্ষীয় কোম্পানী গঠন ও পরিচালন সম্বন্ধীয় একটী আইন (১৮৮২ সালের ৬ আইন) আছে। কিন্তু তাহা এই প্রকার ঋণদান সমিতি গঠন ও পরিচালন সম্বন্ধে সবিশেষ উপযোগী নহে। সেই আইন বড় বড় কোম্পানী গঠন সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। উহার ২৫৬টী মূল ধারা এবং বিশদ ও জটিল প্রণালী সর্ব্ব সাধারণের বোধগম্য নহে। এই কারণে গভর্ণমেণ্ট ঋণদানসমিতির জন্য একখানি সরল ও সহজবোধ্য বিধান প্রণয়ন করিয়া প্রারম্ভিক বাধা বিঘ্ন সমূহ বিদূরিত করিয়াছেন। ইহাতে সমিতির কার্য্য পরিচালন জন্য উপবিধি প্রণয়ণের ব্যবস্থা স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। কারণ ভারতবর্ষের ন্যায় বিবিধ রূপ আচার ব্যবহার পূর্ণ দেশে একই প্রকার নিয়ম অনুসারে উন্নতিলাভ সম্ভবপর নহে। তাহাতে কার্য্য ধারাবাহিকত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্বাভাবিকত্ব ও স্ফূর্ত্তি বিহীন হইবে। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে লোক চরিত্রের ও কার্য্যপ্রথার বিভিন্নতা আছে। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট, এই জন্যই সমিতি স্থাপন ও পরিচালন সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম ও আদর্শ উপবিধি

প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহা লইয়াই এক্ষণে কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে। পরে কার্য্যক্ষেত্র যেমন বিস্তৃত ও বিষয় পরম্পরা বৈচিত্র প্রাপ্ত হইবে, প্রয়োজনীয় নিয়মাবলীও তদনুসারে বিধিবদ্ধ হইবে।

বর্ত্তমান বিধান কৃষি সম্বন্ধীয় সমিতি স্থাপন জন্যই বিশেষ ভাবে প্রণীত হইয়াছে, কারণ দেশে কৃষক কুলের সংখ্যাই অত্যধিক এবং শিল্পীর অপেক্ষা কৃষক কুলের অবস্থাই অধিকতর শোচনীয়। এই বিধান অনুসারে কৃষকেতর ব্যক্তিগণও নাগরিক সমিতি স্থাপন করিতে পারে এবং তাহাদিগকেও সাহায্যদানে গভর্ণমেণ্ট মুক্তহস্ত।

রাজকীয় প্রতিবন্ধকতা।—

গভর্ণমেণ্ট অনেকগুলি প্রতিবন্ধকতা বিদূরিত করিয়া সমিতি স্থাপন কার্য্যে সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। নিম্নে সেই সকল সুযোগ একত্র সন্নিবেশিত হইল।

১। সুবিধাজনক সর্ত্তে অর্থ সাহায্য।

২। ১৮৮২ সালের ৬ আইন অর্থাৎ কোম্পানী গঠন সম্বন্ধীয় বিধান অনুসারে কোম্পানী গঠন করিতে হইলে সচরাচর উহা রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট হারে ফি লাগে। পরস্পরের সহযোগীতায় ঋণ দান সমিতি আইন অনুসারে রেজিষ্টরী করিতে কোনও ষ্টাম্প ফি দিতে হয় না। রেজিষ্ট্রারের নিকট আবেদন করিলেই সমিতি রেজি-ষ্টরী হইতে পারে।

৩। সাধারণতঃ কোনও দলিল সম্পাদন করিলে ষ্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিষ্টরী ফী দিতে হয়। গভর্ণমেণ্ট ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর তারিখের "ইণ্ডিয়া গেজেটে" প্রকাশিত একটী ঘোষণা দ্বারা সমিতিকে ঐ সকল ব্যয় হইতে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন। ঐ ঘোষণা অনুসারে সমিতির বা সমিতি সংক্রান্ত বা সমিতির সাপক্ষে কোন দলিলাদি সম্পাদনে ষ্টাম্প ডিউটী এবং রেজিষ্টরী ফি লাগিবে না।

৪। কাহারও কোনও সম্পত্তি দায় সংযুক্ত কিনা রেজিষ্টরী আফিসে ইহার সন্ধান লইতে হইলে নির্দ্দিষ্ট হারে তল্লাসী ফী লাগে। গভর্ণমেণ্ট সমিতিকে উহা হইতেও মুক্তি প্রদান করিয়াছেন। কোন সভ্য এই সুযোগের অপব্যবহার করিয়া নিজ স্বার্থের জন্য কোন সন্ধান লইলে, সেই সমিতির এইরূপ অধিকার প্রত্যাহৃত হইতে পারে।

৫। সমিতির লভ্য সম্বন্ধে কিম্বা সমিতির সভ্যগণ লভ্যের হিসাবে যে সকল ডিভিডেণ্ড বা অন্য টাকা লভ্যস্বরূপ প্রাপ্ত হন, তাহার উপর ইন্‌কম্ ট্যাক্স দিতে হইবে না। উপরোক্ত তারিখের "ভারত গেজেটে" একটী স্বতন্ত্র ঘোষণা দ্বারা ইন্‌কম ট্যাক্স হইতে অব্যাহতির ব্যবস্থা প্রকাশিত হইয়াছে।

৬। পোষ্টাফিস্ সেভিংস্‌ব্যাঙ্কে পরস্পরসহায়তায়ঋণদান সমিতির সেক্রেটারী, ট্রেজারার কিম্বা ম্যানেজার সমিতির টাকা জমা রাখিতে পারেন। এই অধিকার অপর কোনও কোম্পানীকে প্রদত্ত হয় নাই। পোষ্ট আফিস্ সেভিংসব্যাঙ্কের ৩০ ধারা অনুসারে এই প্রকার হিসাব পাব্লিক্ একাউণ্ট বলিয়া গণ্য করা হয়। সাধারণ লোকে বৎসরে ২০০্ টাকা পোষ্টআফিসের সেভিংস্ ব্যাঙ্কে জমা দিতে পারে, কিন্তু সমিতি আবশ্যকমত যে কোনও সময়ে দশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত আমানত করিতে পারে। গচ্ছিত টাকায় শত করা ৩্ টাকা হারে সুদ দেওয়া হয়।

৭। পরস্পর সহায়তায় ঋণদান সম্বন্ধীয় আইনের ২৫শ ধারা অনুসারে কোন সমিতির মূলধনে কোন সভ্যের যে সেয়ার কি স্বার্থ থাকে তাহা কোন আদালতের ডিক্রি বা আজ্ঞাক্রমে ক্রোক বা বিক্রয় হইতে পারে না।

৮। সমিতির প্রত্যেক সভ্য, তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে, তাঁহার সমিতি সম্বন্ধীয় স্বার্থ কিম্বা প্রাপ্য টাকা যে ব্যক্তিকে দিতে হইবে, তাহা

মনোনীত করিয়া রাখিতে পারেন। এই প্রকারে কোন মনোনীত ব্যক্তি না থাকিলে, যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির যথার্থ উত্তরাধিকারী প্রতিপন্ন হইবেন, সমিতি উক্ত স্বার্থের বিষয় তাঁহার নামে জমা করিয়া লইতে পারিবেন অথবা প্রাপ্য টাকা দিবেন। এই প্রকার স্বার্থ বা প্রাপ্য টাকার জন্য মনোনীত ব্যক্তি কিম্বা উত্তরাধিকারীকে ১৮৮৯ সালের ৭ আইন অনুসারে সার্টিফিকেট গ্রহণ করিতে হইবে না।

৯। সমিতির প্রদত্ত ঋণ আদায় সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত সুযোগ প্রদান করা হইয়াছে। গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব ও ভূম্যাধিকারীর খাজনার দাবীর পরই ঋণ গ্রহীতার ফসল, কৃষিজাত দ্রব্য, গবাদি, যন্ত্রাদি, ও অসংস্কৃত মাল মশলার বিরুদ্ধে সমিতির দাবী অগ্রগণ্য হয়।

১০। গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী দ্বারা প্রতি বৎসর অন্ততঃ একবার সমিতির হিসাব পত্র পরীক্ষিত হইবে এবং তজ্জন্য সমিতিকে কোনও ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে না। রেজিষ্ট্রার অথবা কালেক্টার স্বয়ং কিম্বা রেজিষ্ট্রার অথবা কালেক্টার হইতে এতদর্থে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি, সমিতির হিসাব, কাগজপত্র প্রভৃতি পরিদর্শন করিবেন এবং পরিদর্শকের নিকট সমিতি যথোচিত উপদেশ বা আবশ্যকমত যে কোনও সন্ধান পাইতে পারিবেন। সমিতির কার্য্যে গভর্ণমেণ্টের কোনও নিম্ন পদস্থ কর্ম্মচারী দ্বারা অযথা হস্তক্ষেপণের আশঙ্কা আদৌ নাই।

১১। কোনও কারণে সমিতির লোপ করা উচিত বিবেচনা করিলে রেজিষ্ট্রার তাহা তদন্ত করিয়া একজন লিকুইডেটর বা ঋণশোধক নিযুক্ত করিবেন এবং সমিতির লোপ সংক্রান্ত কোন বিষয়ে জেলার জজ আদালত ভিন্ন অন্য কোনও নিম্ন শ্রেণীর দেওয়ানী আদালতের হস্তক্ষেপন ক্ষমতা থাকিবে না।

১২। সমিতির কোন বহির লিখিত কোন দফার নকল,

সমিতির চেয়ারম্যান দ্বারা কিম্বা রেজিষ্ট্রারের অনুমোদিত অপর কোনও ব্যক্তি দ্বারা, শুদ্ধ নকল বলিয়া সার্টিফিকেট যুক্ত করা হইলে, তাহা আদালত সংক্রান্ত কোনও কার্য্যে বা মোকদ্দমায় প্রাথমিকদৃষ্টিতে সেই কথার প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইবে।

১৩। দেশ, কাল এবং পাত্রের সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা পূর্ব্বক উপবিধি প্রণয়নের বিস্তার ক্ষমতা প্রদান করিয়া সমিতি স্থাপনের অশেষ সুযোগ প্রদত্ত হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের গভর্ণমেণ্ট এবং বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট সর্ব্ববিধ সমিতির গ্রহণযোগ্য আদর্শ উপবিধি (Model bylaws) প্রস্তুত করিয়াছেন। আপনাদের স্থানীয় অবস্থা অনুসারে সুদের হার এবং আনুষঙ্গিক কার্য্যপ্রণালীর সুবিধা বিবেচনা করিয়া সমিতির সভ্যগণ সেই আদর্শ অনুসারে সুদের হার ও আনুষঙ্গিক কার্য্য নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করিতে পারেন।

উপরোক্ত সুযোগ প্রদান ব্যতীত আরও দুই একটী প্রতিবন্ধকতা তিরোহিত করা আবশ্যক।

(ক) আর্থিক প্রতিবন্ধকতা আলোচনা কালে গভর্ণমেণ্টকৃত অর্থসাহায্যের প্রণালী বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে, সুতরাং সেই সম্বন্ধে এইস্থলে পুনরুল্লেখ না করিয়া ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে সমিতির কল্যাণকল্পে উক্ত প্রণালীর কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

(খ) গভর্ণমেণ্ট ভূমি সংস্কার বিষয়ক ঋণদান (১৮৮৩ সালের ১৯ আইন) এবং কৃষি বিষয়ক ঋণদান (১৮৮৪সালের ১২ আইন) আইন অনুসারে একপ্রকার ঋণদান করিয়া থাকেন। ইহা সচরাচর তাকাভি ঋণ নামে খ্যাত। এই বিধান অনুসারে কৃষকগণ সহজেই শত করা ৬৷৹ টাকা হার সুদে এবং ৫ হইতে ১০ বৎসরের কিস্তিবন্দীতে পরিশোধ করিবার সর্ত্তে ঋণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সুতরাং তাহারা অসীম দায়িত্ব প্রথায়, অল্প সময়ের মধ্যে পরিশোধ ও সচরাচর শতকরা ৯৲

টাকা হারে সুদের সর্ত্তে কর্জ্জ করিবার নিমিত্ত সমিতি স্থাপনে অগ্রসর হইবে না। অবশ্য গভর্ণমেণ্টকে তাকাভি প্রদানে নিরস্ত করা বাঞ্ছনীয় নহে। তবে কোন প্রকার প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া তাকাভি ঋণের টাকা পরস্পরসহায়তায় ঋণদানসমিতির সভ্যগণের সাহায্যার্থ দান করিলে বিশেষ সুবিধা হয়। বিশেষতঃ গভর্ণমেণ্টের তাকাভি ঋণের সুদের হার কম থাকিলেও কার্যতঃ উহার অনেক বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই রহস্য যে সর্ব্বজন বিদিত তাহা মিঃ ডি, এম, হ্যামিণ্টন্ মহোদয় সংযত ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন।* তাকাভির টাকা পরস্পর সহায়তায় ঋণদানসমিতির সংমিশ্রণে দিবার ব্যবস্থা করিলে বর্ণিত অপব্যবহার নিবারিত হইবে এবং বহুসংখ্যক সমিতি স্থাপিত হইতে পারিবে। তাকাভির ঋণ ভূমির উন্নতি সাধনে, অন্নকষ্ট অপনোদনে, বীজ, সার, এবং কৃষিকার্য্যের উপযোগী পশু ক্রয়ের জন্য প্রদত্ত হয়। ঋণ প্রদত্ত টাকার পরিমাণ সচরাচর অল্প। কিন্তু একাধিক ব্যক্তি যৌথ দায়িত্বে এতদর্থে অধিকপরিমাণ টাকা কর্জ্জ পাইতে পারেন। তাকাভি ঋণের উপরোক্ত আইন বিধিবদ্ধ হওয়াকালে পরস্পর সহায়তায়ঋণদান আইন বিধিবদ্ধ হয় নাই। কিন্তু তাহ বলিয়া তাকাভি ঋণের টাকা যে সমিতির উন্নতিকল্পে প্রদত্ত হইতে পারে না এমন নহে।

পরস্পর সহায়তায় ঋণদান সমিতির নিকট কর্জ্জপ্রাপ্ত টাকা উপরোক্ত বিষয় ব্যতীত অপর বিষয়েও ব্যয়িত হইতে পারে, কিন্তু তাকাভির ঋণ যদি সমিতিকে দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় তবে ঐ প্রকার ঋণের টাকা কেবল মাত্র তাকাভি ঋণের লিখিত বিষয়াবলীর খরচের

* I am just afraid that, while Government is willing to lend the money at 6¼ per cent, our old friend, the middleman, from the chuprassie upwards, will find ways and means of defeating the benificient aims of Government by insisting on another 10 per cent for himself. Mr. D. M. Hamilton on Indian Agriculture.

জন্যই দেওয়া হইবে এমন সর্ত্ত করা যাইতে পারে। তাকাভির টাকা সমিতিকে দিলে তাহার সকল সভ্যই টাকার জন্য দায়ী থাকিলে সুতরাং গভর্ণমেণ্ট উৎকৃষ্ট জামিন পাইবেন। বিশেষতঃ ঋণদান করিতে গেলে তদন্ত ও টাকা দিবা এবং নির্দ্ধারিত কার্য্যে ব্যয় করা হইতেছে কিনা তাহার তত্ত্বাবধারণ প্রভৃতির ব্যয় কম হইবে। এমন অবস্থায়, গভর্ণমেণ্ট, প্রচলিত শতকরা ৬৷০ টাকা হারে সুদের চুক্তি কম করিয়া, শতকরা তিন কি চারি টাকা হার সুদে সমিতিকে তাকাভির টাকা দিতে পারেন। ইহাতে সুদের হার কম হইয়া লোকের সুবিধা হয় এবং সমিতি স্থাপন কার্য্যে যথোচিত সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান করা হয়।

(খ) গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর সহিত সমিতি সংক্রান্ত চিঠি পত্রাদির ডাকমাশুল হইতে অব্যাহতি দান অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। এইরূপ ডাক মাশুল সংক্রান্ত বিশেষ অধিকার প্রদান করিলে সমিতির খাতা পত্র তলব করিয়া হিসাব পরীক্ষা প্রভৃতি কার্য্যের সুবিধা হয়।

(গ) সার্টিফিকেট করিয়া দেনা আদায়ের ব্যবস্থা যে প্রকারে হইয়া থাকে বিনা নালিশে সমিতির নিকট দেনার জন্য ঋণগ্রহীতার সম্পত্তি ক্রোকের ব্যবস্থা থাকিলে সমিতির পক্ষে সুবিধা জনক হইত। অশিক্ষিতের হস্তে ইহা বড় ভয়ানক অস্ত্র; কিন্তু যাহাতে এই ক্ষমতা সংযত ভাবে ব্যবহৃত হয় তাহারও ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। ইউনাইটেড্ প্রভিন্সের গভর্ণমেণ্ট এই সম্বন্ধে মূল আইনের ২৭ (২) (প) ধারা অনুসারে ঋণপ্রাপ্ত টাকা প্রত্যর্পণে বিরুদ্ধাচারী ব্যক্তির নিকট সার্টিফিকেট করিয়া টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন; তাহার ফলে সমিতির পসার বৃদ্ধি হইয়াছে এবং সমিতির অনাদায়ী টাকার জন্য দেওয়ানী নালিশের ব্যয়ে সমিতি ক্ষতিগ্রস্থ হইবে বলিয়া যাহাদের ধারণা ছিল তাহাদের ভ্রম তিরোহিত হইয়াছে। বঙ্গীয় অথবা আসাম

ও পূর্ব্ববঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট এ সম্বন্ধে এখনও কোনও বিশেষ নিয়ম করেন নাই, তবে আশা করা যায় যে যুক্ত প্রদেশে ঐ নিয়মের কৃতকার্য্যতা দেখিয়া তাঁহারাও ঐ পন্থা অনুসরণ করিবেন।

(ঘ) সমিতির টাকা কোনও নিরাপদ স্থানে রাখিবার সুযোগ প্রদান নিতান্ত আবশ্যক। গভর্ণমেণ্ট যদি টাকা ট্রেজারী অথবা থানায় রাখিবার ক্ষমতা প্রদান করেন তাহা হইলে বিশেষ সুবিধা হয়। দূরস্থিত সমিতি, সকল সময়ে যে টাকা রাখিবার জন্য ট্রেজারিতে যাইবে এরূপ বিবেচনা হয় না, তথাপি গভর্ণমেণ্ট যদি সমিতিকে এই অধিকার প্রদান করেন তাহা হইলে কোনও বিশেষ আবশ্যক স্থলে সমিতি উহার ব্যবহার করিতে পারে। ডিষ্ট্রীক্ট সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক প্রায়ই কোনও জেলায় বা সব্‌ডিভিজনে স্থাপিত হইবে এবং উহার টাকার পরিমাণও বেশী হওয়া সম্ভব; সুতরাং ট্রেজারিতে টাকা জমা রাখিবার অধিকার অন্ততঃপক্ষে সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ককে দেওয়া কর্ত্তব্য।

উপরোক্ত বিশেষ অধিকার এবং সমিতি স্থাপনের সুযোগ প্রদানের জন্য ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র। ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট আমাদের পরম হিতৈষী। তাঁহাদের অনুগ্রহে আমাদিগের পৃথিবীর প্রায় সকল বিষয়েরই উৎকর্ষ-বিধায়ক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভের পথ প্রশস্ত হইয়াছে। যাহা কখন আমাদের মনেও স্থান পায় নাই অথবা আমাদের যে জ্ঞান চিরবিস্মৃতিজলে নিমগ্ন হইয়াছিল, ইংরেজ সে সকল বিষয় আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন। যে পথে কখনও বিচরণ করি নাই এইরূপ অনেক অননুভূত ও অপরিজ্ঞাত পথে কি করিয়া চলিতে হয় তাঁহা দেখাইয়া দিতেছেন। ইংরাজের চিত্তাগার হইতে আমরা যে সকল অমূল্য রত্ন লাভ করিয়াছি, তাহার মধ্যে সমাজ প্রতিষ্ঠা একটী প্রধান। সুখী ও উন্নতিশীল হইতে হইলে সমাজবদ্ধ হইতে হইবে। বহুশক্তির আধার সেই সমবেত শক্তি কি না করিতে

পারে? সমবেত চেষ্টায় আত্মনির্ভর, একতা ও আত্মবিশ্বাস অবশ্য জন্মিবে এবং সমিতি সংস্থাপন ও ফলপ্রদ হইবে। পরে এমন দিনও আসিবে যখন আমরা পল্লীতে পল্লীতে সাহায্যদান সমিতি দেখিতে পাইব।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

সাহায্যের সীমা ও আপত্তি খণ্ডন?

এই অধ্যায়ে সমিতির সভ্যেরা সমিতি হইতে এবং সমিতি সমূহ গভর্ণমেণ্ট হইতে কি পরিমাণ অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হইতে পারেন তাহা আলোচিত হইল। প্রথমে দেখা যাউক সমিতির সভ্যেরা সমিতি হইতে কি পরিমাণ সাহায্যের আশা করিতে পারেন। বিশেষ বিপদে পতিত হইয়াই অধিকাংশ কৃষক ও শিল্পী ঋণের আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহারা যে অভাব সৃজন করিয়া ঋণ গ্রহণে প্রবৃত্ত হয় তাহা নহে। ইহারা অতি কষ্টে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে এবং যে পর্য্যন্ত বিনা ঋণ গ্রহণে চলিতে পারে, তাহার শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া, ঋণ গ্রহণে অগ্রসর হয় না। কিন্তু অবস্থা এত শোচনীয় হইয়াছে যে ঋণ গ্রহণ না করিলে উহাদের চলে না। এতদিন বিপদ সময়ে একমাত্র কুসিদজীবিগণই তাহাদের সহায় ছিল। কৃষক ও শিল্পীর সেই সহায়কে অবসর দিয়া, এই সমিতি তৎস্থান অধিকার করিলে সমিতিকে উহাদের সমস্ত আবশ্যকীয় অভাব মোচনে যত্নবান হইতে হইবে। সমিতি ইহাতে অক্ষম বা অস্বীকৃত হইলে কৃষক ও শিল্পীগণকে পুনরায় কুসিদ-জীবীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। উপেক্ষিত এবং সঞ্জাতক্রোধ কুসিদজীবী সেই সময় তাহার পূর্ব্ব ক্ষতি পূরণ করিয়া লইবে। সুতরাং

সমিতির পূর্ব্বকৃত সমস্ত উপকার পণ্ড হইবে। অতএব সমস্ত ন্যায়-সঙ্গত অভাব বিমোচনের জন্য সমিতিকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। কোনটী ন্যায়সঙ্গত এবং কোনটী ন্যায়সঙ্গত নহে এ সম্বন্ধে একটা তর্ক উঠিতে পারে। এরূপ স্থলে সমিতির সভ্যগণই সে সম্বন্ধে বিশেষ বিবেচনা করিবেন। ইহার একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম চলিতে পারে না, এবং করাও উচিত নহে। সমিতির সভ্যগণ প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব পরিজ্ঞাত আছেন এবং তাঁহারা সকলেই পরস্পর একতা বন্ধনে আবদ্ধ। দেশীয় রীতি নীতি, আচার, ব্যবহার, সামাজিক আদান প্রদান সকলেই পরিজ্ঞাত, সুতরাং আশা করা যায় সভ্যগণ উপযুক্ত মীমাংসাই করিবেন। আজ কাল দেশের প্রায় সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যেই বিবাহ শ্রাদ্ধাদির ব্যয় পূর্ব্বাপেক্ষা বহুগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং এই সকল ব্যয় সম্বন্ধে সমিতির শাসন বিশেষ কার্য্যকর হইবে বলিয়া অনুমান হয়।

শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর তৎপ্রণীত "দেশের কথায়" লিখিয়া-য়াছেন, "ফল কথা, এই বিধানে (পরস্পর সাহায্যকারী মণ্ডলী) ভারতের কৃষিজীবীদিগের উপকার হইবার সম্ভাবনা অতি সামান্য। কারণ, যে সকল কৃষক বহুদিন হইতে ঋণপঙ্কে নিমগ্ন, তাহাদিগের ঋণ শোধ না হইলে তাহারা ভাণ্ডারের জন্য অর্থ দান করিয়া মণ্ডলীর সদস্য হইতে পারিবে কিরূপে? অপর লোকেই বা তাহাদিগের সহিত অর্থের আদান প্রদান কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইবে কেন? জার্ম্মেণীতে যখন এইরূপ মণ্ডলী স্থাপনের বিধান প্রণীত হয়, তখন গভর্ণমেণ্ট প্রথম কৃষকদিগের পূর্ব্বের গৃহীত ঋণ পরিশোধ করিবার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।" ইহার পর আরও বলা যাইতে পারে যে, গুরুতর ঋণে আবদ্ধ অধমর্ণেরা এরূপ সমিতিতে যোগ-দান করিলে মহাজন ক্রুদ্ধ হইয়া অচিরে তাহাদের নামে মোকদ্দমা

উপস্থিত করিবে এবং ডিক্রী প্রাপ্তে উহা জারী দ্বারা অধমর্ণের যাবতীয় সম্পত্তি বিক্রয় করাইয়া অধমর্ণকে সর্বস্বান্ত করিতে পারে।

মাননীয় শ্রীযুক্ত গোখলে মহোদয় কৃষকগণের পূর্বকৃত ঋণ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক পরিশোধ বিশেষ আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছেন এবং মিঃ ডি, এম, হ্যামিল্টন্ মহোদয় উহা অনুমোদন পূর্ব্বক দুই একটী জেলায় পরীক্ষা করা সঙ্গত বিবেচনা করিয়াছেন। রাজকোষে উদ্বৃত্ত অর্থ থাকিলে গভর্ণমেণ্ট এই প্রকার অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করিয়া ইহার কার্য্যকারিতা পরীক্ষা করেন ইহা অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় এবং এই প্রকার অনুষ্ঠানে কৃতকার্য্যতা লাভ করিলে তদপেক্ষা সুখের বিষয় কিছুই হইতে পারে না।

কিন্তু একটু আলোচনা করিলেই প্রতীয়মান হইবে যে, উক্ত মহাশয়ের উদাহরণ (১) ভ্রমাত্মক, (২) ঐ প্রকার রাজ সাহায্য অসম্ভব এবং (৩) যুক্তি বিরুদ্ধ। তিনি যে বিধানটীর উল্লেখ করিয়াছেন, উহা ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিধিবদ্ধ এবং ১৮১৬ ও ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে স্থলবিশেষে পরিবর্ত্তিত এবং সংস্কৃত হইয়াছিল। জার্ম্মেণীর পূর্ব

---

* For, if the Prussian State could devise and carry out a system for emancipating property from the complicated rights and dues which hampered both noble and peasant, the State in India, it is argued, can do the same in the (supposed) comparatively simple matter of relieving its peasantry from ruinous debt. The argument seems at first sight correct, but examination shows that the question of Indian credit is altogether more difficult than appears by the above statement; it is not simple, but insuperably complicated and elusive * * * the Prussian state has not, except in the smallest of ways, attempted to provide credit; certain petty States have done so, but even in such cases, there has been no attempt at prior liquidation; this was left to the individual either through the bank or direct with his creditor.

Sir Frederic Nicholson's Report &c. P. 61–63.

প্রচলিত ভূমি সংক্রান্ত ব্যবস্থা অনুসারে, ভূমিতে প্রজার কোন স্বত্ব ছিল না এবং রাজস্বসম্বন্ধে ও কোন নির্দিষ্ট বিধি ছিল না। যুদ্ধ-বিগ্রহে প্রজারা জমীদারের সাহায্য করিবে, এই অঙ্গীকারে ভূমি সকল তাহাদিগকে ফিউডেল্ টেনিওর্ বা জায়গীর স্বরূপ প্রদত্ত হইত, সুতরাং এই ব্যবস্থা অনুসারে জমীদারই ভূমির প্রকৃত অধিকারী ছিলেন। প্রজা কেবলমাত্র উহা মজুরের ন্যায় কর্ষণ করিত এবং পারিশ্রমিকের পরিবর্ত্তে অল্প পরিমাণ শস্য লাভ করিত। সেকালে জার্ম্মেণীতে জমীদারের অত্যাচার ও উৎপীড়ন চরমসীমায় উপস্থিত হইয়াছিল, এই জন্য প্রজার কষ্ট দূর করিয়া তাহাদিগকে কিয়ৎপরিমাণে স্বাধীন ও সমৃদ্ধিশালী করিবার জন্য রাজবিধান প্রণীত হইয়াছিল। ঐ সকল বিধান বলে জমীদারের পূর্ব্ব প্রথানুসারে প্রাপ্য স্বত্বের বিলোপ হয়, পূর্ব্ব প্রথা অনুসারে প্রাপ্য অধিকারের পরিবর্ত্তে নগদ অর্থ প্রদান ব্যবস্থা হয এবং কমিশন নিযুক্ত হইয়া উহার পরিমাণ এবং পরিশোধ প্রণালী নির্দ্ধারিত হয়। কমিশন দ্বারা প্রজাগণের "দায়" অর্থে নিরূপিত হইলে গভর্ণমেণ্ট "রেণ্টচার্জ ব্যাঙ্ক" নামক ব্যাঙ্ক স্থাপন পূর্ব্বক, প্রজার ভূমি প্রতিভূ রাখিয়া ডিবেঞ্চার বা ঋণস্বীকারপত্র (যাহা এদেশে কোম্পানীর কাগজ নামে অভিহিত) প্রচলন করিতে লাগিলেন। গভর্ণমেণ্ট সুদের জন্য গ্যারাণ্টি দান করায় এই সকল ডিবেঞ্চার বাজারে প্রচলিত হইল। কৃষকেরা রাজকীয় কর প্রদানের ন্যায় তাহাদিগের ঋণ নিরূপিত সময়ে পরিশোধ করিতে লাগিল। পূর্ব্ব প্রথানুসারে প্রাপ্য অধিকারের পরিবর্ত্তে "পরিণতঅর্থেরদায়" বা ঋণের পরিমাণ ১৩ কোটী পাউণ্ড হইয়াছিল।

যদি ভারত প্রজাপুঞ্জকে মহাজনের ঋণ হইতে মুক্ত করিতে হয়, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্টকে নিম্নলিখিত ৩টী প্রশ্নের সমাধান করিতে হইবে।

(১) ঋণের পরিমাণ নির্দ্দেশ (২) ঋণীরদায়িত্ব গ্রহণ ও ঋণ পরিশোধ (৩) অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা।

প্রথমতঃ ঋণের পরিমাণ নির্দ্ধারণ অতি দুষ্কর। জার্ম্মেণীতে জমীদারের নিকট প্রজার যে "দায়" ছিল তাহা অর্থে পরিণত করাতেই তাহাদের ঋণের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, এবং তাহা একবার পরিশোধ করিতে পারিলে ভবিষ্যতে আর কোন আশঙ্কার কারণ ছিল না। মহাজনের ঋণ দিন দিন বর্দ্ধনশীল, এবং জনসাধারণের ও দুর্ব্বৎসর ও সাংসারিক আপদ বিপদ প্রভৃতির জন্য ঋণ গ্রহণ নিত্য অপরিহার্য্য। বিশেষতঃ জন সাধারণ যেরূপ অশিক্ষিত তাহাতে ঋণ পরিশোধের ভার গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিলে কি আর কৃষকের ঋণ গ্রহণের বাসনা একদিনের জন্যও তিরোহিত হইবে? বঞ্চক সর্ব্বত্রই আছে, মহাজনের সহিত যোগ করিয়া মিথ্যা ঋণের যে কত সৃষ্টি হইবে তাহা কে দমন করিবে? গভর্ণমেণ্ট প্রজার ঋণ পরিশোধের ভার গ্রহণ করিবেন এ কথাটী যদি আজ প্রচার করেন, কালই দেশে ঋণের পরিমাণ যে কি ভাবে বর্দ্ধিত হইয়া প্রকাশ পাইবে তাহার বর্ণনা অনাবশ্যক। এ দায়িত্ব কি সাধারণ, না পরিশোধ ব্যাপার সহজ?

ইহার পর ঋণ নির্দ্ধারণের জন্যই বা কত সংখ্যক কর্ম্মচারী নিয়োগ করিতে হইবে এবং কত ব্যয় বাহুল্য ঘটিবে তাহার ইয়ত্তা করা দুঃসাধ্য। পরিশেষে মহাজনের ঋণ পরিশোধার্থ প্রচুর অর্থ আবশ্যক এই অর্থই বা কোথা হইতে আসিবে? সাধারণ অর্থাগার হইতে এই অর্থ প্রদত্ত হইলে কর গৃহীত অর্থের কি উপযুক্ত ব্যবহার হইবে, না শ্রেণী বিশেষের দুর্দ্দশা দূরীকরণে কর গৃহীত অর্থের ব্যবহার করিলে অর্থনীতিশাস্ত্রের মূলসূত্রে পদাঘাত করা হইবে।

বাজার মন্দা হইলে অপেক্ষাকৃত ধনী ব্যবসায়িগণ পণ্যদ্রব্য "ধরিয়া রাখেন" কিন্তু স্বল্প মূলধন বিশিষ্ট ব্যবসায়ীরা তদ্বিষয়ে অক্ষম।

তাহারা উচ্চহারে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়াও ক্ষতিস্বীকার পূর্ব্বক উহা অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে বিক্রয় করিতে বাধ্য হয় এবং তজ্জন্য ঋণগ্রস্থ ও "দেউলিয়া" হয়, গভর্ণমেণ্ট সাধারণ লোকের ঋণ পরিশোধ ভার গ্রহণ করিলে, ইহাদের দাবী কোন নীতি বলে উপেক্ষিত হইবে ?* উল্লিখিত কারণে দেউস্কর মহাশয়ের প্রস্তাবিত, সমগ্র কৃষক ও শিল্পীগণের পূর্ব্ব গৃহীত ঋণ পরিশোধ দুরূহ। তবে চরিত্র ও অবস্থা বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া স্থান বিশেষে লোকের পূর্ব্বগৃহীত ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। এই প্রকার ঋণগ্রস্থ ব্যক্তিকে সমিতির সভ্যরূপে গ্রহণ এবং তাহার পূর্ব্ব গৃহীত ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করা সমিতির বিবেচনা সাপেক্ষ। সভ্যগণ এই প্রকার ঋণে নিমগ্ন ব্যক্তির সর্ব্ববিধ অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া, যদি ঐ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির পূর্ব্ব গৃহীত ঋণ পরিশোধ পূর্ব্বক তাহাকে ঋণমুক্ত ও সভ্য শ্রেণীভুক্ত করা যুক্তিসঙ্গত মনে করেন, তবে তাহা অবশ্যই করা উচিত।

কার্য্যক্ষেত্রে যে এই প্রকার ব্যবস্থা না হইবে এমন নহে। † পূর্ব্ববঙ্গ এবং আসাম প্রদেশের সুযোগ্য রেজিষ্ট্রার মিঃ কিরণ চন্দ্র দে মহোদয়

---

* Why merchants and manufacturer when the market goes against them, should be expected to sell out and make room for some one stronger in capital, while landlord is artificially propped up by the general taxpayer ? State Loans to Landlords.

† The bulk of the money lent was for the purpose of repayment of older debts at heavier rates of interest. This amounted to Rs 133·1. This is to be expected, as we can not hope for any money being spent on productive work unless the borrower is freed from his older debts for which he has to pay ruinous rates of interest.

Report by Mr. K. C. De on Co-Operative Credit Society in E. B. & Assam. 1905—06.

গভর্ণমেণ্টে বর্ত্তমান বৎসর যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে তাঁহার অধিকারভুক্ত স্থানের ১৩টী সমিতি ১৩৩৮১ টাকা অর্থাৎ গড়ে প্রায় ১০১০।০ টাকা কেবল মাত্র সভ্যগণের বেশী হার সুদে লওয়া পূর্ব্ব-কৃত ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত ঋণদান করিয়াছে। এই ঋণই যথার্থ মুক্তির ঋণ এবং প্রথম অবস্থায় ইহারই আবশ্যক অধিক। কৃষিজীবীর ঋণ দায় হইতে মুক্তি না পাইলে সমিতি হইতে প্রাপ্ত ঋণ কোন কার্য্যকর অনুষ্ঠানে প্রয়োগ আশা করা যায় না।

এই আলোচনায় অনেকে গভর্ণমেণ্টকে নিজস্ব ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে বলেন। তাকাভি ও ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্ক দ্বারা উহা কতকটা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের পক্ষে নিজস্ব ব্যাঙ্ক স্থাপন কোন ক্রমেই অনুমোদনীয় নহে।

ঋণের স্বতঃপ্রমাণিত অবস্থাগুলি অর্থাৎ নৈকট্য নিরাপদত্ব এবং ঋণ গ্রহণকারীর অর্থ প্রাপ্তি সুলভতা প্রভৃতি অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় প্রত্যেক গ্রামে না হইলেও অন্ততঃ কয়েকটী গ্রাম সমষ্টির মধ্যে একটী করিয়া ব্যাঙ্ক স্থাপন নিতান্ত প্রয়োজন। এক স্থানে সহস্র সহস্র লোককে ঋণ দান করা এবং প্রতিভূ সম্বন্ধীয় শত শত প্রকারের তত্ত্বানুসন্ধান করা, গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সম্ভবপর নহে এবং সাধারণের প্রদত্ত রাজস্ব ঋণদানে পরিমাণ বিগর্হিত ব্যয় ও সমর্থন যোগ্য নহে।

গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ব্যাঙ্ক স্থাপন সম্ভবপর হইলেও উহা অনুচিত, কারণ তাহা হইলে লোকসমূহ গভর্ণমেণ্টের আরও মুখাপেক্ষী হইবে এবং জাতীয় জীবনের যে অল্পমাত্র স্বাধীন বৃত্তি দেখা যায়, তাহাও একেবারে বিলুপ্ত হইবে। ব্যক্তিগত উদ্যমশীলতা ধ্বংশ হইবে এবং পরিণামদর্শিতা, মিতব্যয়িতা, আত্মনির্ভর প্রভৃতি জাতীয় উন্নতি বিধায়ক সদ্গুণের বিকাশ হইবে না। সাংসারিক প্রত্যেক কার্য্যে রাজকর্ম্মচারীর হস্তক্ষেপণে জীবন যাপন অশান্তিপূর্ণ হইবে।

রাজকীয় অর্থ সাহায্য সম্বন্ধে প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের যে ব্যবস্থা আছে, তাহা দ্বারা গভর্ণমেণ্টের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানের উপযোগিতা উপলব্ধি হয়। যাহারা গভর্ণমেণ্টকে এতদনুষ্ঠানে সর্ব্ববিধ ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন তাহারা প্রাচীন ঋষি বাক্যটী বিশেষরূপে অনুধাবন করিলে দেখিতে পাইবেন যে হিন্দুশাস্ত্রকার শত শত বর্ষ পূর্ব্বে যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, আজ গবেষণা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা তাহাই পুনরাবিস্কৃত হইয়াছে। মহাভারতীয় সভা পর্ব্বে দেবর্ষি নারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

> "কচ্চিন্ন ভক্তং বীজঞ্চ কর্ষকস্যাবসীদতি।
> পাদিকঞ্চ শতং বৃদ্ধ্যা দদাস্যৃণ মনুগ্রহম্॥" ৫।৭৮

অর্থাৎ, কৃষকদিগের গৃহে বীজ ও অন্নাদির ত অসদ্ভাব নাই, প্রয়োজন হইলে পাদিক বৃদ্ধিতে অনুগ্রহ স্বরূপ শত সংখ্যক ঋণ দান করিতেছেন ত?

রাজার পক্ষে মহাজনী ব্যবসায় যে দেশের মহা-অনিষ্টকর, অর্থ-শাস্ত্রের সেই মহানীতি এই শ্লোকের অক্ষরে অক্ষরে প্রকাশ পাইতেছে। ইহাতে ৪টী কল্যাণকর নিয়মের সন্নিবেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথমতঃ, প্রয়োজন না হইলে রাজা কাহাকেও ঋণ দিবেন না, কারণ রাজার পক্ষে ব্যবসায় দেশের অমঙ্গল কর। যে কৃষকের গৃহে বীজ ও অন্নাদির অসদ্ভাব অর্থাৎ এত নিঃস্ব যে মহাজনের নিকট হইতে ঋণ পাওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব, এই প্রকার ব্যক্তিকেই ঋণ দান রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় কথা পাদিক বৃদ্ধিতে। ইহা সুদের হার। বিনা সুদে ঋণ প্রাপ্তির উপায় থাকিলে অনেকেই দুর্দ্দশার ভানে রাজাকে প্রবঞ্চিত করিয়া নিষ্প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ পূর্ব্বক অপব্যয় ও দেশের অমঙ্গল সাধন করিতে পারে। তৃতীয় কথা, রাজা যে ঋণ দিবেন তাহা যেন অনুগ্রহস্বরূপ প্রদত্ত হয়। রাজা ব্যবসায়ীর ন্যায়

লাভের আশায় ঋণ দান করিবেন না। লাভের আশা করিলে ক্রমে ব্যবসা। যুক্তি আমরা রাজাকে মহাজনের পদে আনয়ন করিলে এবং বাজার সহিত প্রতিযোগিতার প্রশ্ন হইলে সাধারণ ব্যবসার দোষ পাইবে। শেষ কথা শত সংখ্যক ঋণ দিবেন। ইহার অধিক দিবেন না, কারণ কৃষককে আশু দুর্দশা মুক্ত করিবা তাহার জীবন যাত্রা নির্বাহার্থ শত সংখ্যকের অধিক ঋণ দান নিষ্প্রয়োজন। বিশেষতঃ দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তির সংখ্যাও কম নহে, সুতরাং একস্থানে রাশীকৃত না হইয়া সাহায্য শত শত স্থানে ছড়াইয়া পড়িলেই জন সাধারণের মঙ্গল হয়।

শ্রীযুক্ত দেউস্কর মহাশয় আশঙ্কা করেন যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলী প্রতিষ্ঠায় বিরুদ্ধভাবাপন্ন কতকগুলি দলের সৃষ্টি হইবে। সেণ্ট্রাল সমিতি ও প্রতিষ্ঠা সম্মিলনীর কার্য্যকারিতা অনুধাবন করিলে সে সন্দেহ দূর হইবে। সেণ্ট্রাল সমিতি ও প্রতিষ্ঠা সম্মিলনী একতা সংসাধনের প্রধান উপকরণ।

ষোড়শ অধ্যায়।

সমিতি স্থাপনে নেতার কর্ত্তব্য।

সকল কার্য্যেরই উপযুক্ত নেতার আবশ্যক। বিশেষতঃ আমাদের দেশে ব্যাঙ্ক সম্বন্ধীয় শিক্ষাপ্রণালীর গুরুতর অভাব এজন্য দেশের শিক্ষিত হিতৈষীপুরুষবর্গ এবং ধনপতিগণ প্রধান উদ্যোগী হইয়া, শিক্ষা-প্রচার ও সমিতি স্থাপন কার্য্যে সহায়তা না করিলে, এই পরম মঙ্গলময় জাতীয় অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা লাভ দুষ্কর। বর্ত্তমান সময়ে, ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে এক এক জন উচ্চপদস্থ গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী, পরস্পরের সহায়তায় ঋণদান সমিতির শিক্ষা বিস্তারে ও প্রতিষ্ঠা কার্য্যে

নিয়োজিত হইয়াছেন, কিন্তু এই বিশুদ্ধ প্রজাতন্ত্র বিষয়ক অনুষ্ঠান, জাতীয় সম্পদবৃদ্ধির মূলাধার এবং সহস্র সহস্র স্বদেশবাসীর কল্যাণপ্রদ শিক্ষা, কেবলমাত্র গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীর হস্তে ন্যস্ত রাখিয়া উদাসীন থাকা আর কোন মতেই শ্রেয়স্কর নহে।

কৃষক ও ক্ষুদ্র শিল্পীর দ্বারা সমিতি স্থাপন কখনও সম্ভবপর নহে। ঐ সকল লোকের কোনরূপ অভিনব কার্য্য-প্রণালী পরীক্ষা করিবার উপযুক্ত অর্থ, ব্যুৎপত্তি বা সাহস নাই এবং থাকিতে পারে এরূপ আশা করাও অসঙ্গত। পক্ষান্তরে কোন প্রকার অভিনব অনুষ্ঠানে চাঁদা প্রার্থনা করা, সাধারণতঃই অপ্রিয় কার্য্য, বিশেষতঃ যাঁহারা আত্মনির্ভর শক্তি, জাতীয় উন্নতির মূলসূত্র ঘোষণা করিয়া কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের জন্য অর্থ-সাহায্য প্রার্থনা করেন, তাঁহাদের কার্য্য অধিকতর অপ্রীতিকর। কিন্তু উপযুক্ত অর্থ না পাইলে আত্মনির্ভর শক্তির নম্র ও বিফল। কৃষিবিজ্ঞান, শিল্পবিজ্ঞান এবং বাণিজ্যবিষয়ক শিক্ষায় স্বাধীনভাবে উপার্জ্জনের পন্থা শিক্ষিতের গোচর হয় মাত্র, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট অথবা অর্থশালী ব্যক্তিগণ মূলধনের উপায় না করিলে কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্য বিষয়ক শিক্ষায় কোন উপকার দর্শে না। এক্ষণে আত্মনির্ভরশক্তির উদ্যোগী কর্ম্মবীরগণকে, কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া সাধ্যানুরূপ শক্তি পরিচালন করিতে হইবে। যাঁহারা অর্থ ও কর্ম্মশক্তি উভয় দান করিতে পারেন, তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা ধন্য; যাঁহারা অর্থ দ্বারা সাহায্য করিবেন অথবা যাঁহারা কর্ম্মশক্তি দ্বারা সাহায্য করিবেন তাঁহারা ও স্বদেশের আশীর্ব্বাদ লাভ করিবেন। পরস্পরের সহায়তায় ঋণদানসমিতি স্থাপন গভর্ণমেণ্টের কার্য্য অথবা গভর্ণমেণ্ট অপর কোন ভাবে প্রণোদিত হইয়া এই কার্য্য করিতেছেন, এরূপ বিশ্বাস দূরে পরিহার করিতে হইবে। সমিতির কার্য্যকারিতা বিভিন্নদেশে প্রত্যক্ষ করিয়া ও উহার প্রণালী শিক্ষা করিয়া আপনার এবং স্বদেশী নেতাগণের ভ্রম দূর করিতে হইবে।

কলিকাতার খ্যাতনামা "ভারতীয় যুবকবৃন্দের বিজ্ঞান ও শিল্পবিষয়ক শিক্ষাসমিতির" (The Association for the Advancement of Scientific and Industrial Education of Indians.) অধ্যক্ষগণ মনোযোগী হইয়া পরস্পরের সহায়তায় ঋণদান সমিতির জন্মভূমি ও কেন্দ্রস্থান জার্ম্মেণী, ইটালী, আয়র্লণ্ড প্রভৃতি দেশে সমিতির কার্য্যপ্রণালী শিক্ষা ও পরিদর্শনের জন্য শিক্ষার্থী প্রেরণ করিলে সময়োচিত কার্য্য হইবে। এক দিকে দেশব্যাপী আত্মনির্ভরশক্তি বর্দ্ধনের জন্য স্বদেশী আন্দোলন, অপর দিকে অনশনক্লিষ্ট বিগতশক্তি কৃষক ও শিল্পকরগণের কাতর ক্রন্দন। এই তো সময়?

সমিতিস্থাপন কিঞ্চিৎ পরিমাণে কৃতকার্য্যতা লাভ করিলে, আয়র্লণ্ডের * অনুকরণে সমগ্র বঙ্গদেশের জন্য একটী প্রতিষ্ঠা সম্মিলনী গঠন করিতে হইবে। এই সম্মিলনীর বিস্তারিত বিবরণ এক্ষণ অসাময়িক হইবে, তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, উহা আয়র্লণ্ডের দেশহিতৈষী ধনবান এবং শিক্ষিত সমাজের রাজনৈতিক চর্চ্চা বিরহিত একটী জাতীয় সভা। পরস্পরের সহায়তা প্রণালীতে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক জাতীয় উন্নতি সাধন করা ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। আয়র্লণ্ডের প্রায় সমস্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা সম্মিলনীর সহিত সংযুক্ত। ইহার পরিচালকগণ অর্থ দ্বারা এবং ব্যক্তিগত পরিশ্রম স্বীকারে সমিতিসমূহের শক্তিসঞ্চার করিতেছেন, আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী ও যন্ত্র ব্যবহারে কৃষি ও শিল্পের উন্নতিসাধন করিতেছেন এবং আত্মনির্ভরশক্তি শিক্ষায় আয়র্লণ্ড দেশের দরিদ্র নরনারীর সম্পদ ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য বর্দ্ধনে সহায়তা করিতেছেন। ইহাতে বেতনভুক কৃষি ও শিল্পকর্ম্মনিপুণ অভিজ্ঞ ব্যক্তি নিযুক্ত আছেন। দেশে সর্ব্বত্র শিক্ষা প্রদান তাঁহাদের

---

* The Irish Agricultural Organisation Society Limited.

কর্ত্তব্য। সম্মিলনী হইতে প্রতি বৎসর কার্য্যকরী বিষয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচারিত হয় এবং সম্মিলনীর প্রকাশিত "আইরিশ হোমষ্টেড" * নামক সাপ্তাহিক পত্র সমিতি সম্বন্ধীয় নানাবিধ তত্ত্বের আধার ও সমিতি সমূহের মুখপত্র। ১৯০৩ সালে ৮৩০টী সমিতি সংযুক্ত ছিল এবং ১৯০৪ সালে সম্মিলনীর কার্য্য পরিচালনে ৬০০০ পাউণ্ড (৯০০০০ টাকা) ব্যয় ধরা হইয়াছিল। আইরিশ প্রতিষ্ঠা সম্মিলনী আয়র্লণ্ডের সমিতি সমূহের মিলন মন্দির।

সমিতির জন্য অর্থ সাহায্যের প্রকরণ পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে কর্ম্মবীর হিতৈষী পুরুষের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বলিতেছি যে তিনি আপনার পথ স্বয়ং আবিষ্কার করিয়া লইবেন; তবে সেই বিষয়ে কয়েকটী সঙ্কেত লিখিত হইল।

স্থান নির্ব্বাচন ঃ—

সমিতি স্থাপনের উপযোগী স্থান নির্ব্বাচন একটী গুরুতর কার্য্য এবং ইহা অতিশয় বিবেচনা সহকারে করা আবশ্যক। অনেক গ্রামের অবস্থা এইরূপ যে, যেখানে অন্যান্য গ্রাম অপেক্ষা অতি শীঘ্র ফল লাভের সম্ভাবনা। যে গ্রাম একজন ভূস্বামীর অধিকারে থাকে এবং ভূস্বামীর মত, সমিতি স্থাপনের বিষয়ে বিশেষ অনুকূল, অন্ততঃ ভূস্বামী সমিতি স্থাপনের বিরুদ্ধাচারী নহেন, সেইরূপ গ্রাম নির্ব্বাচন করাই কর্ত্তব্য। যে গ্রামের প্রায় লোকই লেখা পড়া জানে, অন্ততঃ অনেক লোকই জানে, সেইরূপ গ্রামে কার্য্যারম্ভ করা সুবিধাজনক। অবশ্য সমিতির নিয়মাবলী যে নিরক্ষর লোকে বুঝিতে পারিবে না এমন বোধ

---

* The Irish Homestead. A Weekly Organ of the Co-Operative Societies of Ireland promoted by the I. A. O. S. (Office—22 Lincoln Place, Dublin. 8s. 8d. per year.)

হয় না, কিন্তু লেখা পড়া জানা লোকের সংখ্যা অধিক হইলে, কৃত-কার্য্যতার সম্ভাবনা অধিক। নির্ব্বাচিত গ্রামের অধিবাসিগণের বাড়ী পরস্পর নিকট হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং যদি গ্রাম অত্যন্ত বড় হয় এবং গ্রামের লোকেরা দূরে দূরে বাস করে তবে একটী বড় পল্লী (পাড়া) নির্ব্বাচন করাই উত্তম।

সভ্য নির্ব্বাচন ঃ -

যাহাদিগকে লইয়া সমিতি গঠন করিতে হইবে, তাহারা যাহাতে একই সমাজের লোক হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে কারণ প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার প্রতিবেশী সম্বন্ধে যাহা জানেন এবং একই সমাজের লোক বলিয়া ঐ প্রতিবেশী তাহাকে যেরূপ সম্ভ্রম করিবার সম্ভাবনা, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জামিন। দৈনিক কাজকর্ম্মে যাহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহাদেরই মধ্যে সমবেত দায়িত্ব স্থাপন সম্ভব। দূরের লোক অথবা ভিন্ন সমাজের লোক হইলে, তাহাকে কোন সামাজিক দণ্ড দিবার ক্ষমতা থাকে না। একজাতি, এক সম্প্রদায় এবং একরূপ ব্যবসায় করে এই প্রকার লোকের মধ্যে একতা স্থাপন সহজ, সুতরাং এ বিষয়ে যথাসম্ভব লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবে। আমাদের দেশে প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই দলাদলি আছে, অতএব দলাদলি শূন্য গ্রাম পাওয়া দুর্ঘট। এমন স্থলে প্রত্যেক দলের একটা নিজের দল স্থাপিত হইতে পারে। সুবিধা হইলে কেবল মাত্র একটী জাতি লইয়া, সেই জাতিরই একটী সমিতি প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। কোন গ্রামে তেলি, তাঁতি, মাহিষ্য, গোয়ালা প্রভৃতি কোন জাতির লোক সংখ্যা যথেষ্ট হইলে, কেবল সেই সম্প্রদায় লইয়া একটী সমিতি গঠিত হওয়া উচিত, কারণ কোন ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চ জাতির সমিতিতে, তাঁতি অথবা গোয়ালা সভ্যের তত দূর প্রতিষ্ঠা লাভ করা সম্ভব নহে।

গ্রামের অবস্থা অনুসন্ধান ঃ—

কোন গ্রামে সমিতি স্থাপন কার্য্যে উদ্যোগী হইয়া হিতৈষী পুরুষকে সেই গ্রামের মোটামুটী সমুদয় অবস্থা অবগত হইতে হইবে। গ্রামে জমীদারের ব্যবহার কিরূপ, মহাজনের পীড়ন কি পরিমাণ এবং মহাজনের ঋণের দায়ে কত ব্যক্তি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে; কত লোক শস্য উৎপন্ন করিয়া ঋণের দায়ে তাহা সমস্ত বা কত পরিমাণ মহাজনকে দিয়াছে; কত জন লোকের হালের গরু, মহিষ এবং অন্যান্য যন্ত্রাদির অভাব; গ্রামে কি পরিমাণ পতিত এবং অকর্ম্মণ্য ভূমি আছে এবং তাহা কি উপায়ে সুলভে আবাদের উপযোগী করা যায়; জল সেচনের ব্যবস্থা কিরূপ; শস্যাদির উৎকৃষ্ট বীজ রাখা হয় কিনা এবং জমিতে সারের ব্যবস্থা কি প্রকার; গ্রামে কোন্ শ্রেণীর শিল্পী সংখ্যা বেশী এবং তাহাদের শিল্প প্রস্তুত সামগ্রী কতদূরে বিক্রয় হইতে পারে এবং প্রচলিত শিল্পের কি প্রকারে উন্নতি হইতে পারে; গ্রামবাসীদের মধ্যে টাকা পুতিয়া রাখিবার স্বভাব আছে কি না এবং কাহার বিষয়ে এইরূপে জনশ্রুতি আছে। এই সকল নানাবিধ তত্ত্ব অবগত হওয়া আবশ্যক এবং এই সকল অবগত থাকিলে সর্ব্ববিধ জটীল প্রশ্নের মিমাংসা সহজ হইবে এবং অধিবাসিগণকে সমিতি স্থাপনের সুবিধা সুন্দররূপে বুঝাইতে পারা যাইবে।

উপদেশ ঃ—

হিতৈষী পুরুষ গ্রামের অধিবাসিগণকে কোন প্রকাশ্য স্থলে সমবেত করিয়া, তাহাদের সহিত উপরোক্ত বিষয়সমূহ আলোচনা করিবেন এবং ঐ সকল বিষয়ে পরস্পর ঋণদান সমিতির উপকারিতা ও উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিবেন।

সমিতির দুইটী প্রধান উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ

করিতে হইবে। (১) সমিতি স্থাপিত হইলে তাহারা অধুনা ঋণ করিয়া যে হারে সুদ দেয়, তাহার কম হইবে (২) সমিতিতে সেভিংস ব্যাঙ্কের ন্যায় অসময়ের জন্য কিছু কিছু টাকা জমাইতে পারিবে। পল্লীগ্রামে সচরাচর শতকরা ২৫ টাকা হইতে ৭৫ পর্য্যন্ত সুদ চলিয়া থাকে এবং ইহা ব্যতীত চক্রবৃদ্ধির হিসাবও আছে। কিন্তু এই প্রথায় ১২॥০ হইতে ১৮৷৷০ (অর্থাৎ টাকায় মাসিক এক পয়সা হইতে দেড় পয়সা) সুদ হইতে পারিবে। গ্রামবাসিগণকে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, কোন সম্পত্তিশালী ব্যক্তি একস্থান হইতে ৫০০ কিম্বা ১০০০ টাকা কর্জ্জ লইলে শতকরা ৬ হইতে ৯ টাকা সুদে ঋণ প্রাপ্ত হয়ন সহরের মহাজন অথবা ব্যাঙ্ক সেই এক ব্যক্তির নাম খাতায় লিখিয়া অথবা সেই ব্যক্তির নিকট খত গ্রহণ করিয়া প্রতিবৎসর সুদের টাকা একবার আদায় করে। খাতক টাকা শোধ না করিলে, সেই একটী লোকের নামেই মোকদ্দমা করিয়া আদায় করে। অল্প টাকা ধার দিয়া কিস্তিতে কিস্তিতে আদায় করিতে হইলে কিম্বা প্রত্যেকের নামে নালিশ করিয়া টাকা আদায় করিতে হইলে, হিসাবপত্র রাখার জন্য সরঞ্জামি খরচ অনেক লাগিবে এবং ঋণের টাকা অপেক্ষা আদায়ের খরচ অধিক পড়িবে। সমিতির নিয়মে আবদ্ধ হইলে সেই সম্পত্তিশালী ব্যক্তি মহাজনের নিকট যে সর্ত্তে টাকা কর্জ্জ পায় সামান্য গ্রাম্য লোক ও সেই সর্ত্তে টাকা পাইবে ; কারণ সমবেত দায়িত্ব প্রথাই সেই বিষয়ে জামিন হইয়া সম্পত্তিশালী ব্যক্তির সমতুল্য করিয়া থাকে।

গ্রামবাসিদের মধ্যে যাহার সঞ্চিত টাকা আছে, সমিতিতে যোগ দিয়া সমিতির ভাণ্ডারে টাকা জমা দিলে তাহা অন্য লোককে কর্জ্জ দেওয়া অপেক্ষা নিরাপদ হইবে এবং জমা দেওয়া টাকার উপর সুদ পাওয়া যাইবে, ইহা বুঝাইয়া দিতে হইবে। কিন্তু এই সম্বন্ধে আরও কয়েকটী কথা আছে। গ্রামবাসিগণ সচরাচর টাকা গচ্ছিত রাখিবার

উদ্দেশ্যে সমিতিতে যোগদান করিবে ইহা মনে করা দুরাশা। যাহারা যোগ দিবে তাহারা প্রধানতঃ ঋণ করিবার উদ্দেশ্যেই যোগ দিবে। ইহার কারণ প্রথমতঃ প্রণালীটী সম্পূর্ণ নূতন বিধায় গ্রামবাসিগণ এই নূতন প্রথায় বিশ্বাস করিয়া সমিতির ভাণ্ডারে তাহারা টাকা জমা দিতে স্বীকার করিবে না। দ্বিতীয়তঃ কোন গ্রামবাসার যদি সঞ্চিত টাকা থাকে, সে উহা নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগকে খুচরা ধার দিয়া অধিক সুদ গ্রহণে লাভ করিতে চাহিবে। এই স্থলে হিতৈষী পুরুষের বিশেষ উপদেশ ও অনুরোধ বিশেষ আবশ্যক এবং সম্ভবতঃ তাঁহার চেষ্টায় দুই চারিজন অর্থশালী গ্রামবাসী, দরিদ্র প্রতিবেশীর সাহায্য করিবার জন্য অথবা একটী সৎকার্য্যের সাহায্য করিবার জন্য অথবা কর্ত্তৃপক্ষের এবং স্বদেশ হিতৈষী পুরুষের সন্তোষ বিধানের জন্য সমিতিতে যোগদান করিয়া টাকা গচ্ছিত রাখিতে পারে। গ্রামবাসিগণকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে অপর লোককে কর্জ্জ দিয়া আদায় করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য এবং তজ্জন্য আদালতে যাইতে হইলে লাঞ্ছনার ও খরচের সীমা থাকে না। সমিতির ভাণ্ডারে টাকা পোষ্ট আফিসের সেভিংস ব্যাঙ্কের ন্যায় নিরাপদে রাখা যাইতে পারে অথচ পোষ্ট আফিস হইতে সুবিধা এবং গৌরবের বিষয় এই যে, পোষ্ট আফিসের ভাণ্ডার অপরের কর্ত্তৃত্বাধীন, কিন্তু সমিতির ভাণ্ডার তাহাদের নিজস্ব এবং আপনাদের কর্ত্তৃত্বাধীন।

সমিতির জন্য টাকার চেষ্টা :—

গ্রামের সাধারণ লোক হইতে উন্নত শ্রেণীর অর্থশালী ব্যক্তির নিকট এবং জমীদারের নিকট গিয়া তাঁহাদিগকে ও সমিতির মূল তত্ত্বগুলি বিশেষ ভাবে বুঝাইতে হইবে এবং তাঁহারা যাহাতে গ্রামস্থ দরিদ্র প্রতিবেশী ও প্রজাবর্গের উপকারার্থে সমিতিকে অর্থ কর্জ্জ দেন তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। পল্লীগ্রামে সচরাচর শতকরা ১২ টাকা

হার সুদে টাকা কর্জ্জ পাওয়া যায় কিন্তু এই সকল ধনী এবং জমীদার-গণ যখন বুঝিবেন যে এইরূপ কর্জ্জ দ্বারা গ্রামবাসী দরিদ্রগণের উপকার হইবে, একটী সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে সহায়তা করা হইবে এবং সেই টাকার ও সুদের জন্য সমিতির সকল সভ্যেরা মিলিয়া একত্র এবং প্রত্যেকে পৃথক পৃথক ভাবে দায়ী হইবে অথচ তাহাদের নামে নালিশ করিতে হইলে সেই সমিতির নামে নালিশ করিলেই চলিবে এবং তাহা হইলেই সমিতির সমস্ত সভ্যেরা টাকা আদায় করিতে বাধ্য হইবে, তখন অবশ্যই তাঁহারা টাকা কর্জ্জ দিতে অনিচ্ছুক হইবেন না। এই সকল স্থলে আরও অনুরোধ করা আবশ্যক যেন তাঁহারা কর্জ্জের টাকা তিন বৎসরকাল স্থায়ী রাখেন এবং তৎপরে মূল টাকা দশটী তুল্য পরিমাণ কিস্তিবন্দী করিয়া প্রতিবৎসর এক এক কিস্তিতে পরিশোধ গ্রহণ করেন। তবে উভয় পক্ষেরই সুবিধার জন্য, এক বৎসর পূর্ব্বে নোটীশ দিয়া টাকা তুলিয়া লইতে পারেন অথবা সমস্ত টাকা পরিশোধ করিতে পারেন, এইরূপ নিয়মও থাকিবে। সুদের হার স্থানীয় অবস্থা এবং কর্জ্জ দাতার প্রকৃতি ও কর্জ্জের আবশ্যক অনুসারে নির্দ্ধারিত হইবে।

চিন্তার অবসর :—

গ্রামবাসিগণকে সমিতি স্থাপনের উপরোক্ত বিষয়ে উপদেশ দিয়া, হিতৈষী পুরুষ গ্রামবাসিগণকে উক্ত বিষয়সমূহ চিন্তা এবং আপনাদের মধ্যে আলোচনা করিতে এক সপ্তাহ অবসর দিবেন।

পুনরালোচনা :—

হিতৈষী পুরুষ নির্দ্দিষ্ট দিনে আবার সেই গ্রামে উপস্থিত হইয়া, গ্রামবাসিগণের মধ্যে যে যাহা বলিতে চাহে শুনিবেন, যাহার যে বিষয়ে সন্দেহ আছে বুঝাইয়া দিবেন এবং গ্রামবাসিগণের অভিমত জিজ্ঞাসা করিবেন।

পুনরায় অবসর ঃ—

গ্রামবাসীরা যদি আবার ঐ সকল বিষয় চিন্তা করিতে অবসর চাহে তবে আবার ৩।৪ দিন অবসর দিবেন। যদি তৃতীয় দিনেও আবার অবসর চাহে আবশ্যক বোধ হইলে আবার অবসর দিবেন। হিতৈষী পুরুষকে সহিষ্ণুতার আদর্শ হইতে হইবে, নচেৎ এই কার্য্যে সিদ্ধির আশা নাই।

মাতব্বর ব্যক্তিগণের সহিত আলোচনা ঃ—

গ্রামবাসী অথবা কোন সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ সমিতি স্থাপনে ইচ্ছুক হইলে তাহাদিগকে বিশ্বাসী এবং সাধু প্রকৃতির ৪।৫ জন মাতব্বর নির্দ্দিষ্ট করিতে বলিবেন এবং দেশ হিতৈষী পুরুষ মাতব্বর ব্যক্তিদের সহিত সমিতির বিশেষ বিশেষ নিয়ম সম্বন্ধে আলোচনা করিবেন এবং আইনের মর্ম্ম বুঝাইয়া দিবেন।

প্রথম উদ্যোগিগণের তালিকা ঃ—

মাতব্বরগণের সাহায্যে সমিতি স্থাপনেচ্ছুক এবং আইন অনুসারে উপযুক্ত ১০।১৫ বা ততোধিক ব্যক্তির একটী তালিকা প্রস্তুত করিবেন। আইন অনুসারে প্রথম অবস্থায় অন্ততঃ ১০ জন সভ্য আবশ্যক। তালিকাভুক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে পরস্পর বিশ্বাস থাকা চাই এবং কেহ কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে কোন আপত্তি উত্থাপন করিলে তালিকা হইতে সেই নাম পরিত্যাগ করিবেন।

প্রবেশ ফী ঃ

তালিকাভুক্ত প্রত্যেক সভ্যকে একটী নির্দ্দিষ্ট হারে প্রবেশ ফী দিতে হইবে। ইহা সচরাচর চারি আনা হইতে এক টাকা হইবে। যে সকল লোক বাস্তবিক এই সমিতি প্রথার ফলাফল পরীক্ষা করিতে চাহে এবং যাহারা কেবলমাত্র কৌতূহল বশতঃ নাম লিখাইবে

তাহাদিগকে পৃথক করার পক্ষে ইহা এক উত্তম উপায়। প্রবেশের ফী জমা করিয়া নানাবিধ আনুষঙ্গিক খরচ পত্র, যথা খাতা, কাগজ, কলম ইত্যাদি ক্রয়, ডাকের মাশুলাদিতে ব্যবহার করা যাইবে এবং অতিরিক্ত থাকিলে রিজার্ভ ফণ্ডে জমা হইবে।

সমিতির মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় ঃ—

এক্ষণে কত টাকা লইয়া সমিতি স্থাপিত হইবে তাহাই স্থির করিতে হইবে। সভ্যগণকে জানাইতে হইবে যে, তাহারা যত টাকা সমিতির মূলধনরূপে সঞ্চয় করিতে পারিবে, গভর্ণমেণ্ট তত টাকা ৩ বৎসরের জন্য বিনা সুদে কর্জ্জ দিবেন। প্রবেশ ফী ব্যতীত এইরূপে যত টাকা সভ্যগণের নিকট পাওয়া যাইবে তাহা স্থির করিতে হইবে। সভ্যগণকে বিশেষ বুঝান আবশ্যক যদি তাহাদের টাকা থাকিতেও তাহারা স্বয়ং কিছু কিছু গচ্ছিত না করেন, তবে লোকেই বা সেই সমিতিকে বিশ্বাস করিয়া টাকা কেন কর্জ্জ দিবে এবং গভর্ণমেণ্টই বা কেন সাহায্য করিবেন। সমিতির মূলধন স্থির করিতে হইলেই, যে সকল ব্যক্তি সভ্য হইয়াছে তাহাদের মধ্যে সম্বৎসরে সম্ভবতঃ কত টাকা আবশ্যক হইবে ইহা জানা আবশ্যক। এই সম্বন্ধে যে কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম হইতে পারে না, তাহা সাহায্যের সীমা শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে সুতরাং বিশেষ বিবেচনার সহিত ইহার পরিমাণ নির্দ্দেশ করিতে হইবে। পরিমাণ স্থির হইলে বুঝিতে পারা যাইবে যে সমিতির জন্য কত টাকা কর্জ্জ আবশ্যক। একটী উদাহরণ দেওয়া হইল। যদি কোন সমিতিতে ২০ জন সভ্য হয় এবং প্রত্যেকে গড়ে ৫৲ টাকা করিয়া জমা দিয়া থাকে তাহা হইলে সভ্যগণের জমার টাকা ১০০৲ হইল। এই স্থলে গভর্ণমেণ্ট সাহায্য ১০০ পাওয়া যাইবে। এক্ষণে যদি প্রত্যেক সভ্যের গড়ে সেই বৎসর ২০৲ টাকা করিয়া আবশ্যক হয় তবে উক্ত সংগৃহীত ২০০ বাদে আরো ২০০ টাকা বাহির হইতে কর্জ্জ লইতে হইবে।

মূলধন সংগ্রহ ঃ—

এইবার পূর্ব্ব কথিত মহাজন গ্রামবাসী সম্পত্তিশালী ব্যক্তি ও জমীদার এবং সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের নিকট এই অতিরিক্ত টাকা ঋণ করিবার চেষ্টা দেখিতে হইবে। স্বদেশ হিতৈষী পুরুষ যত্ন করিলেই উপরোক্ত যে কোন স্থান হইতে টাকা কর্জ্জেব যোগাড় করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। টাকা সংগ্রহে নিতান্তই বিফলকাম হইলে কো-অপারেটীভ ক্রেডিট্ সোসাইটীর রেজিষ্ট্রাব অন্য স্থান হইতে সমিতির জন্য টাকা ঋণ পাইতে পারেন কিনা, ইহা দেখিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট আবেদন করিতে হইবে। বঙ্গ এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের রেজিষ্ট্রার মহোদয়গণ, যে প্রকার আন্তরিক যত্ন সহকারে কার্য্য করিতেছেন, তাহাতে তাঁহাদের দ্বারা এ বিষয়ে বিশেষ সহায়তা হইবে সন্দেহ নাই।

উপবিধি প্রস্তুত ঃ—

সমিতি স্থাপনকার্য্য ও মূলধন সংগ্রহের উপায় নির্দ্ধারিত হইলে, উদ্যোগী সভ্যগণের সুবিধা, অসুবিধা ও স্থান, কাল এবং পাত্রের অবস্থা বিবেচনা পূর্ব্বক সমিতির জন্য উপবিধি প্রস্তুত করিতে হইবে। এই সকল উপবিধির জন্য বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের গভর্ণমেণ্ট আদর্শ প্রস্তুত করিয়াছেন। (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

রেজেষ্টারী করণ ঃ—

উপরোক্ত বিষয় সম্বন্ধে উপবিধি প্রস্তুত করিয়া, নির্দ্ধাবিত ফারমে উদ্যোগী সভ্যগণের স্বাক্ষরযুক্ত আবেদন পত্র ও উপবিধি রেজিষ্টারের নিকট পাঠাইতে হইবে এবং রেজিষ্ট্রার দরখাস্ত ও উপবিধি আইন সঙ্গত বিবেচনা করিলে সমিতি রেজেষ্টারী করিবেন এবং (Ceificate) নিদর্শন পত্র প্রদান করিবেন।

রেজেষ্টারীর পর সভ্য গ্রহণ ঃ—

সমিতি রেজেষ্টারী হওয়ার পর যাহারা সভ্য হইতে চাহিবেন তাহাদিগকে সমিতির উপবিধি অনুসারে আবেদন করিতে হইবে এবং সভ্যেরা প্রার্থনা মঞ্জুর করিলে প্রার্থীকে সভ্যদলভুক্ত করা হইবে।

কার্য্য পরিচালন সম্বন্ধে উপদেশ ঃ—

এইরূপে সমিতি স্থাপন কার্য্যে সাহায্য করিয়া হিতৈষী পুরুষ সমিতির কার্য্য পরিচালন, হিসাব পত্র রাখা, রিজার্ভ ফণ্ড প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ দিবেন এবং সমিতির একটী সভায় উপস্থিত থাকিয়া কার্য্যপ্রণালী দেখাইয়া দিবেন।

সপ্তদশ অধ্যায়।

মিশ্র সমিতি।

পরস্পরের সহায়তায় ঋণদান সমিতি সম্বন্ধীয় সাধারণ জ্ঞান জন্মিবার উপযুক্ত আলোচনা সমাপ্ত হইল। কিন্তু ইহার কার্য্যক্ষেত্রের সীমা নাই। নানা বিষয়ে এই প্রণালী প্রয়োগ করিতে পারা যায়। সেই সকল মিশ্র সমিতির কার্য্যপ্রণালীর বিস্তারিত বর্ণনা এক্ষণ অসাময়িক হইবে, কারণ এই নবোদ্ভাবিত প্রণালী সাধারণ আকারে দেশে প্রতিষ্ঠালাভ না করিলে জটিলতাপূর্ণ মিশ্র সমিতির আলোচনায় কোন ফল হইবে না। এক্ষণে মিশ্র সমিতির বর্ণনা শকটের সম্মুখে অশ্ব যোজনা না করিয়া পশ্চাতে অশ্ব যোজনার ন্যায় নিষ্ফল কর্ম্ম। অর্থনীতিশাস্ত্রের চর্চ্চার সহিত যতই এই পরস্পর সহায়তায় ঋণদান প্রণালীর চর্চ্চা বিস্তার হইবে, লোকে আপনা হইতে ততই

নানাবিধ বিষয়ে পরস্পরের সহায়তায় কার্য্যকরণ প্রণালী প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত হইবে।

কৃষিকার্য্য বিষয়ে সমিতির কার্য্যকারিতার শেষ নাই। সমিতি স্থাপন করিয়া তৎ সাহায্যে ভূমি ক্রয়, ভূমির উন্নতি সাধন, পাইকারী দরে ভূমিতে দিবার উপযুক্ত কৃত্রিম সার ক্রয় ও বিতরণ এবং বীজশস্য সংগ্রহ ও বিতরণ, গো মহিষাদি পশু এবং লাঙ্গলাদি কৃষিযন্ত্র পাইকারী দরে ক্রয় ও বিতরণ, মড়ক ইত্যাদিতে গো মহিষাদির জীবন বিমা, উৎপন্ন শস্য উপযুক্ত সময়ে ন্যায্য দরে বিক্রয় করিবার জন্য সাধারণ ভাণ্ডারে রক্ষা করিয়া মধ্যবর্ত্তী সময়ের সংসার খরচের নিমিত্ত অর্থ সাহায্য এবং পরে উপযুক্ত স্থানে বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করা, কৃষিজীবিগণের বস্ত্র, লবণ ইত্যাদি নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রী পাইকারী দরে ক্রয় করিয়া আনিয়া তাহা বিতরণ ইত্যাদি। শিল্পকর্ম্ম বিষয়েও পরস্পর সহায়তার প্রণালী নানা বিষয়ে প্রযোজ্য। শিল্পকর্ম্মের উপযুক্ত যন্ত্র এবং উপকরণ পাইকারী দরে ক্রয় এবং বিতরণ, শিল্পিগণের প্রস্তুত দ্রব্য যথা মূল্যে বিক্রয় ইত্যাদি। এই আলোচনায় বেনারসের একটী সমিতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদানের লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। ভারতবর্ষে মিশ্রসমিতির উহা একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

পরস্পর সহায়তায় ঋণদান সম্বন্ধীয় আইন অনুসারে বেনারস সিল্ক উইভরস কো-অপারেটীভ এসোসিয়েসন্ (অংজুমন কারীগরান্ পারচা রেসমী) নামে ইহা ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়াছে। ইহার মূলধন ৪৫০০০৲ টাকা ৫৲ টাকা মূল্যের ৯০০০ অংশে বিভক্ত। সহরের ৯৫০ জন জোলা সমুদয় অংশ ক্রয় করিয়া সমিতির সভ্য হইয়াছে। এই সমিতির দায়িত্ব সীমাবদ্ধ হইলেও ইহার নিয়মাবলীর একটু নূতনত্ব আছে এবং একই সমিতির দ্বারা একাধারে সেণ্ট্রাল সমিতি ও অসীমদায়যুক্ত সমিতির কার্য্য হইয়া থাকে। সমিতির

সভ্যগণ সহরের ৩০টী পৃথক পৃথক মহল্লায় বাস করে, সুতরাং তাহাদের বাসস্থান অনুসারে সভ্যগণ ৩০টী দলে বিভক্ত। প্রত্যেক মহল্লার অধিবাসী সভ্যগণের একটী একটী ক্ষুদ্র কমিটী আছে এবং নিজ মহল্লার সভ্যগণের ন্যায়পরায়ণতা এবং যথার্থরূপ কার্য্যের জন্য কমিটী দায়ী। মহল্লার সভ্যেরা সমিতি হইতে যে টাকা বা রেশম আনিয়া থাকে তজ্জন্য সেই মহল্লার সকল সভ্যকে একাকী এবং যৌথ ভাবে সমিতির নিকট দায়ী থাকিতে হয়।

এই সমিতিতে দুই প্রকার রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত হয়,—কোট্ প্যান্ট্-লোনের ও চাদরের উপযুক্ত বস্ত্র যাহা কাশী সিল্ক নামে পরিচিত এবং বারানসী সাড়ী সিল্ক মশলিন ইত্যাদি সূক্ষ্ম ও কারুকার্য্য সংযুক্ত বস্ত্র। কাশী সিল্ক ইটালী দেশীয় রেসমী সুতায় এবং সাড়ী ইত্যাদ মুর্শিদাবাদ, মালদহ প্রভৃতি স্থানের রেশমী সুতায় প্রস্তুত হয়। রেশমী সুতা, রং ও শিল্পকর্ম্মের অন্যাবধ সামগ্রী সমিতি বহুল পরিমাণে পাইকারী দরে খরিদ করিয়া ভাণ্ডারে রাখেন। যে কোন সভ্য সমিতির নিকট বস্ত্র বয়ন উপযোগী রেশম ইত্যাদি খাতায় লিখাইয়া গ্রহণ করিতে পারেন। বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া তাহা পুনরায় সমিতির নিকট লইয়া আসে এবং তখন ১০ জন কারিগর বিশিষ্ট মূল্যনির্দ্ধারণ কমিটী তাহার মূল্য স্থির করেন। স্থিরীকৃত মূল্যের টাকা কারিগর সভ্যের নামে জমা করিয়া রেসমের মূল্য বাদ দেওয়া হয় এবং অবশিষ্ট টাকা কারিগরের ইচ্ছামত তাহাকে নগদ দেওয়া যায় কিম্বা সেই টাকার রেসমী সুতা দেওয়া হয়। পরে বাজারে যে মূল্যে সেই বস্ত্র বিক্রয় হইবে, তাহার কার্ড আঁটিয়া সমিতির দোকান গৃহে রাখিয়া দেওয়া হয়, অথবা আবশ্যক মত অন্যত্র চালান দেওয়া হয়। কারিগর সভ্য বস্ত্র বয়ন করিয়া ইচ্ছামত অন্যত্র স্বয়ং বিক্রয় পূর্ব্বক সমিতির রেস-মের মূল্য জমা দিতে পারে। স্থানান্তর হইতে কোন বিশেষ জাতীয়

বস্ত্রের অর্ডার আসিলে, সমিতি উপযুক্ত কারিগর সভ্য ডাকিয়া তাহা প্রস্তুত করাইয়া সরবরাহ করেন। সমিতির সভ্যগণকে সঞ্চয়ের জন্য টাকা জমা রাখিতে উৎসাহিত করা হয়। গত বৎসর শতকরা ৩৩৲ টাকা হিসাবে সমিতির লভ্য হইয়াছিল এবং লভ্যের শতকরা ১০৲ টাকা রিজার্ভ ফণ্ডে রাখিয়া বাকী টাকা সভ্যগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কারিগরগণের প্রতি মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়িগণের দুর্ব্যবহার, এই সমিতি সৃষ্টীর প্রথম কারণ। কারিগরগণের সেই উদ্দেশ্য এতদূর পূর্ণ হইয়াছে যে বেনারসের মধ্যবর্ত্তী ব্যবসায়িগণ এখন আর কোন কারিগরের প্রতি পূর্ব্বের মত অত্যাচার করে না। সমিতি হইতে নানাবিধ নূতন প্যাটার্ণের বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে এবং প্রদেশীয় খ্যাত-নামা রেজিষ্ট্রার মিঃহোপ সিমসন্ কলিকাতায় এবং ইউরোপে এজেণ্ট নিযুক্তের চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের দেশে মিশ্রসমিতির কৃতকার্য্য-তার ইহা একটী জলন্ত আদর্শ এবং নানাবিধ শিল্প কার্য্যে ইহার অনু-করণে সমিতি স্থাপন নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত ও উৎপন্ন বিষয়েও মিশ্রসমিতি প্রতিষ্ঠা বিশেষ উপযোগী। আয়র্লণ্ড দেশে বিশুদ্ধ মাখন প্রস্তুতের অনেকগুলি (১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ২৯০) সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। প্রত্যেক সমিতিতে মাখন প্রস্তুতকারী বিজ্ঞানসম্মত উৎকৃষ্ট কল স্থাপিত হইয়াছে। সভ্যগণ প্রত্যহ তাহাদের গৃহস্থ গরুর দুগ্ধ সমিতির কারখানায় উপস্থিত করে এবং তাহা হইতে কলে উৎকৃষ্ট মাখন প্রস্তুত হইয়া সভ্যগণকে প্রদত্ত হয় এবং স্থানান্তরে বিক্রয়ার্থ চালান দেওয়া হয়। আমাদের দেশে বিশুদ্ধ ঘৃতাদি যে প্রকার দুষ্প্রাপ্য তাহাতে এইরূপ প্রণালীতে কার-খানা স্থাপন অনায়াসে চলিতে পারে।

পরিশেষে বক্তব্য যে আমরা পরস্পরের সহায়তায় কার্য্য করিবার প্রণালী এবং উহার মূলনীতি যতই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব, পরস্পরের

সহায়তায় কার্য্য সম্পাদনের ক্ষেত্র ততই প্রসারিত হইবে এবং দেশের লোকের ব্যবসায় বুদ্ধি, ধনবল এবং সুখসচ্ছন্দতা ততই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। ভারতবর্ষের এই বিষম দুর্দ্দিনে, জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিবার পরস্পরের সহায়তায় কার্য্যকরণ প্রণালীর একতা এবং আত্ম-নির্ভর শক্তি ভিন্ন আর দ্বিতীয় পন্থা নাই।

সম্পূর্ণ।

পরিশিষ্ট ক।

THE

CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETIES ACT. 1904.

(INDIA ACT X OF 1904).

পরস্পরের সহযোগিতায় ঋণদান সম্বন্ধীয় সমিতি বিষয়ক আইন।

(১৯০৪ সালের ভারতবর্ষীয় ১০ আইন)।

গ্রন্থকার সঙ্কলিত সঙ্ক্ষিপ্ত ইতিহাস ও ব্যাখ্যাসহ।

ভারতবর্ষে পরস্পরের সহযোগিতায় ঋণদান সম্বন্ধীয় আইনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

পরস্পরের সহযোগীতায় ঋণদান*সমিতির প্রণালী, মুলনীতি ও উহার উপকারিতা বর্ণিত হইয়াছে, এক্ষণে ভারতে এই সম্বন্ধে যে বিধান প্রণীত হইয়াছে তদ্বিষয়ে একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা অবশ্যক। ১৮৮২।৮৩ খৃষ্টাব্দে বোম্বের সুপ্রসিদ্ধ সিভিলিয়ান্ সার উইলিয়ম ওয়েডার-বার্ণ মহোদয় এবং কয়েকজন দেশীয় সদাশয় ব্যক্তি মিলিত হইয়া বোম্বে প্রদেশে পুণা জেলায় কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু নানা কারণে তাঁহাদের প্রস্তাব সে সময় গৃহীত হয় নাই। পরে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রাজের সিভিলিয়ান্ মিঃ (অধুনা সার ফ্রেডারিক্) নিকল-সন্ মান্দ্রাজে কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন সম্বন্ধে উপায় ও সর্ব্ববিধ তত্ত্ব অনুসন্ধানার্থ নিযুক্ত হন। তিনি য়ুরোপ প্রভৃতি দেশের সর্ব্বপ্রকার সমিতি সন্দর্শন ও উহাদের কার্য্যপ্রণালী পর্য্যালোচনা করিয়া ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার গভীর গবেষণাপূর্ণ, এ সম্বন্ধে সকল তথ্যের খনি স্বরূপ, একখানি বিবরণ পুস্তক প্রণয়ন করেন। ভারত গভর্ণমেণ্ট উহা ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের মতামতের জন্য বিতরণ করিয়া, চিন্তাশীল স্বদেশ হিতৈষি-গণকে সমিতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে অনুরোধ করেন এবং গভর্ণ-মেণ্টের খাসমহল ও কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনস্থ এষ্টেটে সমিতি স্থাপন পূর্ব্বক কার্য্যপ্রণালী ও উপকারিতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে আদেশ দেন। এই সময়ে মিঃ ডুপারনে সি, এস প্রণীত "উত্তর-ভারতে-পল্লী-সমিতি" নামক পুস্তক প্রকাশিত হয় এবং তৎপ্রতি ভারত গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়ায় মিঃ ডুপারনেকে সমিতি সম্বন্ধীয় বিশেষ পরীক্ষা ও তত্ত্বানুসন্ধান কার্য্যে নিয়োগ করেন। মিঃ ডুপারনে

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সমিতি স্থাপনে নানাবিধ পরীক্ষা ও তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া ১৯০০ সনে এক খানি বিশদ এবং বহু তথ্যপূর্ণ বিবরণ দাখিল করেন। এই বিবরণের ফলে, নাগরিক সমিতি স্থাপন করিয়া তদ্দারা পল্লী সমিতির অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হইয়া কেন্দ্র সমিতি (Central Organisation Society) দ্বারা অর্থসংগ্রহ ব্যবস্থা কর্ত্তব্য ও উপযোগী বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। ইহার পর ১৯০০ সনের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় আত্মন্ত সমস্ত বিষয় আলোচিত হইয়া রাইফেজেন প্রণালী ভারতবর্ষের উপযোগী সিদ্ধান্ত করতঃ একটী বিশেষ কমিটী নিযুক্ত করা হয়। সার এডওয়ার্ড ল, সার ফ্রেডেরিক্ নিকলসন্ প্রমুখ আর ৩ জন কমিটীর মেম্বর মনোনীত হন। তাঁহারা ১৯০১ সনের জুন মাসে রিপোর্ট ও সমিতি সম্বন্ধীয় আইনের একখানি পাণ্ডুলিপি দাখিল করেন। এই রিপোর্টে নাগরিক সমিতি সম্বন্ধে কোন বিবরণ ছিল না। ভারত গভর্ণমেণ্ট এই রিপোর্ট, পাণ্ডুলিপি এবং নাগরিক সমিতি স্থাপন সম্বন্ধে মন্তব্য প্রেরণ করিয়া পুনরায় প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের অভিমত যাচ্ঞা করেন। এই সময়ে মিঃ পি, সি, লায়েন্ বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তৎকালীন্ বঙ্গদেশের জন্য বিশেষ তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়া যুক্তপ্রদেশে সমিতির কার্য্যপ্রণালী পরিদর্শন করেন এবং বঙ্গদেশের কয়েকটী নির্ব্বাচিত জেলায় সমিতি স্থাপন পুর্ব্বক ফলাফল পরীক্ষায় নিযুক্ত হন। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়া ১৯০৩ সালের অক্টোবর মাসে সার ডেনজিল ইবেটসন্ আইনের পাণ্ডুলিপি ভারত গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রণা সভায় উপস্থিত করেন। পাণ্ডুলিপি উত্থাপনকালে তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন রূপ আচার ব্যবহার ও লোকচরিত্রের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আইনখানিকে সরল ও সর্ব্বাবস্থায় প্রয়োগ যোগ্য করিবার আবশ্যকতা বুঝাইয়া দেন এবং এই প্রণালী প্রথমাবস্থায় গভর্ণমেণ্ট সাহায্য বিরহিত হইলে কৃতকার্য্যতা ও স্থায়িত্ব

লাভ করিতে পারিবে না বলিয়া গভর্ণমেণ্টের অর্থ এবং অন্যবিধ সাহায্যের ব্যবস্থা করেন। পাণ্ডুলিপি সিলেক্ট কমিটীর রিপোর্ট ও প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তন সহ ১৯০৪ সনের ১৪ই মার্চ্চ তারিখে পুনরায় মন্ত্রণা সভায় উপস্থিত করা হয় এবং ঐ মাসের ১৫শে তারিখে উহা আইনরূপে পরিণত হয়। তৎপরে ২৯শে এপ্রিল তারিখে ভারতগভর্ণমেণ্ট কার্য্যারম্ভের উপদেশ সম্বলিত বিশদ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট এবং স্বদেশী নেতৃবর্গকে সমিতি স্থাপনে মনোযোগী হইতে অনুরোধ করিয়াছেন।

স্বচীপত্র।

সূচনা।

ধারা।

সংগঠন বিষয়ক বিধি।

রেজিস্টরিকরণ বিষয়ক বিধি।

কার্য্য নির্ব্বাহ বিষয়ক বিধি।

সভ্যগণের শেয়ার ও স্বার্থ বিষয়ক বিধি।

কোন সভ্যের বিরুদ্ধে সমিতির দাওয়ার অগ্রগণ্যতা বিষয়ক বিধি।

আডিট, পরিদর্শন ও অনুসন্ধান বিষয়ক বিধি।

সমিতির লোপ বিষয়ক বিধি।

টেক্স হইতে মুক্তি বিষয়ক বিধি।

গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য ঋণ বিষয়ক বিধি।

বিধির কথা।

২৭। বিধির কথা।

বিবিধ বিধান।

২৮। ভারতবর্ষীয় কোম্পানি বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন না খাটিবার কথা।

২৯। এই আইনানুসারে কোন সভা রেজিষ্টরি করণার্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বিশেষ ক্ষমতার কথা।

পরস্পরের সহযোগিতায় ঋণদান সম্বন্ধীয় সমিতির সংগঠন ও কর্ত্তৃত্বের বিধান করণার্থ আইন।

কৃষক, শিল্পকার ও অল্প-আয়বিশিষ্ট লোকের মধ্যে মিতব্যয়িতা, স্বাবলম্বন ও পরস্পরের সহযোগিতা বিষয়ে উৎসাহ দান করা এবং তদভিপ্রায়ে পরস্পরের সহযোগিতায় ঋণদানসম্বন্ধীয় সমিতির সংগঠন ও কর্ত্তৃত্বের বিধান করা বিহিত। অতএব এতদ্দ্বারা নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।—

সূচনা।

১ ধারা। (১) এই আইনটিকে পরস্পরের সহযোগিতায় ঋণদান-সম্বন্ধীয় সমিতি বিষয়ক ১৯০৪ সালের আইন বলা যাইতে পারে; এবং

সংক্ষেপ নাম ও ব্যাপ্তির কথা।

(২) ইহা সমস্ত বৃটিষ ভারতবর্ষে প্রচলিত হইবে।

২ ধারা। বিষয় বা পূর্ব্বাপর কথায় বিরোধী ভাবের কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

অর্থনির্দ্দেশের কথা।

(ক) এই আইন কি এই আইনমতে প্রণীত কোন বিধি দ্বারা প্রদত্ত কোন ক্ষমতার পরিচালনক্রমে কোন সমিতি কর্ত্তৃক যে কোন বিধি প্রণীত হয় "উপবিধি" শব্দে সেই বিধি বুঝাইবে।

(খ) "কমিটী" শব্দে কোন সমিতির যে শাসক দলের প্রতি ঐ সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহের ভার অর্পিত আছে সেই শাসক দলকে বুঝাইবে।

(গ) যে কোন ব্যক্তি কোন সমিতি রেজিষ্টরি করিবার প্রার্থনায় যোগদান করেন এবং রেজিষ্টরি করিবার পর যে কোন ব্যক্তিকে এই আইন মতে প্রণীত উপবিধি অনুসারে ও কোন বিধি প্রণীত

হইয়া থাকিলে সেই বিধি অনুসারে সভ্যপদে গ্রহণ করা হয় "সভ্য" শব্দে তাঁহারাও গণ্য।

(ঘ) "কর্ম্মচারী" শব্দে সভাপতি, সম্পাদক, ধনরক্ষক, ও কমিটির সভ্যকে, কি অন্য যে ব্যক্তি কোন সমিতি সম্বন্ধে যে সকল বিধি খাটে সেই সকল বিধি বা ঐ সমিতির উপবিধি অনুসারে ঐ সমিতির বিষয়কর্ম্ম সম্বন্ধে আদেশ দিতে ক্ষমতাপন্ন তাঁহাকেও বুঝাইবে।

(ঙ) যে কোন ব্যক্তি পরস্পরের সহযোগিতায় ঋণদানসম্বন্ধীয় সমিতি সম্পর্কে এই আইনমত রেজিষ্ট্রারের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনার্থে নিযুক্ত হন, "রেজিষ্ট্রার" শব্দে সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে। এবং

(চ) পরস্পরের সহযোগিতায় ঋণদানসম্বন্ধীয় যে কোন সমিতিকে এই আইনানুসারে রেজিষ্টরি করা হয় "সমিতি" শব্দে তাহাকে বুঝাইবে।

সংগঠন বিষয়ক বিধি।

সমিতির সংগঠনের কথা।

৩ ধারা। (১) অষ্টাদশ বৎসরের অধিক বয়স্ক এমন দশ কি তদধিক ব্যক্তি লইয়া সমিতি হইবে যাঁহারা—

(ক) একই নগর কি গ্রামে কিম্বা একই গ্রামপুঞ্জে বাস করেন, অথবা,

(খ) রেজিষ্ট্রারের অনুমোদনাধীনে, একই সম্প্রদায়, শ্রেণী বা জাতি-ভুক্ত লোক হন।

(২) সমিতিগুলি গ্রাম্য বা নাগরিক হইবে। গ্রাম্য সমিতির সভ্যগণের অন্যূন চারি-পঞ্চমাংশ লোক কৃষক হইবেন। নাগরিক সমিতির সভ্যগণের অন্যূন চারি-পঞ্চমাংশ লোক কৃষকেতর ব্যক্তি হইবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি এই আইনের কার্য্যপক্ষে কৃষক কি কৃষকেতর ব্যক্তি, কিম্বা দুই বা তদধিক গ্রাম একটি পুঞ্জ বলিয়া বিবেচিত হইবে

কি না, কিম্বা কোন ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়, শ্রেণী কি জাতিভুক্ত কি না এই বিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে রেজিষ্ট্রার ঐ প্রশ্নের নিষ্পত্তি করিবেন এবং তাঁহার নিষ্পত্তিই চূড়ান্ত হইবে।

(ক) ও (খ)। সমিতির সভ্যগণের এক গ্রামে কিম্বা একই গ্রাম পুঞ্জের অধিবাসী হওয়া আবশ্যক বিবেচিত হইয়াছে। ঋণদাতার এবং ঋণগ্রহীতার নৈকট্য ও নিরাপদত্ব সম্বন্ধে আলোচনা কালে ইহার উদ্দেশ্য সমালোচিত হইয়াছে। মূল কথা, নিকটে বাস করা সভ্যগণের পরস্পর মধ্যে বিশ্বাস স্থাপনে ও দায়িত্ব গ্রহণে বিশেষ উপযোগী। তবে কোন কোন স্থলে অবস্থা বিশেষে লোক দূরবস্থিত হইলেও নিকটস্থ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে—যথা এক মিশনস্থ দেশীয় খৃষ্টানগণ কিম্বা এক রেল লাইনের কর্ম্মচারিগণ এক একটী নগর বা গ্রামবাসী বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে এবং রেজিষ্ট্রার ঐ প্রকার সম্প্রদায়কে সমিতি সংগঠনের অনুমতি দিতে পারেন।

সমিতির সভ্যদিগের কথা।

৪ ধারা। নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা সমিতির সভ্য হইবেন :—

(ক) যে ব্যক্তিরা ৬ ধারার (১) প্রকরণের উল্লিখিত প্রার্থনায় যোগ দান করেন এবং ঐ ধারার (২) প্রকরণানুসারে যাঁহাদিগকে কোন সমিতিরূপে রেজিষ্টরি করা হয় তাঁহারা।

(খ) যে ব্যক্তিরা ৩ ধারার প্রয়োজনানুসারে যোগ্যতাবিশিষ্ট হইয়া এই আইনের বিধান ও ঐ সমিতির উপবিধি অনুসারে ঐ সমিতি কর্ত্তৃক গৃহীত হন তাঁহারা।

কিন্তু ঐরূপে গৃহীত কোন ব্যক্তি যদি বা যাবৎ সভ্যপদ সম্বন্ধে সমিতিকে এই আইনমতে প্রণীত বিধি কিম্বা ঐ সমিতির উপবিধির নির্দ্দিষ্ট টাকা না দেন কিম্বা ঐরূপ বিধি কি উপবিধির নির্দ্দিষ্ট স্বার্থ লাভ না করেন তাহা হইলে বা তাবৎ কোন সভ্যের অধিকারের পরিচালন করিবেন না।

(ক) প্রকরণের সভ্যগণকে উদ্যোগী সভ্য নাম দিলে সহজে বুঝিতে পারা যায়। এই সকল সভ্যগণের উদ্যোগ ও চেষ্টায় সমিতি স্থাপিত, সুতরাং (খ) অনুযায়ী নূতন সভ্য গ্রহণ করা উদ্যোগীদের সম্মতি সাপেক্ষ। সমিতিতে নির্ব্বাচিত সভ্য হইবার মূল নিয়ম সমিতির বর্ত্তমান সভ্যগণের ইচ্ছা, অতএব কোন সমিতিতে প্রবেশ লাভ করিবার জন্য কাহারও কোনরূপ দাবী চলিতে পারে না। একবার সভ্য দলভুক্ত হইলে নির্ব্বাচিত সভ্য ও অপর বর্ত্তমান সভ্যের ক্ষমতা, দায়িত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে কোন পার্থক্য থাকে না।

রেজিষ্টরিকরণ বিষয়ক বিধি।

রেজিষ্ট্রারের কথা।

৫ ধারা। স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কোন ব্যক্তিকে, প্রদেশ কি উহার কোন অংশের নিমিত্ত পরস্পরের সহযোগিতায় ঋণদান সম্বন্ধীয় সমিতির রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

ভারত গভর্ণমেণ্ট রেজিষ্ট্রারের কর্ম্মকুশলতা ও যোগ্যতার উপর নির্ভর করিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এইরূপ—দেশে সমিতি স্থাপনের প্রথম কয়েক বৎসর রেজিষ্ট্রারের কার্য্য কেবল সরকারি পরিদর্শকের ন্যায় না হইয়া সুহৃদ এবং উপদেষ্টার ন্যায় হইবে। বিবিধ স্থানের বিবিধ অবস্থার সমিতির কার্য্য প্রণালী দৃষ্টে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া রেজিষ্ট্রার সমিতির কার্য্য প্রণালীর যথা যোগ্য ব্যবস্থা করিতে পারিবেন এবং এইরূপে দেশে সমিতি বিষয়ক জ্ঞান ও শিক্ষা সম্পূর্ণ ও বদ্ধমূল হইলে, রেজিষ্ট্রারের পরিদর্শন ধারাবাহিক কার্য্যে পর্য্যবসিত হইবে।

সমিতির রেজিষ্টরি করণ ও সমবেত-ভাবে গঠিত করণের কথা।

৬ ধারা। (১) যে কোন দশ বা ততোধিক ব্যক্তির ৩ ধারার প্রয়োজনানুযায়িক যোগ্যতা আছে এবং যাহাদের প্রত্যেকে পূর্ব্বোক্ত মত টাকা দিতে বা স্বার্থলাভ করিতে নিয়ম করেন তাঁহারা স্থলভেদে গ্রাম্য বা নাগরিক সমিতি স্বরূপ রেজিষ্টরি হইবার নিমিত্ত রেজিষ্ট্রারের নিকট প্রার্থনা করিতে পারিবেন এবং যে ব্যক্তিদের দ্বারা বা যাঁহাদের পক্ষে ঐরূপ প্রার্থনা করা হয় রেজিষ্ট্রার প্রস্তাবিত সমিতির সম্বন্ধে যে সন্ধান জানিতে চাহেন তাঁহারা তাহা দিবেন।

(২) সমিতি গঠন করিবার প্রস্তাবকারী ব্যক্তিরা ৩ ধারার প্রয়োজনানুসারে যোগ্যতাবিশিষ্ট এবং এই আইনের বিধান ও এই আইনমতে প্রণীত বিধি পালন করিয়াছেন এই বিষয়ে রেজিষ্ট্রারের প্রতীতি জন্মিলে, তিনি যদি উপযুক্ত বোধ করেন তবে তদনুসারে ঐ সমিতি রেজিষ্টরি করিতে পারিবেন এবং উহা যে নামে রেজিষ্টরি করা হইল তদনন্তর সেই নামে সমবেতভাবে গঠিত সমিতি হইবে এবং উহার অখণ্ড পর্য্যায় ও সাধারণ মোহর থাকিবে ও স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তি ভোগ করিবার, চুক্তি সম্পাদন করিবার, দেওয়ানী মোকদ্দমা উপস্থিত ও তাহাতে প্রতিবাদ করিবার ও স্বীয় সংগঠনপ্রকৃতির প্রয়োজনার্থ আবশ্যক সমস্ত বিষয় করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

(৩) প্রত্যেক সমিতির এই আইনমতে প্রণীত বিধি অনুসারে রেজিষ্টরি করা এমন একটি ঠিকানা থাকিবে যথায় সমস্ত নোটিস ও চিঠিপত্র প্রেরণ করা যাইতে পারে।

(৪) কোন সমিতি গ্রাম্য সমিতি কি নাগরিক সমিতি উহার রেজিষ্টরি করা নামে এই প্রভেদ সুচিত থাকিবে এবং সভ্যগণের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ হইলে ঐ নামে "সীমাবদ্ধ" শব্দটি যোগ করিতে হইবে।

(৫) এই ধারামত রেজিষ্টরিকরণ কার্য্যের নিমিত্ত কোন খরচ লওয়া যাইবে না।

(২) রেজিষ্ট্রার কোন সমিতি রেজিষ্ট্রী করিতে অসম্মত হইলে তদ্বিরুদ্ধে রেভিনিউ বোর্ডে আপিল করা চলিবে এবং এই বিষয়ে বোর্ডের আদেশ চূড়ান্ত গণ্য হইবে।

(৪) সীমাবদ্ধ ও অসীম দায়িত্বের ব্যাখ্যা। ৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

কার্য্য নির্ব্বাহ বিষয়ক বিধি।

সভ্যগণের দায়িত্বের কথা।

৭ ধারা। কোন সমিতির ঋণের নিমিত্ত ঐ সমিতির প্রত্যেক সভ্যের দায়িত্ব নিম্নলিখিতমত হইবে।

(ক) গ্রাম্যসমিতির বেলা, স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বিশেষ অনুমোদন ব্যতিরেকে ঐরূপ দায়িত্বের সীমা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না;

(খ) নাগরিক সমিতির বেলা, এই আইনমতে প্রণীত উপবিধির কিম্বা এই আইনমতে কোন বিধি প্রণীত হইয়া থাকিলে সেই বিধির বিধানানুসারে ঐরূপ দায়িত্বের হয় সীমা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে না, না হয় উহা সীমাবদ্ধ হইবে।

সাধারণতঃ গ্রা্য সমিতির সভ্যগণের দায়িত্ব অসীম ও নাগরিক সমিতির দায়িত্ব উহার সভ্যগণের ইচ্ছামত অসীম বা সীমাবদ্ধ হইবে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গ্রাম্য সমিতিতে একমাত্র অসীম দায়িত্ব প্রথাই পরস্পরের সহায়তায় সমবেত শক্তিতে পসার সৃজন করিয়া প্রত্যেক সভ্যের উপকার সাধন করিতে সমর্থ। তবে স্থল বিশেষে এই মূল নীতির ব্যতিক্রম করিবার ক্ষমতা স্থানীয় গভর্ণমেণ্টের হস্তে প্রদত্ত হইয়াছে। বিশেষ কারণ যদি স্থানীয় কোন ধনশালী বা ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির সাহায্য ও সহানুভূতি আবশ্যক হয় এবং তিনি সাধারণ লোকের সহিত অসীম দায়িত্ব গ্রহণে অসম্মত হয়েন তাহা হইলে, গভর্ণমেণ্ট, গ্রাম্য সমিতি হইলেও সেই সমিতি বিশেষের সীমাবদ্ধ দায়িত্ব অনুমোদন করিতে পারেন।

সভ্যের বিলি ব্যবস্থার কথা।

৮ ধারা। (১) কোন গ্রাম্য সমিতির কোন সভ্যকে কোন ডিবিডেণ্ড কি লভ্যের হিসাবে কোন টাকা দেওয়া যাইবে না। কিন্তু ঐরূপ সমিতির যে লভ্য হয় তৎসমস্তই একটি ফণ্ডে জমা করা যাইবে। এই ফণ্ডের নাম রিজার্ভ ফণ্ড (রক্ষিত তহবীল) হইবে।

কিন্তু এই আইনানুসারে প্রণীত উপবিধি বা বিধিদ্বারা যেরূপ অবধারিত হয় সমিতির মোট দায়িত্বের তদ্রূপ অনুপাতে রিজার্ভফণ্ড বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এবং সভ্যদিগকে যে ঋণ দেওয়া যায় তাহার সুদের হার তদ্রূপ অনুপাতে কমান হইলে পর, সমিতির অধিকতর কোন লভ্য হইলে মোট বার্ষিক লভ্যের অনধিক তিন-চতুর্থাংশ সভ্যদিগকে পারিতোষিক স্বরূপ বণ্টন করিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

(২) কোন ডিভিডেণ্ড কি লভ্যের হিসাবে কোন টাকা সভ্যগণকে বা তাঁহাদের কোন ব্যক্তিকে দিবার পূর্ব্বে প্রতিবৎসর নাগরিক সমিতির লভ্যের অন্যূন সিকি অংশ রিজার্ভ ফণ্ড নামক একটী ফণ্ডে জমা করা যাইবে।

রিজার্ভ ফণ্ড বা রক্ষিত তহবীলের ব্যাখ্যার জন্য ৪৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের নিয়মানুসারে রিজার্ভ ফণ্ডের টাকায় সমিতি তুলিয়া দিবার পূর্ব্বে হস্তক্ষেপন করিতে পারা যাইবে না; কিন্তু পূর্ব্ব বঙ্গ ও আসাম গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা অনুসারে রেজিষ্ট্রারের অনুমতি লইয়া সমিতির বাৎসরিক ক্ষতিপূরণে ব্যবহৃত হইতে পারে।

ঋণকরণ সম্বন্ধে সীমা নির্দ্দেশের কথা।

৯ ধারা। কোন সমিতি কোন প্রকার সীমার অধীন না হইয়া সভ্যগণের নিকট হইতে আমনতী টাকা গ্রহণ করিতে পারিবেন কিন্তু আপন উপবিধি কিম্বা এই আইনমতে প্রণীত বিধিদ্বারা যে পরিমাণ ও যে যে নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হয়, সভ্য নহেন এমন ব্যক্তিদের নিকট হইতে কেবল সেই পরিমাণে ও সেই নিয়মাধীনে ঋণ করিতে পারিবেন।

কর্ত্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কোন গ্রাম্যসমিতি স্থানান্তর হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে না বলিয়া পাণ্ডুলিপিতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। তাহাতে নানা প্রতিবাদ হয়। কারণ সমবেত দায়িত্বে পসার সৃজন পূর্ব্বক ঋণ গ্রহণ সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য, এই অবস্থায় আইনের কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা থাকিলে ঋণ গ্রহণ একেবারেই নিষিদ্ধ বলিয়া অনুমিত হইতে পারে। এক্ষণে আইনকর্ত্তাগণ বিশেষ বিবেচনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে সমিতি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ স্থানান্তর হইতে কর্জ্জ করিতে পারিবেন। অবাধে অপরিমিত ঋণ গ্রহণ সমিতির পক্ষে নিশ্চয়ই কল্যাণকর নহে সুতরাং ঋণ গ্রহণ শক্তির এই প্রকার খর্ব্বতায় যে বিশেষ মঙ্গল সাধিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

১০ ধারা। ঋণদান সম্বন্ধে সীমা নির্দ্দেশের কথা।

(১) কোন সমিতি সভ্য ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে ঋণ দিবেন না।

কিন্তু কোন সমিতি রেজিষ্ট্রারের সম্মতি লইয়া কোন গ্রাম্য সমিতিকে ঋণ দিতে পারিবেন।

(২) সাধারণ আদেশ ক্রমে প্রত্যেক সমিতির বেলা রেজিষ্ট্রারের যে অনুমতি প্রদত্ত হইবে তদ্ব্যতীত কোন গ্রাম্য সমিতি অস্থাবর সম্পত্তি জামীনস্বরূপ রাখিয়া টাকা ঋণ দিবেন না।

(৩) স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট সাধারণ কি বিশেষ আদেশক্রমে কোন সমিতি বা কোন শ্রেণীর সমিতি কর্তৃক স্থাবর সম্পত্তি বা কোন প্রকারের স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া টাকা ঋণ দেওয়া নিষিদ্ধ অথবা সীমাবদ্ধ করিতে পারিবেন।

(১)। সমিতি হইতে সমিতির সভ্য ভিন্ন অপর কাহাকে ও ঋণ দান নিষিদ্ধ। পরস্পর সহযোগিতায় ঋণদান সমিতির একটী মুখ্য উদ্দেশ্য, লোককে পরিমিতব্যয়ী, ও সঞ্চয়ী হইতে শিক্ষাদান করা। এরূপ অবস্থায় সমিতি হইতে সর্ব্বসাধারণকে ঋণদান করিলে সেই মূলনীতির মর্য্যাদা নষ্ট করা হইবে। তবে সমিতিতে প্রয়োজনাতিরিক্ত ধন সঞ্চয় হইলে রেজিষ্ট্রারের সম্মতি গ্রহণান্তর সমিতি অন্য সমিতিকে ঋণ প্রদান করিতে পারেন। এই উদ্দেশ্যেই সেণ্ট্রাল সমিতি ও ব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রস্তাব করা হইয়াছে।

(২) ও (৩)। আইনের পাণ্ডুলিপিতে শস্যাদির বন্ধকে ঋণদান সম্বন্ধে একটী ধারা নিবিষ্ট হইয়াছিল। শস্য এবং নগদ অর্থকে একই দৃষ্টিতে দেখিবার উদ্দেশ্যে উহা লিখিত হইয়াছিল যেহেতু বর্ত্তমান সময়ে এরূপ অনেক সমিতি (যথা ধর্ম্মগোলা) আছে এবং ভবিষ্যতেও এরূপ অনেক সমিতি হইতে পারে, যাহাতে নগদ অর্থ আদান প্রদানের নাম গন্ধও নাই বা থাকিবে না এবং শস্য দ্বারাই যাবতীয় আদান প্রদান কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে এবং হইবে। ইহাতে কর্ত্তৃপক্ষের এরূপ অভিপ্রায় ছিল না যে ক্ষেত্রস্থ শস্যের জামীনিতে কোন ঋণ প্রদত্ত হয়, কারণ ঋণদান সমিতির পক্ষে উহা অত্যন্ত অনিষ্টকর। কিন্তু লোকের মনে অন্যরূপ অমূলক ধারণা হওয়াতে সেই ধারাটী পরিত্যক্ত হইয়াছে।

স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি বন্ধকে ঋণদানের যোগ্যাযোগ্যতা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হইয়াছিল। মূল পাণ্ডুলিপিতে অস্থাবর সম্পত্তি অর্থাৎ অলঙ্কার প্রভৃতির বন্ধকে ঋণদান একেবারে নিষিদ্ধ ছিল, কারণ কোন অস্থাবর সম্পত্তি জামীন লওয়া

অপেক্ষা সভ্যগণের নৈতিক চরিত্র ও সমবেত শক্তি দ্বারা পসারের সৃষ্টিই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু অনেকে বিবেচনা করেন যে নৈতিক চরিত্র এবং সভ্যগণের সমবেত শক্তি পসারের প্রধান উপাদান হইলে ও আনুষঙ্গিক জামীনস্বরূপ অস্থাবর সম্পত্তি (অলঙ্কারাদি) বন্ধকে ঋণ প্রদান ন্যায় সঙ্গত। কারণ এ দেশে অলঙ্কারাদির বন্ধকে ঋণ গ্রহণ একটী চিরপ্রচলিত সহজ প্রথা। কোন অলঙ্কার আবদ্ধ না রাখিয়া সভ্যগণ নৈতিক চরিত্র বলে সমিতির নিকট ঋণ পাইলে লোকে অলঙ্কারাদি লইয়া সামান্য কারণেই কুসীদজীবীর নিকট ঋণগ্রহণে প্রলুব্ধ হইবে। কর্তৃপক্ষ উভয় দিক বিবেচনা করিয়া একটী মধ্যবর্ত্তী পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন। পল্লীগ্রামে অলঙ্কারের মূল্য নির্দ্ধারণ ও উহার রক্ষণাবেক্ষণ পক্ষে বিশেষ অসুবিধা আছে সুতরাং যে সকল পল্লীসমিতি নগর কিম্বা গণ্ডগ্রামে অবস্থিত এবং যেখানে অলঙ্কারের মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার জন্য স্বর্ণকারের সাহায্য প্রাপ্তি সম্ভব এবং ক্রয় বিক্রয়ের সুযোগ আছে ও যে সমিতির সভ্যগণ বেশ বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ সেই সকল সমিতি অলঙ্কারাদির জামীনিতে ঋণ প্রদান করিতে পারিবে; কিন্তু এইরূপ অলঙ্কারাদির জামীনিতে ঋণ প্রদান করিতে রেজিষ্ট্রারের বিশেষ অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

অলঙ্কারাদির ন্যায় স্থল বিশেষে অস্থাবর সম্পত্তি ও আনুষঙ্গিক প্রতিভূস্বরূপ বন্ধক রাখা ন্যায় সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। যেহেতু ইহার অন্যথায় পূর্ব্বোক্ত যুক্তি বলে বিপন্ন কৃষক পুনশ্চ কুসীদজীবীর নিকট ভূমি বন্ধকে ঋণ গ্রহণ করিয়া অধিকতর দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইবে। তবে একটা কথা মনে রাখা আবশ্যক যে সমিতির মূলধন অল্প এবং ঐ স্বল্প মূলধনের অংশ একস্থানে বহুদিন আবদ্ধ রাখা যুক্তি সঙ্গত নহে। সমিতির পক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঋণদান করা এবং তাহা সহজে ও সত্বরে আদায় করাই কর্ত্তব্য। বিশেষত আদায় পক্ষে আইন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ সমিতির পক্ষে কোন ক্রমেই বাঞ্ছনীয় নহে। ভূসম্পত্তি বন্ধক রাখিয়া সমিতি ঋণদান করিতে পারে বটে তবে স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা ঐ ক্ষমতা রহিত বা সীমাবদ্ধ করিতে পারেন।

১১ ধারা। কোন সমিতি আপন ফণ্ড গভর্ণমেণ্টের সেভিংস ব্যাঙ্কে কিম্বা এতৎকার্য্যপক্ষে রেজিষ্ট্রারের অনুমোদিত কোন ব্যাঙ্কের বা ব্যাঙ্কের স্বরূপ কার্য্যকরী কোন ব্যক্তির নিকটে গচ্ছিত রাখিতে পারিবেন।

সমিতির ফণ্ড গচ্ছিত রাখিবার কথা।

পোষ্ট আফিসের পাবলিক্ একাউন্টের নিয়ম অনুসারে সমিতির সেক্রেটারী, কোষাধ্যক্ষ বা ম্যানেজার সমিতির হিসাবে পোষ্টাল সেভিংস ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিতে পারিবেন। পোষ্ট আফিসের সাধারণ নিয়ম অনুসারে এক নামে বৎসরে ১২০০৲ টাকা পর্য্যন্ত জমা দেওয়া যায় এবং তন্মধ্যে ২০০৲ বাদে বাকি টাকার গবর্ণমেণ্ট পেপার (কোম্পানীর কাগজ) ক্রয় হয়; কিন্তু সমিতি সম্বন্ধে সেই নিয়ম খাটিবে না। পাবলিক্ একাউন্টের নিয়ম অনুসারে সমিতি দশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত জমা দিতে পারেন।

সভ্যগণের শেয়ার ও স্বার্থ বিষয়ক বিধি।

কোন সভ্যের অধিকৃত মূলধন সম্বন্ধে সীমা নির্দ্দেশের কথা।

১২ ধারা। যে স্থলে কোন সমিতির সভ্যগণের দায়িত্ব শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়, সে স্থলে ঐ সমিতির মূলধনের পঞ্চমাংশকে সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ মান্য করিয়া এই আইনমতে প্রণীত কোন বিধিদ্বারা যে কোন অংশ নির্দ্দিষ্ট হয় কোন সভ্যই ঐরূপ মূলধনের তাহার বেশী অংশ রাখিবেন না।

কিন্তু ঐরূপ সমিতির কোন সভ্যই যতগুলি শেয়ারে নামতঃ এক সহস্র টাকা মূল্য সূচিত হয় তাহার বেশী শেয়ার রাখিবেন না।

সভ্যগণের ভোটের কথা।

১৩ ধারা। (১) যে স্থলে কোন সমিতির সভ্যগণের দায়িত্ব শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ নয় সে স্থলে মূলধনে প্রত্যেক সভ্যের যে পরিমাণ স্বার্থই থাকুক, ঐ সমিতির বিষয়কার্য্যে সভ্যস্বরূপ তাঁহার একটি মাত্র ভোট থাকিবে।

(২) যে স্থলে কোন সমিতির সভ্যগণের দায়িত্ব শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় সে স্থলে ঐ সমিতির উপবিধি দ্বারা যতগুলি ভোট নির্দ্দিষ্ট হয় প্রত্যেক সভ্যের ততগুলি ভোট থাকিবে।

শেয়ার বা স্বার্থ হস্তান্তর করণ সম্বন্ধে সীমা নির্দ্দেশের কথা।

১৪ ধারা। (১) কোন সমিতির মূলধনে কোন সভ্যের যে শেয়ার বা স্বার্থ থাকে তিনি তাহা অন্ততঃ এক বৎসর কাল রাখিয়া না থাকিলে তাহা বা তাহার কোন অংশের হস্তান্তর করিবেন না।

(২) কোন সমিতির মূলধনে কোন সভ্যের যে শেয়ার বা স্বার্থ থাকে তাহা ঐ সমিতি বা ঐ সমিতির কোন সভ্যের প্রতি হস্তান্তর করা কিম্বা উহার কি তাঁহার নিকট চার্জ্জ করা ব্যতিরেকে এবং এই আইন কিম্বা উপবিধি বা এই আইনমতে প্রণীত কোন বিধিদ্বারা অধিকার সম্বন্ধে যে সর্ব্বোচ্চ সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তদ্বিষয়ক কোন নিয়ম মান্য না করিয়া অন্য কোনরূপে হস্তান্তর করা বা চার্জ্জ করা যাইবে না।

১২ হইতে ১৪ ধারায় অংশের মূল্য, পরিমাণ, হস্তান্তরের কাল নির্দ্দেশ এবং ভোটের সংখ্যা বিবেচিত হইয়াছে। ধারাগুলির প্রধান উদ্দেশ্য এই যে একই ব্যক্তি সমিতির বহু সংখ্যক অংশ ক্রয় করিয়া প্রাধান্য লাভ না করেন এবং উহা দ্বারা কেহ ব্যবসায়ের পন্থা আবিষ্কার না করেন। লোকহিতকর সমিতি ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে সমিতি স্থাপন স্পৃহাও ইহা দ্বারা দমিত হইবে।

শেয়ার বা স্বার্থ ক্রোক-যোগ্য না হইবার কথা।

১৫ ধারা। কোন সমিতির মূলধনে কোন সভ্যের যে শেয়ার কি স্বার্থ থাকে তাহা ২০ ধারার বিধান মান্য করিয়া ঐ সভ্যের কোন ঋণ বা দায়িত্ব সম্বন্ধে কোন আদালতের ডিক্রী বা আজ্ঞাক্রমে ক্রোক বা বিক্রয় করিতে পারা যাইবে না এবং অফিশ্যাল আসৈনী কি দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২০ অধ্যায়ানুসারে নিযুক্ত কোন গ্রাহকের ঐ শেয়ার বা স্বার্থে কোন দাওয়া করিবার স্বত্ব থাকিবে না কিম্বা কোন দাওয়া থাকিবে না।

সমিতির তহবীলে কোন সভ্য যে টাকা আমানত রাখেন তৎপ্রতি এই ধারা খাটিবে না অর্থাৎ সভ্যের জমা রাখা টাকা ক্রোক হইতে পারিবে।

কোন সভ্যের মৃত্যু হইলে, স্বার্থ হস্তান্তর করিবার কথা।

১৬ ধারা। কোন সভ্যের মৃত্যু হইলে, ঐ সভ্যের শেয়ার বা স্বার্থের মূল্য যত টাকা বিধি বা উপবিধি অনুসারে নির্ণীত হয় তত টাকা এবং সমিতির নিকট তাঁহার যত টাকা প্রাপ্য থাকে তাহা সমিতি এতৎকার্য্যপক্ষে প্রণীত বিধি অনুসারে যে ব্যক্তি মনোনীত হন তাঁহাকে

দিতে বা তাঁহার নামে জমা করিয়া দিতে পারিবেন কিম্বা কোন ব্যক্তি তদ্রূপে মনোনীত না হইলে, যে ব্যক্তি মৃত সভ্যের ওয়ারিষ বা আইন-সঙ্গত স্থলাভিষিক্ত বলিয়া কমিটীর বিবেচনায় পাইবার স্বত্ববান হন, সমিতি তাঁহাকে দিতে বা তাঁহার নামে জমা করিয়া দিতে পারিবেন এবং তাহা দেওয়া হইলে ঐ শেয়ার বা স্বার্থ সম্বন্ধে বা পূর্ব্বোক্তমত অন্য টাকা সম্বন্ধে সমিতি সমস্ত দায় হইতে মুক্ত হইবেন।

এই রূপ স্বার্থ বা প্রাপ্য টাকার জন্য মনোনীত ব্যক্তির কিম্বা উত্তরাধিকারীর ১৮৮৯ সালের ৭ আইন অনুসারে সার্টিফিকেট গ্রহণ আবশ্যক হয় না।

ভূতপূর্ব্ব সভ্যের দায়িত্বের কথা।

১৭ ধারা। কোন ভূতপূর্ব্ব সভ্য যে সময় হইতে আর সভ্য রহিলেন না সেই সময়ে সমিতির যে ঋণ থাকে সেই ঋণের জন্য তাঁহার দায়িত্ব যে তারিখে তিনি আর সভ্য না থাকেন সেই তারিখ হইতে এক বৎসর কাল চলিতে থাকিবে।

মৃত সভ্যের ইষ্টেটের দায়িত্বের কথা।

১৮ ধারা। কোন মৃত সভ্যের মৃত্যুসময়ে সমিতির যে ঋণ থাকে, সেই ঋণের জন্য ঐ মৃতসভ্যের ইষ্টেট তাঁহার মৃত্যুর সময় হইতে এক বৎসর কাল দায়ী থাকিবে।

কোন সভ্যের বিরুদ্ধে সমিতির দাওয়ার অগ্রগণ্যতা বিষয়ক বিধি।

ফসল, কৃষিজাত দ্রব্য, গবাদি, যন্ত্রাদি ও অসংস্কৃত মালমশলার বিরুদ্ধে সমিতির দাওয়া অগ্রগণ্য হইবার কথা।

১৯ ধারা। ভূমির রাজস্ব সম্পর্কে বা ভূমির রাজস্বের ন্যায় আদায়যোগ্য কোন টাকা সম্পর্কে গবর্ণমেণ্টের কিম্বা খাজানা সম্পর্কে বা খাজানার ন্যায় আদায়-যোগ্য কোন টাকা সম্পর্কে ভূম্যধিকারির কোন অগ্রগণ্য দাওয়া থাকিলে তাহা মান্য করিয়া, কোন সমিতি—

(ক) কোন সভ্য বা ভূতপূর্ব্ব সভ্যকে যে তারিখে বীজ কি সার অগ্রিম দেওয়া হয় কিম্বা, বীজ কি সার ক্রয়ার্থে টাকা ঋণ দেওয়া হয় সেই তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে যে কোন সময়ে, ঐ অগ্রিম প্রদত্ত বীজাদির কি ঋণ দেওয়া ঐ টাকার অপরিশোধিত অংশ সম্বন্ধে;

(খ) যে কোন গবাদি পশু, কৃষি বা শিল্প সংক্রান্ত যে হাতিয়ার বা শিল্প দ্রব্য প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত অসংস্কৃত যে মালমশলা সমিতি সরবরাহ করেন কিম্বা সমিতির ঋণ দেওয়া টাকাতে সম্পূর্ণরূপে বা অংশতঃ ক্রয় করা হয়, ঐ সরবরাহ করণ বা ঐ ঋণ দেওয়া টাকার দরুণ যে দায় অপরিশোধিত থাকে সেই দায় সম্বন্ধে—

তাহার উপর অন্য পাওনাদারদের অগ্রে আপন দাওয়া প্রবল করিবার স্বত্ববান্ হইবেন।

সভ্যের শেয়ার বা স্বার্থ সম্বন্ধে চার্জ্জ ও দাওয়ার বিপরীত দাওয়ার কথা।

২০ ধারা। কোন সভ্য বা ভূতপূর্ব্ব সভ্যের নিকট সমিতির কোন ঋণ প্রাপ্য থাকিলে তদ্‌সম্বন্ধে, ঐ সভ্য বা ভূতপূর্ব্ব সভ্যের শেয়ার, মূলধনগত স্বার্থ ও আমানতি টাকার উপর এবং ঐ সভ্য বা ভূতপূর্ব্ব সভ্যকে কোন ডিবিডেণ্ড, পারিতোষিক বা লভ্য দেয় থাকিলে সেই ডিবিডেণ্ড প্রভৃতির উপর সমিতির চার্জ্জ থাকিবে এবং সমিতি কোন সভ্য বা ভূতপূর্ব্ব সভ্যের নামে যে কোন টাকা জমা থাকে কিম্বা তাঁহাকে দেয় হয় তাহা ঐরূপ কোন ঋণ পরিশোধার্থ কি পরিশোধের আনুকূল্যার্থ বাদ দিতে পারিবেন।

আডিট, পরিদর্শন ও অনুসন্ধান বিষয়ক বিধি।

আডিট, পরিদর্শন ও অনুসন্ধানের কথা।

২১ ধারা। (১) রেজিষ্ট্রার প্রতিবৎসরের অন্ততঃ একবার প্রত্যেক সমিতির হিসাব আডিট করিবেন।

(২) ১ প্রকরণানুসারে কৃত কোন অডিটের সম্বন্ধে কোন খরচ লওয়া হইবে না।

(৩) কোন ঋণ পরিশোধ করিবার কাল অতীত হইয়া থাকিলে ঐরূপ ঋণের বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখা এবং সমিতির স্থিত ও দায়িত্বের মূল্যাবধারণও (১) প্রকরণমত অডিটের অন্তর্গত হইবে।

(৪) রেজেষ্ট্রার কি কালেক্টর কি যে কোন ব্যক্তি রেজেষ্ট্রার বা কালেক্টর হইতে এতদর্থে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন তিনি যে কোন সময়ে কোন সমিতির বহি, হিসাব, কাগজপত্র ও সিকুরিটীর পরিদর্শন করিতে পারিবেন এবং পরিদর্শনকারী ব্যক্তি ঐ সমিতির লেনদেন ও কার্য্য-চালন সম্বন্ধীয় যে কোন সন্ধান জানিতে চাহেন সমিতির প্রত্যেক কর্ম্মচারী সেই সন্ধান দিবেন।

(৫) রেজিষ্ট্রার আপন প্রবৃত্তিমতে কোন সমিতির সংগঠন, কার্য্যচলন ও আয়ব্যয়ঘটিত অবস্থাসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে পারিবেন এবং কালেক্টরের আদেশানুসারে কিম্বা কমিটীর অধিকসংখ্যক ব্যক্তি-দের কিম্বা সমগ্র সভ্য সংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশের প্রার্থনামতে ঐরূপ অনুসন্ধান করিবেন এবং রেজিষ্ট্রার সমিতির কার্য্যসম্বন্ধীয় যে কোন সন্ধান জানিতে চাহেন ঐ সমিতির সমস্ত কর্ম্মচারী ও সভ্য সেই সন্ধান দিবেন।

(৬) যে স্থলে (৫) প্রকরণমতে কোন অনুসন্ধান করা হয় রেজিষ্ট্রার সেই স্থলে সমিতি, অনুসন্ধানপ্রার্থী সভ্যগণ ও সমিতির কর্ম্ম-চারীগণ বা ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারীগণের মধ্যে উক্ত অনুসন্ধানকার্য্যের খরচ বা ঐ খরচের যে অংশ উচিত বোধ করেন সেই অংশ বণ্টন করিয়া দিতে পারিবেন।

(৭) ৬ প্রকরণমতে খরচ বলিয়া কোন টাকা নিরূপিত করিয়া দেওয়া হইলে, যে ব্যক্তির নিকট ঐ টাকা দাওয়া করা যাইতে পারে

তিনি উপস্থিত সময়ে যে স্থানের অধিবাসী সেই স্থানে বিচারাধিকার-বিশিষ্ট কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রার্থনা করিয়া ঐ মাজিষ্ট্রেটের এলাকার মধ্যে ঐ ব্যক্তির কোন অস্থাবর সম্পত্তি থাকিলে তাহা ক্রোক ও বিক্রয় দ্বারা উক্ত টাকা আদায় করা যাইতে পারিবে।

গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী দ্বারা সমিতির হিসাব পত্র পরীক্ষার বিষয় এই ধারায় নির্দ্দেশ হইয়াছে। ইহাতে সর্ব্বসাধারণের মনে সমিতির কার্য্য কুশলতা ও স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আস্থা জন্মিবে এবং সমিতির যথার্থ আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে ভ্রম ঘটিতে পারিবে না। সমিতি গভর্ণমেণ্ট হইতে আর্থিক সাহায্য প্রাপ্ত না হইলেও প্রচলিত বিধানানুসারে গভর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী দ্বারা উহার হিসাবপত্র পরীক্ষিত হইতে পারিবে।

সমিতির বহিতে লিখিত কথা যে প্রণালীতে প্রমাণিত করা যাইবে তাহার কথা।

২২ ধারা। বিষয়কার্য্য চলিবার রীত্যনুসারে যাহা নিয়মিতরূপে রাখা হইয়াছে কোন সমিতির এমন কোন বহির লিখিত কোন দফার নকল, এই আইনমতে প্রণীত বিধির নির্দ্দিষ্ট প্রকারে সার্টিফিকেটযুক্ত করা হইলে, ঐ সমিতির প্রাপ্য কোন ঋণ আদায় করণার্থ কোন মোকদ্দমায় লিখিত ঐরূপ দফা যে আছে আপাতদৃষ্টিতে সেই কথার সাক্ষ্য স্বরূপে গ্রাহ্য হইবে এবং ঐ লিখিত কথায় যে যে বিষয়, লেনদেন ও হিসাব লিপিবদ্ধ থাকে তাহার সাক্ষ্যস্বরূপে যে স্থলে আসল লিখিত কথা এক্ষণে আইনানুসারে গ্রাহ্য হইতে পারে তদ্রূপ প্রত্যেক স্থলে এবং যে পরিমাণে গ্রাহ্য হইতে পারে সেই পরিমাণে গ্রাহ্য হইবে, তাহার বেশী পরিমাণেও নয় ও অন্য রকমেও নয়।

এ সম্বন্ধে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের নিয়মানুসারে (১৯০৬ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারী নং ১১১৫ এল, আর) সমিতির সভাপতি অথবা রেজিষ্ট্রার কর্ত্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তি, এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গভর্ণমেণ্টের নিয়মানুসারে (১৯০৫ সনের ১৪ এপ্রিল নং ১৫২৪ আর) সমিতির সভাপতি ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সমিতির লোপ বিষয়ক বিধি।

লোপের কথা।

২৩ ধারা। (১) যদি রেজিষ্ট্রার ২১ ধারার (৫) প্রকরণমতে কোন অনুসন্ধান করিবার পর কিম্বা কোন সমিতির সভ্যদিগের তিন-চতুর্থাংশ ব্যক্তিগণ কৃত প্রার্থনা প্রাপ্ত হইয়া এরূপ বিবেচনা করেন যে, কোন সমিতির লোপ করা উচিত, তাহা হইলে ঐ সমিতির রেজিষ্টরি করা রহিত করণ সম্বন্ধে অঙ্গীকার করিতে পারিবেন।

(২) ১ প্রকরণমতে কৃত কোন আজ্ঞাব তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে কোন সমিতির কোন সভ্য ঐ আজ্ঞার বিরুদ্ধে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে আপীল করিতে পারিবেন।

(৩) কোন সমিতির রেজিষ্টরিকরণ রহিতকরণসূচক কোন আজ্ঞা করিবার দুই মাসের মধ্যে কোন আপীল উপস্থিত করা না হইলে, ঐ কাল অতীত হইলে ঐ আজ্ঞা ফলবৎ হইবে। দুই মাসের মধ্যে আপীল উপস্থিত করা হইলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ঐ আজ্ঞা দৃঢ়ীকৃত না হওয়া পর্য্যন্ত ফলবৎ হইবে না।

(৪) কোন সমিতির রেজিষ্টরিকরণ রহিতকরণসূচক (১) প্রকরণমতে কৃত কোন আজ্ঞা ফলবৎ হইলে, সমবেতভাবে গঠিত সমিতিস্বরূপে ঐ সমিতির আর অস্তিত্ব থাকিবে না।

সমিতির রেজিষ্টরিকরণ রহিত করিবার কথা।

২৪ ধারা। (১) যে স্থলে ২৩ ধারামতে কোন সমিতির রেজিষ্টরিকরণ রহিত করা হয়, সেই স্থলে রেজিষ্ট্রার কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে ঐ সমিতির ঋণশোধক নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(২) ১ প্রকরণমতে নিযুক্ত ঋণশোধক আপন পদের নামে ঐ সমিতির

মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে ও মোকদ্দমার প্রতিবাদ করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন এবং—

(ক) ঐরূপ রহিত করণের তারিখে কোন টাকা সমিতির প্রাপ্য থাকিলে তাহার জন্য নালিশ করিয়া তাহা আদায় করিতে ;

(খ) সমিতির সভ্য ও ভূতপূর্ব্ব সভ্যগণ সমিতির স্থিতের আনুকূল্যার্থে কে কত টাকা দিবেন তাহা অবধারিত করিতে ;

(গ) সমিতির বিরুদ্ধে যে সকল দাওয়া হয় তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে এবং দাওয়াদারগণের মধ্যে অগ্রগণ্যতা সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন উত্থিত হয় এই আইনের বিধান মান্য করিয়া তাহার নিষ্পত্তি করিতে ;

(ঘ) ঋণশোধের খরচ কোন ব্যক্তিরা কি কি অনুপাতে বহন করিবেন ইহা অবধারিত করিতে ; এবং

(ঙ) সমিতির কার্য্য গুটাইয়া লইবার নিমিত্ত যাহা আবশ্যক বিবেচনা করেন সমিতির স্থিত আদায় ও বণ্টন করণ সম্বন্ধে তদ্রূপ আদেশ দিতে—

ক্ষমতাপন্ন হইবেন।

(৩) এই আইনানুসারে কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক কোন বিধি প্রণীত হইয়া থাকিলে তাহা মান্য করিয়া এই ধারামতে নিযুক্ত কোন ঋণশোধক এই ধারার অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত যতদূর আবশ্যক হয় ততদূর দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনানুসারে দেওয়ানী আদালতের সম্বন্ধে সাক্ষীদিগকে সমন দিয়া তাহাদিগকে উপস্থিত করাইবার এবং দলীল উপস্থিত করাইবার যে যে উপায় ও যে প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই সেই উপায়ে ও যতদূর সম্ভব সেই প্রকারে ঐ ঐ কার্য্য করিবার ক্ষমতাপন্ন হইবেন।

(৪) কোন ঋণশোধক এই ধারামতে যে কোন আজ্ঞা করেন তদ্বিরুদ্ধে

জিলার জজের আদালতে আপীল হইবার নিমিত্ত উক্ত বিধিতে বিধান থাকিতে পারিবে।

(৫) এই ধারামতে যে সকল আজ্ঞা করা হয় তাহা নিম্নলিখিতরূপে প্রবল করা যাইতে পারিবে :—

(ক) কোন ঋণশোধক কর্তৃক কৃত হইলে, স্থানীয় বিচারাধিকারবিশিষ্ট কোন দেওয়ানী আদালত দ্বারা ঐ আদালতের ডিক্রীর ন্যায়;

(খ) পূর্ব্বোক্তমত কোন আপীল সম্বন্ধে জিলার জজের আদালত কর্তৃক কৃত হইলে, ঐ আদালতের বিচারাধীন কোন মোকদ্দমায় ঐ আদালতের কৃত কোন ডিক্রীর ন্যায়।

(৬) ইতিপূর্ব্বে এই আইনে যে স্থলের স্পষ্ট বিধান হইয়াছে তদ্ভিন্ন কোন স্থলে এই আইনমত কোন সমিতির লোপসংক্রান্ত কোন বিষয়ে কোন দেওয়ানী আদালতের কোন বিচারাধিকার থাকিবে না।

টেক্স হইতে মুক্তিবিষয়ক বিধি।

আয় কর, ইষ্টাম্প মাসুল ও রেজিষ্টরি করণের ফী হইতে মুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

২৫ ধারা। (১) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেব ইণ্ডিয়া গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত করিয়া কোন সমিতি বা কোন শ্রেণীর সমিতির সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মাসুল প্রভৃতি ক্ষমা করিতে পারিবেন—

(ক) ঐ সমিতির লভ্য সম্বন্ধে কিম্বা ঐ সমিতির সভ্যগণ লভ্যের হিসাবে যে সকল ডিবিডেণ্ড বা অন্য টাকা প্রাপ্ত হন তৎসম্বন্ধে যে আয়-কর দেয় হয় তাহা;

(খ) কোন সমিতি কর্তৃক বা উহার পক্ষে কিম্বা ঐ সমিতির কোন কর্ম্মচারী বা সভ্য কর্তৃক সম্পাদিত ঐ সমিতির বিষয়কর্ম্ম সংক্রান্ত

কোন দস্তাবেজ কিম্বা কোন শ্রেণীর ঐরূপ দস্তাবেজের উপর উপস্থিত সময়ের প্রচলিত কোন আইনানুসারে যথাক্রমে যে ইষ্টাম্প মাসুল লওয়া যাইতে পারে, তাহা;

(গ) রেজিষ্টরিকরণ সংক্রান্ত উপস্থিত সময়ের প্রচলিত কোন আইনানুসারে যে কোন ফী দেয় হয়, তাহা।

(২) কোন সমিতিকে যে বিজ্ঞাপনক্রমে (১) প্রকরণের (গ) দফার উল্লিখিত ফী দেওয়া হইতে মুক্ত করা হয় তদ্রূপ বিজ্ঞাপনে ঐরূপ মুক্তির প্রত্যাহারের বিধান থাকিতে পারিবে।

(ক) (খ) ও (গ) ১৯০৪ সনের ১লা অক্টোবরের ঘোষনা দ্রষ্টব্য। বিশেষ বিবরণ পুস্তকের ১৩১ ও ১৩২ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য ঋণবিষয়ক বিধি।

গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য টাকা

২৬ ধারা। (১) ২১ ধারার (৬) প্রকরণমতে যে কোন খরচ গবর্ণমেণ্টকে দেয় বলিয়া মীমাংসা করা হয়, তৎসমেত কোন সমিতি কিম্বা কোন সমিতির কর্ম্মচারী বা সভ্য বা ভূতপূর্ব্ব সভ্যস্বরূপ কোন ব্যক্তির নিকট গবর্ণমেণ্টের যত টাকা প্রাপ্য হয় সেই সমস্ত টাকা ভূমির রাজস্বের বাকীর ন্যায় আদায় করা যাইতে পারিবে।

(২) কোন সমিতির নিকট গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য যে টাকা (১) প্রকরণমতে আদায় করা যাইতে পারে তাহা, প্রথমতঃ সমিতির সম্পত্তি হইতে, দ্বিতীয়তঃ যে সমিতির সভ্যগণের দায়িত্বের সীমা আছে তাহার বেলা, সভ্যদের দায়িত্বের সেই সীমার অধীনে তাঁহাদের নিকট হইতে, এবং তৃতীয়তঃ অন্যান্য সমিতির বেলা, সভ্যগণের নিকট হইতে, আদায় করা যাইতে পারিবে।

বিবিধ কথা।

২৭ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই আইনের অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করণার্থে সমস্ত প্রদেশ কি উহার কোন অংশের নিমিত্ত এবং কোন সমিতি কি কোন শ্রেণীর সমিতির নিমিত্ত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

বিবিধ কথা।

(২) বিশেষতঃ, এবং উপরিলিখিত ক্ষমতার সাধারণ ভাবের ব্যতিক্রম না ঘটাইয়া, ঐরূপ বিধিক্রমে—

(ক) কোন সমিতির রেজিষ্টরি করণের প্রার্থনার নিমিত্ত যে সকল ফারমের ব্যবহার করিতে হইবে তাহার এবং ঐরূপ প্রার্থনা করণ বিষয়ক কার্য্যপ্রণালীর নির্দ্দেশ করা যাইতে পারিবে;

(খ) রেজিষ্টরিকরণের প্রার্থনাকারী ব্যক্তিদের ও সভ্যস্বরূপে গৃহীত বা গৃহীত হইবার প্রার্থনাকারী ব্যক্তিদের যে সকল নিয়ম পালন করিতে হইবে তাহার নির্দ্দেশ এবং সময়ে সময়ে সভ্যগণের নির্ব্বাচন ও গ্রহণের এবং সভ্যপদগত স্বত্বের পরিচালন করিবার পূর্ব্বে যত টাকা দিতে হইবে ও যে সকল স্বার্থ অর্জ্জন করিতে হইবে তাহার বিধান করা যাইতে পারিবে;

(গ) সভ্যগণ কর্ত্তৃক সমিতির সহিত সম্পর্কত্যাগের ও তাঁহাদিগকে তাড়িত করণের এবং ত্যক্তসম্পর্ক বা তাড়িত সভ্যদিগকে যে টাকা দেওয়া যাইবে তাহার এবং ভূতপূর্ব্ব সভ্যগণের দায়িত্বের বিধান করা যাইতে পারিবে;

(ঘ) কোন মৃত সভ্যের স্বার্থের মূল্য যে প্রণালী অনুসারে নির্ণীত হইবে তাহার এবং যে ব্যক্তির প্রতি ঐ স্বার্থ প্রদত্ত বা হস্তান্তরিত হইতে পারিবে তাঁহাকে মনোনীত করণের বিধান করা যাইতে পারিবে;

(ঙ) কোন সভ্য কোন সমিতির মূলধনের সর্ব্বোচ্চ সংখ্যক যে শেয়ার বা অধিকতম যে অংশ রাখিতে পারিবেন ১২ ধারার বিধান মান্য করিয়া তাহার নির্দ্দেশ করা যাইতে পারিবে;

(চ) ঋণপ্রার্থী সভ্যগণের যে যে টাকা দিতে হইবে এবং যে যে নিয়ম পালন করিতে হইবে ও যত কালের নিমিত্তে ঋণ দেওয়া যাইতে পারিবে ও কোন একজন সভ্যকে যত টাকা ঋণ দেওয়া যাইতে পারিবে তাহার নির্দ্দেশ করা যাইতে পারিবে;

(ছ) কোন গ্রাম্য সমিতির সভ্যগণকে লভ্য বণ্টন করিয়া দিতে পারা যাইবার পূর্ব্বে রিজার্ভ ফণ্ডকে মোট দায়িত্বের যে অনুপাত লাভ করিতে হইবে এবং সভ্যগণকে প্রদত্ত ঋণের সুদ কমাইয়া যে হারে আনিতে হইবে তাহার নির্দ্দেশ করা যাইতে পারিবে;

(জ) সেয়ার বা ডিবেঞ্চুর দ্বারা বা অন্য রকমে যে প্রকারে মূলধন তুলিতে পারা যাইবে তাহার ব্যবস্থা করা যাইতে পারিবে;

(ঝ) সভ্যগণের সাধারণ সভাধিবেশনের, উক্তরূপ সভার কার্য্য-প্রণালীর এবং উক্তরূপ সভাকর্ত্তৃক যে সকল ক্ষমতার পরিচালন করা যাইবে তাহার বিধান করা যাইতে পারিবে;

(ঞ) কমিটীর সভ্যগণ ও অন্যান্য কর্ম্মচারীর নিয়োগ, পদ হইতে স্থগিত করণ ও অপসারণের, কমিটীর সভাধিবেশনের কার্য্যপ্রণালীর এবং কমিটী ও অন্যান্য কর্ম্মচারী যে সকল ক্ষমতার পরিচালন ও যে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিবেন তাহার বিধান করা যাইতে পারিবে;

(ট) কোন সমিতি যে যে বিষয়সম্বন্ধে উপবিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন বা করিবেন তাহার এবং উপবিধি প্রণীত, পরিবর্ত্তিত ও রহিত করিতে যে কার্য্যপ্রণালীর অনুসরণ করা যাইবে তাহার

এবং ঐরূপ প্রণীত, পরিবর্ত্তিত বা রহিত করণ পক্ষে যে মঞ্জুরীর প্রয়োজন তাহার নির্দ্দেশ করা যাইতে পারিবে;

(ঠ) কোন সমিতির যে যে হিসাব ও বহি রাখিতে হইবে তাহার নির্দ্দেশ এবং কোন সমিতির স্থিত ও দায়িত্ব প্রদর্শক এক খানি বালান্স শীটের নিয়মিত কালান্তরে প্রকাশিতকরণের বিধান করা যাইতে পারিবে;

(ড) সমিতির বহির লিখিত কথার নকল যে ব্যক্তিদের দ্বারা ও যে ক্রমে সার্টিফিকেটযুক্ত করা যাইতে পারিবে তাহার বিধান করা যাইতে পারিবে;

(ঢ) সভ্যগণের একখানি রেজিষ্টরী সঙ্কলন ও রক্ষার এবং যে স্থলে সভ্যগণের দায়িত্ব শেয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ হয় সেই স্থলে শেয়ারের একখানি রেজিষ্টরী সঙ্কলন ও রক্ষার বিধান করা যাইতে পারিবে;

(ণ) গচ্ছিত টাকার উপর যে হারে সুদ দেওয়া যাইতে পারিবে তাহার, রিজার্ভ ফণ্ড স্থাপন ও রক্ষা করিবার ও যে উদ্দেশ্যে ঐরূপ ফণ্ডের প্রয়োগ করা যাইতে পারিবে তাহার এবং সমিতির কর্ত্তৃত্বাধীন কোন তহবীল থাকিলে তাহা খাটাইবার বিধান করা যাইতে পারিবে;

(ত) সমিতির সভ্যগণ বা ভূতপূর্ব্ব সভ্যগণ কিম্বা কোন সভ্য কি ভূতপূর্ব্ব সভ্যের স্বত্ত্বে যে ব্যক্তিরা দাওয়া রাখেন তাঁহাদের মধ্যে কিম্বা কোন সভ্য কি ভূতপূর্ব্ব সভ্য কিম্বা তদ্রূপ দাওয়াকারী ব্যক্তিদের এবং কমিটী কি কোন কর্ম্মচারী এই দুই পক্ষের মধ্যে সমিতির বিষয় কর্ম্ম লইয়া কোন বিবাদ হইলে, ঐ বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য রেজিষ্ট্রারের নিকট অর্পিত হইবে কিম্বা তিনি আদেশ করিলে সালীসীতে অর্পণ করা যাইবে এইরূপ বিধান এবং কোন বা কোন কোন সালীস যে প্রকারে নিযুক্ত করা যাইবে তাহার এবং রেজি-

ষ্ট্রারের কিম্বা ঐরূপ সালীস কি সালীসগণের সম্মুখে যে কার্য্য প্রণালী অনুসৃত হইবে সেই কার্য্যপ্রণালীর এবং রেজিষ্ট্রারে নিষ্পত্তি কিম্বা সালীসগণের মীমাংসা যেরূপে প্রবল করা যাইে তাহার নির্দ্দেশ করা যাইতে পারিবে ;

(থ) গবর্ণমেণ্টের আর্থিক সাহায্যপ্রার্থী কোন সমিতির যে যে নিয়ম পালন করিতে হইবে তাহার নির্দ্দেশ করা যাইতে পারিবে ; এবং

(দ) কোন্ কোন্ স্থলে রেজিষ্ট্রারের আজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল হইতে পারিবে তাহা অবধারিত করা এবং ঐরূপ আপীল উপস্থিত ও উহার নিষ্পত্তি করণপক্ষে যে কার্য্যপ্রণালী অনুসৃত হইবে তাহার নির্দ্দেশ করা যাইতে পারিবে।

(৩) এই ধারাদ্বারা বিধিপ্রণয়ন করিবার যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইল তাহা এই নিয়মের অধীন হইবে যে, ঐ বিধি অগ্রে প্রকাশিত করিয়া পরে প্রণীত হইবে।

(৪) এই ধারানুসারে প্রণীত সমস্ত বিধি স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে প্রকাশিত করিতে হইবে এবং তদ্রূপে প্রকাশিত হইলে পর এই আইনে বিধিবদ্ধ হইবার ন্যায় ফলবৎ হইবে।

(৫) কোন সমিতি সংক্রান্ত বিধির এবং উপস্থিত সময়ে প্রচলিত ঐ সমিতির উপবিধির এক খানি নকল দেখিবার জন্য ঐ সমিতির রেজিষ্টরি করা ঠিকানায় রাখা যাইবে। উহা যুক্তিযুক্ত সকল সময়ে বিনা ব্যয়ে দেখিতে পারা যাইবে।

উপবিধি প্রণয়ণে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের বিস্তারিত ক্ষমতার কারণ ১৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট ১৯০৬ সনের ২৬ ফেব্রুয়ারী নং ১১১৫ এল, আর দ্বারা এই ধারানুযায়ী নিয়মাবলী প্রস্তুত করিয়া ঐ সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখের "কলিকাতা গেজেট' প্রচার করিয়াছেন এবং ১৯০৫ সনের ১৪ই এপ্রিল তারিখে নং ১৫২৪ আর যে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম (তৎকালে আসাম গভর্ণমেণ্ট। গভর্ণমেণ্টের নিয়মাবলী পাওয়া যাইবে।

বিবিধ বিধান।

ভারতবর্ষীয় কোম্পানি বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন না খাটিবার কথা।

২৮ ধারা। এই আইনানুসারে যে সকল সমিতি রেজিষ্টরি করা হয়। ভারতবর্ষীয় কোম্পানি বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের বিধান তৎসম্বন্ধে খাটিবে না।

২৯ ধারা। (১) এই আইনে যাহা কিছু আছে তাহা সত্বেও, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক স্থলে বিশেষ আজ্ঞা ক্রমে এবং যে যে নিয়ম নির্দ্ধারিত করেন, তদধীনে আঠার বৎসরের অধিক বয়স্ক অন্যূন দশ জন লোকের কোন সভাকে এই আইনানুসারে গ্রাম্য বা নাগরিক সমিতি স্বরূপে রেজিষ্টরি হইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

এই আইনানুসারে কোন সভা রেজিষ্টার করণার্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বিশেষ ক্ষমতার কথা।

(২) তদ্রূপ রেজিষ্টরি করা কোন সমিতি অন্য কোন সমিতির ন্যায় একই পরিমাণে এই আইনের বিধানগুলির অধীন হইবে।

কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে কোন সময়ে আজ্ঞাক্রমে ঐ সমিতিকে ঐরূপ কোন বিধান হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন অথবা এরূপ আদেশ করিতে পারিবেন যে, উক্ত বিধানগুলি ঐ আজ্ঞাপত্রের নির্দ্দিষ্ট পরিবর্ত্তনসহ ঐ স ম তির সম্বন্ধে খাটিবে।

অল্প আয় বিশিষ্ট জনসাধারণের উপকারার্থে ভারতবর্ষে কিরূপ প্রণালী সংস্থাপনে অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে প্রথম অবস্থায় স্থির করা অসম্ভব বিবেচিত হওয়ায় এই সর্ব্বগ্রাহী ধারাটী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই ধারা অনুসারে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট বিশেষ আদেশ দ্বারা লোক হিতকর যে কোন প্রকার সমিতি রেজিষ্টারী করিতে পারেন এবং আবশ্যক মত বিশেষ আদেশ প্রদানে রেজেষ্টারীকৃত যে কোন সমিতিকে এই আইনের যে কোন ধারা অনুযায়িক কার্য্য হইতে মুক্তি দিতে পারেন অথবা পরিবর্ত্তিতভাবে ব্যবহৃত করিবার জন্য অনুমতি দিতে পারেন। ইহার ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে দেশের পক্ষে যে প্রণালীর সমিতি উপযোগী বলিয়া এই আইনে বিধিবদ্ধ হইয়াছে, নির্দিষ্ট ধারাগুলি সেইরূপ সমিতিতে সর্ব্বতোভাবে প্রয়োগ হইবে; কিন্তু প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক ক্ষেত্রে অবস্থা অনুসারে সবিশেষ বিবেচনার পর বিশেষ আদেশ দ্বারা আইনের যে কোন ধারার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম অথবা পরিবর্ত্তিত ভাবে কার্য্য করিতে পারেন। মূল কথা যে রূপ লোক হিতকর কার্য্যের সহায়তার জন্য এই আইন হইয়াছে, প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সেই উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারিবেন। এই ধারার বলে যুক্ত প্রদেশের গবর্ণমেণ্ট সেণ্ট্রাল সমিতি, বীজশস্যের সমিতি, টাউন ব্যাঙ্ক, মিশ্র সমিতি (Complex Societies) স্থাপন ও রেজিষ্ট্রী করিয়াছেন। ধনাসংখ্যাত ধর্ম্মগোলা ও এই ধারার বলে রেজেষ্ট্রী হইতে পারে।

পরিশিষ্ট খ।

বঙ্গদেশের গভর্ণমেণ্ট প্রণীত

গ্রাম্য সমিতিবিষয়ক উপবিধি।

১। সমিতির নাম।

সমিতিটীকে পরস্পরের সহায়তায় ঋণদান সম্পর্কীয় র অসীম দায়িত্ব বিশিষ্ট গ্রাম্য সমিতি বলা হইবে।

উহার রেজিষ্টরী করা আপিস জিলার থানার গ্রামে হইবে।

২। সমিতির উদ্দেশ্য।

সমিতি কেবল মাত্র সভ্যদিগকে সুদ লইয়া টাকা ধার দিবে ও সভ্যদিগের নিকট হইতে সুদ দিয়া টাকা গচ্ছিত লইবে।

৩। ঋণ করিবার ক্ষমতা।

সমিতি সুদ দিয়া সভ্য ব্যতীত অন্য ব্যক্তিদের নিকট হইতে টাকা ঋণ করিতে পারিবে। অগ্রে রেজিষ্ট্রারের মঞ্জুরি না লইয়া কোন প্রকারেব ঋণ করা যাইবে না।

৪। সভ্যের কথা।

নিম্নলিখিত দুই প্রকারের সভ্য লইয়া সমিতির সভ্যদল গঠিত হইবে:—

(ক) যে সকল ব্যক্তি রেজিষ্টরির নিমিত্ত দরখাস্তে এবং এই সকল বিধিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন;

(খ) যে সকল ব্যক্তি এই সকল বিধি অনুযায়িক নির্ব্বাচনক্রমে সমিতির সভ্য হইবেন।

৫। সভ্য নির্ব্বাচনের কথা।

"যিনি সাধারণতঃ ম মধ্যে বাস করেন এবং যাঁহার ১৮ বৎসর বয়স হইয়াছে এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিই সমিতির সভ্য নির্ব্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন। তিনি সচ্চরিত্র হইবেন এবং ঋণ দান সম্পর্কীয় অন্য কোন সমিতির সভ্যরূপে তাঁহার দায়িত্ব আবদ্ধ থাকিবে না। যে কোন ব্যক্তির সভ্য হইবার ইচ্ছা থাকে তিনি নিয়মিত কোন সভায় কমিটীর নিকট প্রার্থনা করিবেন। কিন্তু ঠিক পরবারের না সভা হওয়া পর্য্যন্ত তিনি সভ্য নির্ব্বাচিত হইবেন না। কমিটীর যে সভায় তাঁহার দরখাস্ত বিবেচিত হইবে সেই সভা হইবার তারিখের অন্ততঃ দশ দিন পূর্ব্বে সমিতির কার্য্য চালাইবার সাধারণ স্থানের কোন সুপ্রকাশ স্থলে তাঁহার দরখাস্তখানি লটকাইয়া দেওয়া যাইবে। যে সভ্য নির্ব্বাচিত হইবেন তিনি যে এই সকল বিধি পালন করিতে সম্মত ইহা দেখাইবার নিমিত্ত নির্ব্বাচিত হইবামাত্র এই সকল বিধির এক খণ্ডে স্বাক্ষর করিবেন।

সমিতির সভ্যগণের এক চতুর্থাংশের অধিক ব্যক্তি কোন সভ্যের সভ্যদলভুক্ত হওন, সম্বন্ধে আপত্তি করিলে তিনি সভ্যদলভুক্ত হইতে পারিবেন না।

৬। সভ্য পদ সম্বন্ধে বিধির কথা।

এই সকল বিধি অনুসারে সমিতির সভ্যদের যে সকল স্বত্ব, বাধ্যতা, ঝুঁকি ও দায়িত্ব আছে কোন সভ্য এই সকল বিধিতে স্বাক্ষর করিবামাত্র তাঁহারও সেই সকল স্বত্ব, বাধ্যতা, ঝুঁকি ও দায়িত্ব জন্মিল বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। কিন্তু ঐ সভ্যের প্রাবেশিক ফী দেওয়া চাই।

সভ্যপদপ্রার্থী সভ্যদলভুক্ত হইলেই তাঁহার .....প্রাবেশিক ফী দিতে হইবে।"

অবসর গ্রহণ করিলে, নির্দ্দিষ্ট স্থানের বাহিরে বাসস্থান সরাইয়া লইয়া গেলে, অপ্রাসাঙ্গিত হইলে, দেউলিয়া হইলে ও মৃত্যু ঘটিলে কোন ব্যক্তি আর সভ্য থাকেন না।

৭। সভ্যগণের কিয়ৎকালের নিমিত্ত স্থগিত হওনের ও অপসারণের কথা।

কমিটীর বিবেচনায় যাহাতে সমিতির পসারের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা এমন কোন কার্য্য করিলে অথবা বিধিগুলির কোন গুরুতর লঙ্ঘন ঘটিলে কমিটী যথারীতি নুটিস দিবার পর কোন সভ্যকে কিয়ৎ কালের নিমিত্ত স্থগিত (সাস্পেণ্ড) করিবেন। স্থগিত করণের তারিখ হইতে চৌদ্দ দিনের মধ্যে বিষয়টি সমিতির একটি সাধারণ অধিবেশনে জানাইতে হইবে। টাকা দিতে ত্রুটি হইলে কমিটী কোন সভ্যকে অপসারিত করিতে পারিবেন। সাধারণ অধিবেশনে কোন সভ্যকে অপসারিত করা হইলে উপস্থিত সভ্যগণের তিন-চতুর্থাংশকে অপসারণের সপক্ষে মত দিতে হইবে। রেজিষ্ট্রারের নিকট কমিটীর মীমাংসা সম্বন্ধে পুনর্ব্বিচারের আবেদন হইতে পারে।

৮। সভ্যগণের দায়িত্বের কথা।

সকল সভ্য একত্র ও পৃথক পৃথকভাবে সমিতির দেনার জন্য দায়ী হইবেন।

সমিতি যদি তুলিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে সমিতির প্রত্যেক বর্ত্তমান ও পূর্ব্বতন সভ্য সমিতির স্থিতের তহবিলে এরূপ পরিমাণে টাকা দিবার দায়ী হইবেন যে উহা সমিতির ঋণ ও দায়িত্ব পরিশোধের পক্ষে যথেষ্ট হয়। কিন্তু—

(ক) কোন পূর্ব্বতন সভ্য তুলিয়া দিবার কার্য্যের সূত্রপাতের

এক বৎসরের অধিক পূর্ব্ব হইতে আর সভ্য না থাকিলে তিনি দায়ী হইবেন না।

(খ) কোন সভ্য আর সভ্য না থাকিবার পর যে ঋণ করা হয় তিনি তাহার নিমিত্ত দায়ী হইবেন না।

৯। রিজার্ব ফণ্ডের (রক্ষিত তহবিলের) কথা।

রিজার্ব ফণ্ড সভ্যগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিতে পারা যাইবে না। ঐ ফণ্ড নিম্নলিখিত টাকা লইয়া হইবে :—

(১) বৎসর বৎসর লভ্য হইতে যে টাকা লইয়া ঐ ফণ্ডে জমা করা হয় তাহা ;

(২) যত প্রাবেশিক ফী পাওয়া যায় তাহা ;

(৩) সমিতি ঐ ফণ্ডে অপর যে যে টাকা জমা দেন তাহা।

সমিতি যদি আর না থাকে তাহা হইলে রিজার্ব ফণ্ড মেম্বরদিগের অধিকসংখ্যক ব্যক্তির ইচ্ছানুসারে (রেজিষ্ট্রারের মত লইয়া) সাধারণের হিত কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। প্রবেশের ফী খাতাপত্র ও কাগজ কলম ইত্যাদি ক্রয় করিতে ও ডাকের মাসুল দিতে ব্যবহার করা যাইতে পারে। কিন্তু বাকী টাকা রিজার্ব ফণ্ডে জমা দিতে হইবে।

১০। লভ্যের কথা।

যিনি খাতা রাখিবেন তাঁহাকে পুরস্কার স্বরূপ দিবার নিমিত্ত লভ্যের শতকরা দশ টাকার অধিক না হয় এমন টাকা কমিটীর হাতে দিতে পারা যাইবে। নিট্ (খাঁটি) লভ্যের সমস্ত টাকা রিজার্ব ফণ্ডে জমা দিতে হইবে।

১১। সাধারণ অধিবেশনের কথা।

সমিতির চূড়ান্ত কর্ত্তৃত্বের ভার সাধারণ অধিবেশনের হস্তে থাকিবে। সকল সভ্যেরই ভোট থাকিবে। কিন্তু কোন সভ্যেরই একটীর অধিক

ভোট থাকিবে না; যে সকল সভ্য উপস্থিত থাকিবেন কেবল তাঁহারাই ভোট দিতে পারিবেন। রেজিষ্টরী-করা সভ্য সংখ্যার এক-পঞ্চমাংশ লইয়া কোরম হইবে।

সাধারণ অধিবেশন বৎসরে অন্ততঃ একবার হইবে এবং কোন সভ্য একবারে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যে টাকা কর্জ্জ করিতে পারিবেন এবং বৎসরের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যে দায়িত্ব গ্রহণ করা যাইবে ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যে টাকা গচ্ছিত লওয়া যাইবে তাহার নিষ্পত্তি এবং যাঁহারা কর্জ্জ করিবেন তাঁহারা কি হারে সুদ দিবেন এবং যাঁহারা টাকা জমা দিবেন তাঁহাদিগকে কি হারে সুদ দিতে হইবে ইহার নির্দ্ধারণ উক্ত অধিবেশনেই হইবে। কর্জ্জের বেলা সুদের হার বৎসরে শতকরা·· টাকার অধিক এবং এক বৎসর কাল স্থায়ী জমার উপর সুদের হার শতকরা···টাকার অধিক হইবে না। এক বৎসরের কম কাল স্থায়ী জমার উপর শতকরা·· টাকার হারে সুদ দেওয়া যাইবে এবং পনর দিনের নোটীস দিয়া জমার টাকা তুলিয়া লওয়া যাইতে পারিবে। সুদের সুদ লওয়া হইবে না।

১২। কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটীর কথা।

কমিটী পাঁচ জনের কম সভ্য লইয়া গঠিত হইবে না। এই সকল সভ্য বৎসর বৎসর সাধারণ অধিবেশনে নির্ব্বাচিত হইবেন। সাধারণ অধিবেশনে যে দিন ও যে স্থান নির্দ্দিষ্ট হয় ঐ সকল সভ্য অন্ততঃ মাসে একবার করিয়া সেই দিন ও সেই স্থানে সমবেত হইবেন। কমিটীর কর্ত্তব্য কার্য্য এই এই হইবে :—

১। নূতন সভ্য নির্ব্বাচন করা;

২। কর্জ্জের নিমিত্ত দরখাস্ত সম্বন্ধে কার্য্য করিয়া বিধিগুলি মান্য করত আপন বিবেচনামতে ঐ দরখাস্ত গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করা;

৩। প্রয়োজনমত টাকা গ্রহণ করা ও খরচ করা ;

৪। নির্দ্ধারিত সময়ে আয়ব্যয়ের তালিকা প্রস্তুত করা ;

৫। যে যে কর্জ্জ শোধ হয় নাই তাহার জামিনী কিরূপ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা। কমিটীর সভাপতি বৎসর বৎসর সাধারণ অধিবেশনে নির্ব্বাচিত হইবেন।

১৩। কার্য্য চালাইবার কথা।

যে ব্যক্তি সমিতির সভ্য নহেন কমিটী তাঁহাকে কর্জ্জ দিবেন না।

কর্জ্জের পরিমাণ ৫৲ টাকা হইলে একজন জামিন, পাঁচ টাকার অধিক হইলে অন্যূন দুইজন জামিন এবং দেশের ধনবর্দ্ধক কার্য্য চালাইবার অভিপ্রায় ভিন্ন অন্য অভিপ্রায়ে কর্জ্জ লওয়া গেলে অন্যূন তিন জন জামিন না লইয়া কর্জ্জ দিবেন না।

যে সভ্য নিজে কর্জ্জ লইয়াছেন তিনি, কমিটী একমত হইয়া সম্মতি না দিলে, কর্জ্জগ্রহীতা অন্য সভ্যের জামিন হইতে পারিবেন না।

.. মাসের অধিক কালের নিমিত্ত কোন কর্জ্জ দেওয়া হইবে না। যে কালের নিমিত্ত কোন কর্জ্জ দেওয়া হইয়াছিল সেই কাল অতীত হইয়া যাইবার পর আবার নূতন করিয়া সেই কর্জ্জ বাহাল রাখা যাইবে না। কিন্তু যদি কর্জ্জগ্রহীতা পীড়া, বন্যা, অনাবৃষ্টি বা পোকা লাগার দরুণ বা অন্য যথেষ্ট হেতুতে টাকা দিতে অক্ষম হন এবং কর্জ্জের টাকা বা তাহার কোন কিস্তি দিবার ধার্য্য তারিখের পূর্ব্বে কমিটীকে সেই হেতুর কথা জানান তাহা হইলে তাহার কর্জ্জ একবার নূতন করিয়া বাহাল রাখা হইবে। কর্জ্জগ্রহীতা যেরূপ ফসল উৎপাদন করেন, তদনুযায়িক অথবা তাঁহার আয়ের অন্যান্য অবস্থানুযায়িক কিস্তিক্রমে কর্জ্জ পরিশোধ করিতে হইবে।

কমিটীর যদি এরূপ প্রতীতি জন্মে যে কোন কর্জ্জের টাকার

অপব্যবহার ঘটিয়াছে তাহা হইলে ঐ কর্জ্জ পরিশোধ করিবার নিমিত্ত তাঁহারা অবিলম্বে আদেশ করিতে পারিবেন।

১৪। বিবাদের কথা।

কমিটী যে সকল বিবাদের নিষ্পত্তি করিতে না পারেন তাহা রেজিষ্ট্রারের নিকট অর্পণ করিতে হইবে।

১৫। খাতাপত্র ও হিসাবের কথা।

পঞ্চের অধিবেশনকালের মধ্যে সভ্যগণ সকল হিসাব বহিই দেখিতে পারিবেন। যে যে ফারমে হিসাব রাখিতে হইবে তাহা রেজিষ্ট্রার কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইবে। এই সকল ফারমের মধ্যে কর্জ্জের নিমিত্ত দরখাস্তের একটী ফারম (ইহার পৃষ্ঠদেশে কর্জ্জগ্রহীতা ও তাঁহার জামিনদিগের খত (bond) থাকিবে,) একখানি দৈনিক ক্যাস-বহি এবং প্রত্যেক সভ্যের কর্জ্জ বা গচ্ছিত টাকা সম্বন্ধীয় হিসাব প্রদর্শক একখানি খতিয়ান এবং বাসস্থান ও সভ্য হইবার তারিখ প্রদর্শক সমস্ত সভ্যের একটি তালিকা থাকিবে। সমস্ত কর্জ্জগ্রহীতা ও গচ্ছিতদাতাকে পাশ-বহি দেওয়া যাইবে। সাধারণ অধিবেশনের, কমিটীর ও সুপারভাইসর-দিগের সভার কার্য্যাবলী লিখিয়া রাখিবার জন্য মিনিট-বহি রাখা হইবে।

১৬। অডিট্ (হিসাব পরীক্ষা) ও কর্ত্তৃত্বের কথা।

কমিটীর কার্য্যবিবরণীর এবং সভার হিসাবের পরীক্ষার কার্য্য কমি-টীর তিনজন সভ্য (কমিটী অফ্ সুপারভিসন্) কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইবে। এই সকল সভ্য প্রতি বৎসর সাধারণ অধিবেশনে নিযুক্ত হইবেন।

প্রতি তিন মাসে একবার—

(১) কমিটীর হিসাব পরীক্ষা করা;

(২) যে যে কর্জ্জ অপরিশোধিত থাকে তাহার প্রত্যেকটীর জামিনদের অবস্থা কমিটী নিয়মিতরূপে পরীক্ষা করেন এবং যে কর্জ্জের অপব্যবহার করা হয় তাহার টাকা ফিরিইয়া লন তাহা দেখা;

(৩) কমিটী যে কর্জ্জের টাকা ফেরত লয়েন নাই সেই টাকার অপব্যবহার হইয়াছে জানিতে পারিলে যে কোন সময়ে কমিটীকে জবাবদিহী করা;

(৪) আয় ব্যয়ের তালিকায় তিন মাসে একবার করিয়া স্বাক্ষর করা এবং হাতে যে নগদ টাকা থাকে তাহার সার্টিফিকেট স্বাক্ষর করা —

সুপারভাইসরগণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইবে।

১৭। তুলিয়া দিবার কথা।

সভ্যগণের চারি ভাগের তিন ভাগ ব্যক্তি সমিতি তুলিয়া দিবার ইচ্ছা করিলেই সমিতি তুলিয়া দিতে হইবে। কিন্তু রেজিষ্ট্রারের অনুমোদন আবশ্যক।

১৮। সাধারণ বিধি।

যে সকল বিষয়ের বিশেষ রূপে বিধান করা হইল না সেগুলির নিষ্পত্তি পরস্পরের সহায়তার ঋণদান সম্পর্কীয় ১৯০৪ সালের ১০ আইনের বিধানানুসারে এবং ঐ আইনের ২৭ ধারাক্রমে প্রণীত বিধি অনুসারে করা যাইবে।

পরিশিষ্ট গ।

পূর্ব্ববঙ্গ এবং আসাম প্রদেশস্থ সমিতির গৃহীত আদর্শ উপবিধি।

অসীমদায়িত্ব সংযুক্ত আত্মসহায় সমিতি।

সূচনা।

১। এই সমিতি .... আত্মসহায় সমিতি নামে অভিহিত হইবে।

নাম।

২। যিনি .... জেলার .... থানার .... পোষ্ট আফিসের অন্তর্গত .... গ্রামে সাধারণতঃ বাস করেন না এরূপ ব্যক্তিকে এই সমিতির সভ্যরূপে গ্রহন করা হইবে না।

আফিস্ এবং কার্য্যক্ষেত্র।

৩। সমিতির উদ্দেশ্য এই :—

উদ্দেশ্য।

(ক) সভ্যগণকে পরিমিতব্যয়ী হইতে শিক্ষা দেওয়া এবং তাহারা যে টাকা সঞ্চয় করিতে পারিবে তাহা নিরাপদ স্থানে রক্ষা করিয়া যৎসামান্য লভ্য প্রদান;

(খ) সভ্যগণের সমবেত দায়িত্বে পসার স্থাপন করিয়া সভ্যগণের জন্য মূলধন সংগ্রহ;

(গ) সভ্যগণকে সহজ সর্ত্তে ঋণ দান এবং তৎপরে টাকা বেশী হইলে,

(ঘ) এই জাতীয় অন্য কোন সমিতিকে টাকা কর্জ্জ দেওয়া।

সভ্যসমূহ।

৪। যে সকল ব্যক্তি সমিতি রেজেষ্টারী করিবার নিমিত্ত আবেদন করিবেন তাঁহারা উদ্যোগী নামে অভিহিত হইবেন এবং প্রথমতঃ তাহাদের দ্বারাই সমিতির সভ্যশ্রেণী গঠিত হইবে। যে সকল ব্যক্তি নিম্নলিখিতরূপে যোগ্যতাবিশিষ্ট হইবেন তাঁহারাও সমিতির সভ্যরূপে গৃহীত হইতে পারিবেন।

সভ্যপদ সমন্ধে যোগ্যতা।

(ক) যাহার বয়স অষ্টাদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়াছে;

(খ) যে ব্যক্তি সাধারণতঃ গ্রামে বাস করেন;

(গ) যে ব্যক্তি সচ্চরিত্র, আইন মতে অপারগ বা মানসিক বিকারগ্রস্থ নহেন, যিনি কখন ও দেউলিয়া প্রতিপন্ন হয়েন নাই এবং গুরুতর অপরাধে কখনও যাহার ফৌজদারী আদালতে দণ্ড হয় নাই এবং ঋণদান সম্বন্ধীয় অন্য কোন অসীমদায়যুক্ত সমিতিতে যাহার দায়িত্ব আবদ্ধ নাই এবং,

(ঘ) যে ব্যক্তি ১৯০৪ সালের ১০ আইনের বিধান এবং ঐ আইন অনুসারে গভর্ণমেণ্টকৃত বর্ত্তমান নিয়ম ও ভবিষ্যতে যে নিয়ম হইবে তাহা পালন করিতে সম্মত।

নূতন সভ্য নির্ব্বাচন।

৫। কোন ব্যক্তির সভ্য হইতে ইচ্ছা হইলে নির্দ্দিষ্ট ফারমে তাহাকে কমিটীর নিকট আবেদন করিতে হইবে। আবেদনকারী বিশ্বাসী ব্যক্তি এবং সাধুস্বভাবের লোক বলিয়া পরিজ্ঞাত এবং সমিতি সম্বন্ধীয় আইন ও উপবিধি অনুসারে যোগ্যতাবিশিষ্ট ব্যক্তি, সমিতির কোন বর্ত্তমান সভ্যের দ্বারা এই সকল বিবরণ আবেদন পত্রে লিখিত ও সাক্ষরযুক্ত হইবে। কমিটী স্বয়ং তদন্তের পর আবেদনকারী সাধুস্বভাবের ব্যক্তি এবং উপযুক্ত বলিয়া প্রতীতি জন্মিলে তাহাকে সমিতির সভ্যরূপে গ্রহণ করিবেন এবং অনুপযুক্ত বোধ করিলে তাহার দরখাস্ত নামঞ্জুর করিবেন।

কমিটীর অসম্মতির বিরুদ্ধে আপীল।

৬। কমিটী কোন ব্যক্তিকে সভ্যস্বরূপ গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলে, সমিতির যে সভ্য দরখাস্ত অনুমোদন করিয়াছেন তিনি এই বিষয়ে সমুদয় সভ্যের অভিমত গ্রহণ করিবেন এবং সমিতির সমুদয় সভ্যের তিন চতুর্থাংশ সভ্য আবেদনকারীকে সভ্যরূপে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলে, কমিটী তাহাকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিবেন।

৭। উদ্যোগী সভ্য এবং উল্লিখিত ৫।৬ ধারা অনুসারে নির্ব্বাচিত সভ্যগণের প্রত্যেককেই ৷৷০ আনা হারে প্রবেশ ফী দিতে হইবে এবং সভ্যগণের নামের রেজেষ্টারী বহিতে নাম সাক্ষর করিতে হইবে। এই কার্য্যের পূর্ব্বে সমিতির সভ্যের প্রাপ্য কোনরূপ অধিকারে কাহারও সত্ব জন্মিবে না।

সভ্যগণের প্রথম কর্ত্তব্য।

৮। উল্লিখিত ৭ম ধারার নির্দ্দিষ্ট নিয়ম প্রতিপালন করিলে প্রত্যেক সভ্য আইন, উপবিধি এবং নিয়মাবলীর প্রদত্ত সর্ব্ববিধ অধিকারে সত্ববান হইবেন কিন্তু কোন সভ্য সমিতি হইতে কর্জ্জ গ্রহণ করিয়া স্বয়ং অথবা তিনি জামিন হইয়াছেন এমন কোন সভ্য সমিতির প্রাপ্য টাকা নিরূপিত সময়ে পরিশোধ না করিলে তাঁহাকে টাকা পরিশোধ না হওয়া পর্য্যন্ত সভ্যের প্রাপ্য সর্ব্ববিধ অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা হইবে।

সভ্যগণের অধিকার।

৯। (ক) প্রত্যেক সভ্যকে বিনা বেতনে আবশ্যকমত কমিটীতে অথবা পরিচালকস্বরূপ কার্য্য করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

সভ্যগণের দায়িত্ব।

(খ) প্রত্যেক সভ্যকেই সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে যেন সমিতির নিকট কর্জ্জ লওয়া টাকা যে কার্য্যের জন্য লওয়া হইয়াছে তাহা ব্যতীত অপর কোন কার্য্যে ব্যয় না হয় এবং বিশেষতঃ উহা যেন পুনরায় অপর কোন লোককে কর্জ্জ না দেওয়া হয়।

(গ) সমিতির দায়ের জন্য প্রত্যেক সভ্যই একাকী এবং অপর সভ্যগণের সহিত যৌথভাবে দায়ী কিন্তু সেই লোকসানি দেনার জামিনদার না হইয়া থাকিলে পরবর্ত্তী নিয়মের লিখিত কারণ ব্যতীত অন্যরূপ দায়ের ক্ষতিপূরণে, কোন সভ্য, বাধ্য নহেন।

(ঘ) সমিতি তুলিয়া দেওয়া হইলে প্রত্যেক বর্ত্তমান ও পূর্ব্বতন

সভ্য সমিতির ঋণ ও দায়িত্ব পরিশোধের পক্ষে যথেষ্ট হয় এইরূপ পরিমান টাকা সমিতির তহবিলে দিতে বাধ্য হইবেন, কিন্তু,

(১) কোন পূর্ব্বতন সভ্য সমিতি তুলিয়া দিবার কার্য্যের সূত্রপাতের এক বৎসরের অধিক পূর্ব্ব হইতে সমিতির সভ্য না থাকিলে তিনি দায়ী হইবেন না, এবং

(২) কোন সভ্য, সভ্যদল হইতে অপসরণ করিলে পর যে ঋণ করা হয়, তাহার জন্য দায়ী হইবেন না।

সভ্যশ্রেণী হইতে অপসরণ।

১০। মৃত্যু হইলে, ইচ্ছা পূর্ব্বক সরিয়া গেল, সমিতির নির্দ্দিষ্ট চক্রের বাহিরে বাসস্থান উঠাইয়া লইয়া গেলে অথবা কোন অপরাধের জন্য সমিতি হইতে তাড়িত হইলে সভ্যশ্রেণী হইতে তাহার নাম কাটিয়া দেওয়া হইবে।

মৃত্যু।

(ক) কোন সভ্যের মৃত্যু হইলে কমিটী মৃতব্যক্তির একটী দেনা পাওনার হিসাব প্রস্তুত করিবেন এবং মৃতব্যক্তির কোন পাওনা থাকিলে গভর্ণমেণ্ট কৃত আইনের ১৬ ধারা অনুসারে মনোনীত ব্যক্তিকে, কমিটী, সেই টাকা দিবেন এবং ঐরূপ কোন মনোনীত ব্যক্তি না থাকিলে সমিতি যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে মৃত সভ্যের উত্তরাধিকারী বিবেচনা করিবেন তাহাকে বা তাহাদিগকে দিবেন।

স্বেচ্ছায় সরিয়া যাওয়া।

(খ) যখন ইচ্ছা যে কোন সভ্য সমিতি হইতে নাম তুলিয়া লইবার দরখাস্ত করিতে পারেন এবং সেই সভ্য সমিতির নিকট কর্জ্জ গৃহীত টাকার জন্য দায়ী না থাকিলে অথবা অপর কোন ব্যক্তির জামিনদার না থাকিলে তৎক্ষণাৎ প্রার্থনা মঞ্জুর করা হইবে।

(গ) কোন সভ্য এই উপবিধির ২ ধারা অনুসারে নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান হইতে স্থানান্তরে উঠিয়া গেলে সভ্যশ্রেণী হইতে তাহার নাম অবিলম্বে কর্ত্তন করা হইবে :—

নির্দ্দিষ্ট স্থানের বাহিরে বাস।

(ঘ) নিম্নলিখিত কারণে কমিটী যে কোন সভ্যকে সভ্যশ্রেণী হইতে অপসারিত করিতে পারিবেন।

অপসারণ।

(১) সমিতি হইতে প্রতিমাসে একটী করিয়া, ৩ মাস যথারীতি নোটীষ প্রাপ্তেও সমিতির প্রাপ্য কোন টাকা দিতে ক্রটী করিলে,

(২) কোন সভ্যের কৃত কোন আপত্তির মীমাংসার জন্য সমিতিকে আইন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইলে। নিম্নলিখিত কারণে কমিটী যে কোন সভ্যকে অপসারিত করিতে বাধ্য।

(৩) ইচ্ছাপূর্ব্বক উপবিধি বা নিয়মের গুরুতর লঙ্ঘণ করিলে, অথবা,

(৪) ইচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা বিবরণ বা জাল দলিল দ্বারা অথবা যে কোন প্রকারে সমিতিকে বঞ্চনা করিতে চেষ্টা করিলে, অথবা,

(৫) দেউলিয়া প্রতিপন্ন হইলে, অথবা,

(৬) গুরুতর ফৌজদারী অপরাধে সাজা প্রাপ্ত হইলে, অথবা,

(৭) আইনত কার্য্য করিতে অক্ষম প্রতিপন্ন কিম্বা মানসিক বিকারযুক্ত হইলে, অথবা,

(৮) সমিতির পসার অথবা স্থায়িত্ব বিষয়ে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, এমন কোন কার্য্য করিলে।

কমিটীর দ্বারা অপসারিত হইয়া যে কোন ব্যক্তি সাধারণ সভায় আপিল করিতে পারেন কিন্তু সাধারণ সভা অন্ততঃ দুই তৃতীয় ভাগ পরিমাণ সভ্যের অনুমোদন না হইলে কমিটীর হুকুম রদ করিবেন না।

পূর্ব্বতন সভ্যের প্রাপ্য টাকা ফেরত।

১১। এই উপবিধির ১০ম ধারা অনুসারে অপসারিত কোন সভ্যের সমিতির নিকট প্রাপ্য টাকা, অপসারণের তারিখ হইতে এক বৎসর অতীত না হইলে ফেরত দেওয়া হইবে না। যদি সেই ব্যক্তি কোন নির্দ্দিষ্ট দিন পর্য্যন্ত জমা রাখিবার জন্য সমিতিতে টাকা আমানত দিয়া থাকে তবে তাহাকে সেই নির্দ্দিষ্ট তারিখে উক্ত টাকা ফেরত দেওয়া হইবে।

পূর্ব্বতন সভ্যের নিকট সমিতির প্রাপ্য টাকা আদায়।

১২। কোন পূর্ব্বতন সভ্যের নিকট সমিতির টাকা পাওনা থাকিলে কমিটী অবিলম্বে তাহা সেই পূর্ব্বতন সভ্য অথবা তাহার উত্তরাধিকারীদের নিকট হইতে আদায় করিবেন।

সাধারণ সভার অধিবেশন।

সাধারণ অধিবেশন।

১৩। সমিতির চূড়ান্ত কর্ত্তৃত্বের ভার সাধারণ সভার হস্তে থাকিবে। সাধারণ সভার অধিবেশনে যে সকল সভ্য উপস্থিত থাকিবেন তাহারাই কেবল ভোট দিতে পারিবেন এবং প্রত্যেক সভ্যের একটী মাত্র ভোট দিবার ক্ষমতা থাকিবে। কমিটীর সভাপতি সাধারণ সভার সভাপতি হইবেন কিন্তু তিনি অনুপস্থিত থাকিলে সভ্যগণ অপর কোন ব্যক্তিকে সেই সভার সভাপতি মনোনীত করিতে পারিবেন। কমিটীর সম্পাদক সাধারণ সভার সম্পাদকের কার্য্য করিবেন। যে সকল বিষয়ে কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সভ্যের মত আবশ্যক হওয়া বিধান আছে তাহা ব্যতীত অবশিষ্ট সকল বিষয় ভোটের সংখ্যা অনুসারে নির্দ্ধারিত হইবে। সাধারণ সভার অধিবেশনের তারিখ পূর্ণ সাতদিন পূর্ব্বে যে সকল সভ্য বাড়ীতে উপস্থিত থাকেন তাহাদিগকে জানাইতে হইবে।

১৪। প্রতিবৎসর এপ্রিল কিম্বা মে মাসে সচরাচর সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে। নিম্নলিখিত বিষয় গুলি এই সভায় বিবেচিত হইবে :—

সাধারণ সভার অধিবেশন।

(ক) গত বৎসরের হিসাব ও আয়ব্যয়ের তালিকা।

(খ) কমিটী এবং পরিচালকগণের বার্ষিক বিবরণী।

(গ) কমিটীর সভ্য এবং পরিচালক নির্ব্বাচন।

(ঘ) চলিত বৎসরে কমিটী উর্দ্ধসংখ্যায় কত টাকা কর্জ্জ করিতে পারিবেন এবং তাহার জন্য উর্দ্ধসংখ্যায় কি হারে সুদ দিবেন।

(ঙ) চলিত বৎসরে প্রত্যেক সভ্যকে এককালীন উর্দ্ধসংখ্যায় কি পরিমাণ টাকা কর্জ্জ দেওয়া যাইবে।

(চ) সমিতি হইতে টাকা কর্জ্জ লইলে সভ্যগণকে কি হারে সুদ দিতে হইবে এবং সভ্যগণ সমিতির তহবিলে যে টাকা জমা রাখিবেন তজ্জন্য যে হারে সুদ পাইবেন তাহার পরিমাণ।

(ছ) কার্য্য নির্ব্বাহার্থ আকস্মিক খরচের জন্য এবং কর্ম্মচারিগণকে পারিতোষিক দানের জন্য টাকা মঞ্জুর (৩৯ এবং ৪০ উপবিধি দ্রষ্টব্য)।

১৫। রেজিষ্ট্রার, কমিটী, পরিচালকগণ অথবা সমিতির রেজেষ্টারীভুক্ত অন্ততঃ ½ সংখ্যক সভ্যগণ আবশ্যক বোধ করিলে সাধারণ সভার বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করিতে পারিবেন। যে সকল বিষয় এই সভায় আলোচিত হইবে অধিবেশনের পূর্ব্বে তাহা নোটীশ দ্বারা সভ্যগণকে জানাইতে হইবে।

বিশেষ অধিবেশন।

১৬। রেজেষ্ট্রীভুক্ত সভ্য সংখ্যার এক পঞ্চমাংশ সভ্য উপস্থিত থাকিলে সাধারণ সভার কোরম হইবে। যদি কোরম না হয় তাহা হইলে ৪ দিনের পর এবং ১০ দিনের মধ্যে সভার পুনরাধিবেশনের দিন ধার্য্য হইবে কিন্তু উহা যদি সভার বিশেষ অধিবেশন হয় এবং সভ্যগণের দ্বারা আহূত হইয়া থাকে

কোরম।

তাহা হইলে উহার আর পুনরাধিবেশন হইবে না। পুনরাধিবেশনের সভায় সাতজন সভ্য উপস্থিত থাকিলেই কোরম গঠিত হইবে।

১৭। রেজেষ্ট্রীভুক্ত সমুদয় সভ্যগণের দুই তৃতীয় সংখ্যক সভ্যগণ সাধারণ সভায় সমবেত হইয়া কোন কারণ প্রদর্শন না করতঃ কমিটীর যে কোন সভ্যকে, যে কোন পরিচালককে অথবা সমিতির যে কোন সভ্যকে অপসারিত করিতে পারিবেন এবং সমিতি তুলিয়া দিবার জন্য রেজিষ্ট্রারের নিকট দরখাস্ত করিতে পারিবেন।

সাধারণ সভার ক্ষমতা।

কার্য্য-নির্ব্বাহক সভা।

১৮। কমিটী পাঁচ জনের কম সভ্য লইয়া গঠিত হইবে না। এই সকল সভ্য সাধারণ সভার অধিবেশনে নির্ব্বাচিত হইয়া পরবর্ত্তী সাধারণ সভার অধিবেশনে তাহাদের স্থলাধিকারী নূতন সভ্য নির্ব্বাচিত না হওয়া পর্য্যন্ত কার্য্য করিবেন। সাধারণ সভা কমিটীর একজন সভ্যকে সভাপতি ও একজনকে সম্পাদক মনোনীত করিবেন। নবম উপবিধি অনুসারে বিনা-পারিতোষিকে সভ্যগণকে কমিটীর কার্য্য-নির্ব্বাহ করিতে হইবে।

১৯। প্রতিমাসে অন্ততঃ একবার করিয়া কমিটীর অধিবেশন হইবে। এই অধিবেশন প্রকাশ্যভাবে হইবে এবং সমিতির যে কোন সভ্য কমিটীর সভায় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন। সভার কার্য্যবিবরণী সভাপতিকে সাক্ষর করিতে হইবে এবং সমিতির যে কোন সভ্য ইচ্ছা করিলেই উহা দেখিতে পাইবেন। ইহাতে চারিজন সভ্য উপস্থিত হইলেই কোরম হইবে এবং যে পক্ষে ভোট সংখ্যা বেশী হইবে তদনুসারে বিবেচ্য বিষয়ের নিষ্পত্তি হইবে। উভয় দিকে সমান সংখ্যক ভোট হইলে সভাপতি একটী অতিরিক্ত ভোট দিতে পারিবেন। কমিটী

সুবিধানুসারে সভার কার্য্য স্থগিত রাখিতে এবং সভার কার্য্য-প্রণালীর যথারীতি অপর ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

কমিটীর ক্ষমতা।

২০। কার্য্য- নির্ব্বাহযোগ্য যাবতীয় কর্ম্মের ভার কমিটীর উপর ন্যস্ত এবং আইনসঙ্গত নিয়ম, উপবিধি ও সাধারণ সভায় আদেশ প্রতিপালনপূর্ব্বক কমিটীকে কার্য্য সমূহ সম্পাদন করিতে হইবে। কমিটী যাবতীয় টাকা পয়সা গ্রহণ ও আবশ্যকমত ব্যয় করিবেন। উৎপীড়ক বোধ হইলে, কমিটী, সমিতির যে কোন প্রাপ্য টাকার ১০৲ টাকা পর্য্যন্ত এবং দণ্ডস্বরূপ সুদের টাকা একেবারেই মাপ দিতে পারিবেন।

সভাপতির ক্ষমতা।

২১। সভাপতির বা সম্পাদকের নামে পোষ্ট আফিস সেভিংস ব্যাঙ্কের হিসাব খোলা হইবে। সভাপতি এবং কমিটীর তিন জন সভ্য সমিতির পক্ষে দায়িত্ব স্বীকারে দলিল সম্পাদন করিতে সক্ষম হইবেন।

পরিচালকগণ।

পরিচালকগণ।

২২। সাধারণ সভার অধিবেশনে পরিচালকগণ নির্ব্বাচিত হইবেন। পরিচালক চারি জনের অধিক হইবে না এবং যাহারা কমিটীর সভ্য হইবেন, তাঁহারা পরিচালক হইতে পারিবেন না। ইহাঁদের কার্য্যকাল নূতন পরিচালক নির্ব্বাচনের কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইবে। পরিচালকগণের নিজের কোন সভা আহ্বানের আবশ্যক নাই কিন্তু যতদূর সম্ভব কমিটীর প্রত্যেক সভায় উপস্থিত থাকা প্রয়োজন।

পরিচালকগণের কর্ত্তব্য।

২৩। পরিচালকগণের কর্ত্তব্য-কর্ম্ম এই :—(ক) প্রতি তিন মাসে অন্ততঃ একবার করিয়া কমিটীর হিসাব পরীক্ষা করা, (খ) যতবার সম্ভব নগদ তহবিলের টাকা পয়সা গণনা করিয়া নিদর্শনপত্র সাক্ষর করা, (গ) বার্ষিক আয় ব্যয়ের

হিসাব পরীক্ষা করিয়া তাহাতে সাক্ষর করা, (ঙ) কমিটীর কার্য্য-প্রণালী এবং হিসাবপত্র বিষয়ে আইন, নিয়ম এবং উপবিধির কোন বিষয়ের ব্যতিক্রম হয় কি না তদ্‌সম্বন্ধে দৃষ্টি রাখা ও প্রবঞ্চনা নিবারণ করা, (ঙ) যে যে কর্জ্জ পরিশোধ হয় নাই, কমিটী তাহার জামিনের অবস্থা নিয়মমত পরীক্ষা করেন কি না, এবং কর্জ্জ দেওয়া টাকার অপব্যবহার ঘটিলে তাহা দেখেন কি না তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা।

কোন পরিচালক একাকী সতন্ত্রভাবে অথবা তাঁহারা দুই, কিম্বা ততোধিক জন একত্রে এই সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন।

পরিচালকগণের ক্ষমতা।

২৪। কমিটী যে কোন খাতাপত্র ও হিসাব এবং তাঁহাদের জ্ঞাতসার যে কোনরূপ বিবরণ, পরিচালক-গণের আবশ্যক মত দিতে ও জানাইতে বাধ্য কিন্তু কোনরূপ আদেশ আইন অনুযায়ী অথবা যুক্তি সঙ্গত কি না সাধারণ সভার বিশেষ অধিবেশনে প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারেন।

ঋণ গ্রহণ।

রেজিষ্টারের অনুমোদন।

২৫। সমিতির জন্য কোন ঋণ গ্রহণ করিতে হইলে অথবা যাহারা সমিতির সভ্য নহেন এমন কোন ব্যক্তির নিকট টাকা আমানত লইতে হইলে কিম্বা সভ্য নহেন এমন কোন ব্যক্তির নিকট সমিতির পক্ষে দায়িত্ব স্বীকার করিতে হইলে রেজিষ্ট্রারের অভিমত জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক। সাধারণ অধি-বেশনের (১৪ক উপবিধি দ্রষ্টব্য) সঙ্কল্প দ্বারা এই সকল বিষয় পরিচালিত হইবে।

জমা লইতে অস্বীকার।

২৬। টাকার কোন আবশ্যক বর্ত্তমান না থাকিলে সমিতির সভ্য নহে এমন কোন ব্যক্তির টাকা জমা লইতে, কমিটী, অস্বীকার করিতে পারেন।

টাকা জমা লওয়া।

২৭। কোন সভ্যের টাকা জমা রাখিতে কমিটী অস্বীকার করিতে পারিবেন না কিন্তু এক টাকার কম হইলে অথবা এক বৎসরের কম সময়ের জন্য জমা রাখিতে চাহিলে কমিটী তাহা রাখিতে অস্বীকার, করিতে পারেন।

সমিতির সভ্যের টাকা জমা লইতে হইবে।

২৮। প্রতি বৎসর মার্চ্চ মাসে জমা রাখা টাকার উপর সুদ দেয় হইবে এবং ঐ তারিখে সুদের টাকা পাশ বহিতে জমা করা যাইবে। সুদের টাকার উপর সুদ চলিবে না কিন্তু ডিপজিটর ইচ্ছা করিলে সুদের টাকা নূতন জমা হিসাবে গ্রহণ করা যাইবে অথবা সেই সভ্য হইতে সমিতির প্রাপ্য টাকার পরিশোধ স্বরূপ লওয়া হইবে।

সুদ।

কর্জ্জ প্রদান।

২৯। সভ্য ব্যতীত অপর কাহাকেও সমিতি হইতে কর্জ্জ দেওয়া হয় না। কোন সভ্য টাকা কর্জ্জ চাহিলে তাহাকে নির্দ্দিষ্ট ফারমে দরখাস্ত করিতে হইবে। কমিটী দরখাস্ত পাইয়া কর্জ্জ লওয়ার আবশ্যকতা, ও অতি শীঘ্র প্রয়োজনীয়তা, কর্জ্জ লইবার কারণের উপযোগ্যতা, জামিনের উপযুক্ততা, সম্বন্ধে অবিলম্বে অনুসন্ধান করিবেন এবং অনুসন্ধানে কর্জ্জ দেওয়া অভিপ্রেত হইলে, ও সমিতির তহবিলে টাকা থাকিলে কিম্বা জমিলেই কর্জ্জ প্রদত্ত হইবে।

কর্জ্জের জন্য দরখাস্ত।

৩০। কমিটী প্রকাশ্য সভায় টাকা কর্জ্জ দিবেন।

প্রকাশ্যভাবে ঋণদান।

৩১। কর্জ্জের পরিমাণ ১০৲ টাকা কিম্বা তাহার কম হইলে কোন জামিন দিতে হইবে না; ১০৲ টাকার ঊর্দ্ধ ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত একজন জামিন, তদূর্দ্ধ ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত দুই জন জামিন এবং তদূর্দ্ধ ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত তিন জন জামিন দিতে হইবে। কোন ব্যক্তির জামিন ব্যতীত, কমিটী বিবেচনা মত ভূসম্পত্তি এবং অবস্থা বিশেষে একই ব্যক্তির নিকট উভয়-রূপ জামিন গ্রহণ করিতে পারিবেন।

জামিন।

৩২। সমিতির সভ্য ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির জামিনী গ্রহণ করা হইবে না। কোন ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির জামিনদার হইয়া থাকিলে সেই অপর ব্যক্তি প্রথমোক্ত ব্যক্তির জামিনদার হইতে পারিবে না। কমিটী গ্রহণ করিতে সম্মত হইলে এক জন সভ্যই একাধিক ব্যক্তির জন্য জামিন হইতে পারেন।

জামিনদার।

৩৩। ৩০শে জুন, ৩০শে সেপ্টেম্বর, ৩১শে ডিসেম্বর ও ৩১শে মার্চ্চ তারিখে কিম্বা তৎপূর্ব্বে কর্জ্জ লওয়া টাকার সুদ দেয় হইবে। কর্জ্জ দেওয়ার মাসের সম্পূর্ণ সুদ ধরা হইবে। পূর্ব্বোক্ত ধার্য্য তারিখে সুদের টাকা না দিলে অথবা উপযুক্ত কারণ দর্শাইতে না পারিলে যে তিন মাসের সুদ বাকী পড়িবে এবং যতদিন সেই তিন মাসের সম্পূর্ণ সুদ আদায় না হইবে ততদিন অনাদায়ী আসল টাকার উপর দণ্ড হারে সুদ দিতে হইবে।

সুদ।

৩৪। কমিটী কর্জ্জ দেওয়া টাকা আদায়ের সুবিধা-মত কিস্তি ধার্য্য করিবেন। যদি নিরূপিত সময়ে কিস্তির টাকা আদায় না হয় তবে উপযুক্ত কারণ দর্শাইতে না পারিলে যে তিন মাসের কিস্তির টাকা খেলাপ হয় সম্পূর্ণ সেই তিন মাসের এবং যতদিন অনাদায়ী থাকিবে ততদিনের জন্য দণ্ড হারে সুদ দিতে হইবে।

কিস্তিবন্দী।

অপব্যবহার।

৩৫। যে কার্য্যে ব্যয়ের নিমিত্ত কর্জ্জ দেওয়া হয়, তাহাতে ব্যয় না হইয়া অন্য কার্য্যে ব্যয় হইতেছে এরূপ প্রতীতি জন্মিলে এবং সেই বিষয়ে উপযুক্ত কারণ দর্শাইতে না পারিলে কমিটী অবিলম্বে কর্জ্জ পরিশোধের আদেশ করিতে পারিবেন এবং কর্জ্জ দেওয়ার তারিখ হইতে দণ্ড হারে সুদ ধার্য্য করিয়া টাকা পরিশোধ লইবেন।

দণ্ডসুদ।

৩৬। ত্রৈমাসিক শতকরা ৯।৵০ হারে অর্থাৎ টাকা প্রতি মাসিক অর্দ্ধ আনা হিসাবে দণ্ড সুদ ধার্য্য হইবে।

কর্ম্মচারিগণের কর্জ্জ গ্রহণ।

৩৭। অধিক সংখ্যক পরিচালকগণেব লিখিত অভিমত ব্যতীত কমিটীর কোন সভ্যকে তাঁহার কার্য্যকালে কর্জ্জ দেওয়া হইবে না এবং রেজিষ্ট্রারের আদেশ ব্যতীত কোন পরিচালক তদীয় কার্য্যকালে কর্জ্জ পাইবেন না।

ঋণ প্রাপ্তির অগ্রগণ্যতা।

৩৮। ধনবর্দ্ধক কার্য্যের নিমিত্ত কর্জ্জ প্রার্থনা সর্ব্বাগ্রে মঞ্জুর করা হইবে এবং যাহারা অল্প টাকা কর্জ্জ চাহে তাহাদের প্রার্থনা অগ্রে মঞ্জুর করিয়া বেশী টাকা কর্জ্জ প্রার্থীদের প্রার্থনা মঞ্জুর করা হইবে।

কার্য্যনির্ব্বাহের ব্যয়।

৩৯। কার্য্য নির্ব্বাহের খরচ চালাইবার নিমিত্ত লাভের টাকা হইতে বার্ষিক ১৫৲ টাকা পর্য্যন্ত কমিটীর হাতে দেওয়া যাইতে পারিবে।

কর্ম্মচারিগণের পুরস্কার।

৪০। কার্য্য নির্ব্বাহের খরচ দিয়া লভ্যের বাকী টাকা হইতে শতকরা ১০৲ টাকা পর্য্যন্ত কমিটী, তাঁহাদের মধ্যে যিনি খাতা পত্র লিখিবেন তাঁহাকে পুরস্কার স্বরূপ দিতে পারিবেন।

রক্ষিত ভাণ্ডার (ধর্ম্ম ভাণ্ডার)

রক্ষিত ভাণ্ডার (ধর্ম্ম ভাণ্ডার)।

৪১। কার্য্য নির্ব্বাহের ব্যয় এবং খাতা পত্র লেখকের পুরস্কার দিয়া লভ্যের অবশিষ্ট টাকা রক্ষিত ভাণ্ডারে (ধর্ম্ম ভাণ্ডারে) জমা দিতে হইবে। এই ভাণ্ডারের টাকা পোষ্ট আফিস সেভিংস্ ব্যাঙ্কে স্থায়ী জমা হিসাবে আমানত থাকিবে।

ক্ষতি পূরণ।

৪২। রেজিষ্ট্রারের মঞ্জুর গ্রহণ করিয়া কোন বৎসরের লোকসানের টাকা রক্ষিত ভাণ্ডারের টাকা হইতে পূরণ করা যাইতে পারে কিন্তু কোন অবস্থাতেই এই ভাণ্ডারের টাকা সভ্যগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া লওয়া চলিবে না।

বিবিধ।

বিরোধ।

৪৩। কমিটী সমুদয় বিরোধ নিষ্পত্তি করিবেন। কমিটীর বিচারের বিরুদ্ধে রেজিষ্ট্রারের নিকট আপিল চলিবে। কমিটী কোন বিরোধ নিষ্পত্তি করিতে অক্ষম হইলে, রেজিষ্ট্রারকে সেই বিষয়ে বিচারের ভার অর্পণ করিতে পারেন। সর্ব্ব বিষয়ে রেজিষ্ট্রারের বিচার চূড়ান্ত গণ্য হইবে এবং সকল সভ্যকেই তদনুসারে বাধ্য হইয়া চলিতে হইবে।

হিসাবের ফারম এবং রিটার্ণ।

৪৪। রেজিষ্ট্রার কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট ফারমে হিসাব রাখিতে হইবে। রেজিষ্ট্রার যে সকল সংবাদ চাহেন এবং তাঁহার নির্দ্দিষ্ট বিবরণ সমূহ (রিটার্ণ) যথা নিয়মে তাঁহার পাঠাইতে হইবে।

বর্ষ।

৪৫। ১লা এপ্রিল হইতে বর্ষ আরম্ভ হইয়া ৩১শে মার্চ্চে বর্ষ শেষ হইবে।

সম্পূর্ণ।